EKDIN 23.08.2024 PAGE 1_Layout 1 8/22/2024 10:31 PM Page 1

NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ রাতগুলো অন্তত সন্ধ্যার মত হোক

ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট দিয়ে শুরু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ৮

কলকাতা ২৩ অগস্ট ২০২৪ ৬ ভাদ্র ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.8.2024, Vol.18, Issue No. 74 8 Pages, Price 3.00

আরজি কর তদন্তের 'টাইমলাইন' নিয়ে তীব্র অসন্তোষ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২২ অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ডে 'টাইমলাইন' নিয়ে 'খটকা' লাগছে সুপ্রিম কোর্টের। গত ৯ অগস্ট ভোরে চিকিৎসক খুনের ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকে ওই দিন রাতে ঘটনাস্থল সিল করা পর্যন্ত যে ঘটনাপরম্পরা আদালতে পেশ করা হয়েছে, তাতেই বেড়েছে সেই 'খটকা'। বিচারপতিরা সময় ধরে ধরে জানতে চেয়েছেন তাঁদের মনে হওয়া গরমিলগুলির ব্যাখ্যা কী। উত্তর জেনেও শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হতে পারেনি সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৫ সেপ্টেম্বর হওয়ার সম্ভাবনা।

এদিন শুনানি চলাকালীন বিচারপতি পারদিওয়ালা বলেন, 'অবাক হচ্ছি, ময়নাতদন্তের আগেই বলে দেওয়া হল অস্বাভাবিক মৃত্যু? এটা কী ভাবে সম্ভব? তা হলে ময়না তদন্তের প্রয়োজনই কী ছিল?' আবার পরে এ বিষয়ে রাজ্যের সংশোধিত ব্যাখ্যা শুনে তিনিই বলেছেন, 'ময়নাতদন্তের পরই বা অস্বাভাবিক মৃত্যু বলা হয় কী করে? তখন তো মৃত্যুর কারণ জেনেই গিয়েছে পুলিশ!'

আরজি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় সিবিআইয়ের কাছে তদন্ত রিপোর্ট চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার সেই রিপোর্ট জমা দিয়ে সিবিআই আদালতকে বলে, 'ঘটনার পাঁচ দিন পরে তদন্ত করতে নেমেছে তারা। তবে তত দিনে সব কিছু বদলে গিয়েছে।' যদিও রাজ্য সিবিআইয়ের দাবিকে নস্যাৎ করে বলে, তাদের কাছে ঘটনার সম্পূর্ণ 'ভিডিয়োগ্রাফি'ও। তাই সিবিআই যে 'টাইমলাইন' রয়েছে। রয়েছে দাবি করছে, তা সত্য নয়। রাজ্যের আইনজীবীর দাবি, কিছুই বদলে যায়নি। রাজ্যের তরফে আদালতে হাজির ছিলেন আইনজীবী কপিল সিবল। অন্যদিকে, সিবিআইয়ের তরফে সওয়াল করছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। এই দুই আইনজীবীর সঙ্গে বৃহস্পতিবার আরজি করের ঘটনা পরম্পরা নিয়ে তর্ক চলেছে সুপ্রিম কোর্টে। তিন বিচারপতি বার বার প্রশ্ন তুলেছেন, ঘটনা পরম্পরার সত্যাসত্য নিয়ে।

দ্বিতীয় শুনানি চলাকালীনও প্রথম শুনানির মতো রাজ্যকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করে শীর্ষ আদালত। আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয় সকালে। তখনই বিষয়টি টালা থানায় জানানো হয়। সকাল ১০ টা বেজে ১০ মিনিটে জিডি করা হয়। এর পর সন্ধ্যে ৬ টা ১০ থেকে ৭ টা ১০-এর মধ্যে হয় চিকিৎসকের ময়নাতদন্ত। রাত ১১টা বেজে ৩০ মিনিটে অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের হয়। এফআইআর হয় তারও ১৫ মিনিট পর অর্থাৎ ১১ টা বেজে ৪৫ মিনিটে। কেন ময়নাতদন্তের পর পর দায়ের হল অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ? কেন গোটা দিন পেরিয়ে রাত সাড়ে এগারোটায় সুরক্ষিত করা হল ঘটনাস্থল? লাগাতার প্রশ্নের মুখে সিবলের দাবি, তাঁদের কাছে টাইমলাইন রয়েছে। গোটা ঘটনায় বিস্মিত বিচারপতি জে পারদিওয়ালা। তিনি বললেন, 'ময়নাতদন্তের পর অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের। ৩০ বছরের কেরিয়ারে দেখিনি।'

জোড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

আরজি কর মামলায় জোড়া নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সিবিআইকে ফের মুখবন্ধ খামে তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রাজ্যকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, চিকিৎসকদের নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে তাদের।

টাস্ক ফোর্সকে অতিরিক্ত দায়িত্ব

বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসক, পড়ুয়াদের পরামর্শ শুনবে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসক, পড়ুয়াদের পরামর্শ শুনবে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রককে একটি পোর্টাল খুলতে বলা হয়েছে। সেখানে পরামর্শ জানানো যাবে। গত মঙ্গলবারের শুনানিতে দেশ জুড়ে হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা কাঠামো ঢেলে সাজানোর নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের নিরাপত্তায় টাস্ক ফোর্স গঠন করার প্রস্তাব দেয়।

আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কাজে ফেরার সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২২ অগস্ট: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে কর্মবিরতিতে শামিল চিকিৎসকরা। টানা প্রায় তেরোদিন ধরে চলছে কর্মবিরতি। এই পরিস্থিতিতে আরজি কর মামলার শুনানিতে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কাজে ফেরার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। তবে শীর্ষ আদালতের তরফে সাফ জানানো হয়েছে, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মামলার দ্বিতীয় শুনানিতে আরও একবার চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আর্জি জানান প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, '১৩ দিন ধরে এইমসের চিকিৎসকেরা কাজ করছেন না। তাঁদের বলব, দয়া করে কাজে ফিরুন। আপনাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না আমরা তা নিশ্চিত করব।' সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রককে একটি পোর্টাল খুলতে বলা হয়েছে। সেখানে পরামর্শ জানানো যাবে। বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসক, পড়ুয়াদের পরামর্শ শুনবে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স। গত মঙ্গলবারের শুনানিতে হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা কাঠামো ঢেলে সাজানোর নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তায় টাস্ক ফোর্স গঠন করার প্রস্তাব দেয় শীর্ষ আদালত।

আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদ

ব্যারিকেড ভেঙে বিজেপির স্বাস্থ্যভবন অভিযানে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির স্বাস্থ্যভবন অভিযানকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে সল্টলেকে। পূর্বঘোষণা মতো বৃহস্পতিবার দুপুর সওয়া ২টো নাগাদ রাজ্য বিজেপি নেতারা মিছিল নিয়ে রওনা দেন স্বাস্থ্য ভবনের উদ্দেশে। কিন্তু অনেক আগেই রাস্তার উপরে ব্যারিকেড তৈরি করে রেখেছিল পুলিশ। উত্তেজনা ছড়ানোর আশঙ্কায় আগে থেকেই বিশাল পুলিশবাহিনীও মোতায়েন ছিল স্বাস্থ্য ভবন যাওয়ার পথে। আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে বিজেপির মিছিলে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ সব রাজ্য নেতাই যোগ দিয়েছিলেন। মিছিলে ছিলেন বিজেপির সাংসদ-বিধায়কেরাও। সেই মিছিল পুলিশ আটকে দেয় করুণাময়ীর আগে ইন্দিরা ভবনের সামনে। এর পরেই পুলিশের ব্যারিকেড টপকে অনেক বিজেপি কর্মী স্বাস্থ্য ভবনের দিকে যেতে শুরু করেন। তবে বেশি দূর এগোতে দেয়নি পুলিশ। রাস্তার উপরে আরও ব্যারিকেড ছিল।

স্বাস্থ্য ভবন থেকে চার কিলোমিটার দূরেই বিজেপির মিছিল আটকে দিতে চেয়েছিল পুলিশ। কিন্তু একটার পরে একটা ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যায় মিছিল। মিছিলের সামনে থাকেন সুকান্ত, দিলীপের সঙ্গে লকেট চট্টোপাধ্যায়ও।

বৃহস্পতিবারের মিছিলে রাজ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি হাঁটেন প্রাক্তন সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, অর্জুন সিংরা। মিছিলে আরজি কর-কাণ্ডে বিচারের দাবিতে বিজেপি কর্মীরা প্রতীকী হাতকড়া, ফাঁসির দড়ি নিয়ে হাঁটেন। পুলিশের গাড়িতে বিরোধী দলনেতা-সহ কয়েক জন উঠে যাওয়ার পরেও নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়। অনেক বিজেপি কর্মী পুলিশের ভ্যানের সামনে রাস্তায় বসে পড়েন। তবে খুব কম সময়ের মধ্যে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। এর পরে অর্জুনকে প্রিজন ভ্যানে তুলতে গেলেও পুলিশকে ধাওয়া করে একদল বিজেপি কর্মী। তবে একের পর এক ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যেতে থাকে বিজেপির মিছিল।

সেই সময়েই শুভেন্দু রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রিজন ভ্যানের দিকে এগিয়ে যান। পুলিশ তাঁকে গাড়িতে তোলার পরেও মিছিল এগোতে থাকে। এর পরে পুলিশের হাতে ধরা দেন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যও। তবে সুকান্ত পতাকা নিয়ে এগিয়ে যান। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শমীককে তোলার সময়ে সুকান্তকেও গ্রেপ্তার করতে চায় পুলিশ। তবে কর্মীরা ছিনিয়ে নেয় সুকান্তকে। সেই সময়ে সুকান্ত বলেন, 'বাংলায় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তার একমাত্র সমাধান মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফা। সেই দাবিতেই এই অভিযান। পুলিশ বাধা দিলেও আমাদের আন্দোলন চলবে। বিচার না-পাওয়া পর্যন্ত পথেই থাকবে বিজেপি।'

ব্যারিকেড ভেঙে স্বাস্থ্য ভবনের দিকে যেতে চাওয়া অনেক কর্মীকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্য দিকে, মিছিল এগোতে থাকে। পুলিশের গাড়িতে উঠেও বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন গ্রেপ্তার হওয়া কর্মীরা। অনেক বিজেপি কর্মী পুলিশের গাড়ির উপরে উঠেও বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকে দেওয়ার চেষ্টা করলেও পুলিশ অত্যন্ত সংযত ভূমিকায় ছিল। ফলে একের পর এক ব্যারিকেড ভেঙে বিজেপির মিছিল স্বাস্থ্য ভবনের গেটের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। সেখানে মহিলা কর্মীদের নিয়ে রাস্তার উপরে বসে পড়েন অগ্নিমিত্রা পল। তবে স্বাস্থ্য ভবনের গেটের সামনে বিশাল পুলিশবাহিনী থাকায় বিজেপি কর্মীরা ভিতরে ঢুকতে পারেননি।

এর পরে সুকান্ত, দিলীপরাও স্বাস্থ্য ভবন থেকে ২০০ মিটার দূরে রাস্তার উপরে বসে পড়েন। পরে সেখানেই ছোট একটি সভা হয় বিজেপির। বক্তব্য রাখেন দিলীপ ও সুকান্ত। সেখানে সুকান্ত বলেন, 'রাজ্য সরকার এখনও আগুন নিয়ে খেলছে। কিন্তু এটা করে গেলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। আন্দোলন আরও তীব্র আকার নেবে।' একই সঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসাবে বিজেপি স্বাস্থ্য ভবনের ভিতরে ঢোকার লক্ষ্য নিয়ে আসেনি। বিজেপি সরকারি ভবন ভাঙচুর করতে চায় না।'

সুকান্ত দাবি করেন, পুলিশ অনেক বাধা দিলেও স্বাস্থ্য ভবনের প্রবেশ দ্বারে পৌঁছে গিয়ে সফল হয়েছে দলের অভিযান। সেখান থেকেই সুকান্ত ঘোষণা করেন, 'শুক্রবার রাজ্যের সর্বত্র সব থানায় বিক্ষোভ দেখাবে বিজেপি।'

সন্দীপ ঘোষ-সহ আরও ৬ জনের পলিগ্রাফ টেস্টের আবেদন মঞ্জুর

শিয়ালদহ আদালতে গোপন জবানবন্দি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন মামলায় এবার প্রাক্তন অধ্যক্ষের গোপন জবানবন্দি নিল আদালত। বৃহস্পতিবার দুপুরে শিয়ালদহ আদালতে নিয়ে আসা হয় আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষকে। কড়া নিরাপত্তা ছিল তাঁর জন্য। এর পর আদালতে গোপন জবানবন্দি দেন সন্দীপবাবু। সেদিনের ঘটনা নিয়ে কী জানেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ, তা আদালতকে জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া তাঁর পলিগ্রাফ টেস্টের আবেদন জানায় সিবিআই। কবে তা হবে, সে বিষয়ে এখনও জানা যায়নি। ঘটনার রাতে তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে রাতে তাঁর যে সহকর্মীরা খাওয়াদাওয়া করেছিলেন, তাঁদেরও ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাঁদেরও জবানবন্দি নেওয়া হয় এদিন। সিবিআইয়ের তরফে ওই চারজনেরও পলিগ্রাফ টেস্টের আবেদন জানায় সিবিআই। পলিগ্রাফ টেস্ট হবে সঞ্জয়ের সঙ্গী সৌরভেরও। সিবিআইয়ের আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত। তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও হত্যামামলার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে যাওয়ার পর গত সাতদিন ধরে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করে চলেছেন তদন্তকারীরা। রোজ সকালে সিজিও কমপ্লেক্সে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়, দিনভর জিজ্ঞাসাবাদের পর রাতে তিনি বাড়ি ফেরেন। সেই তদন্তেরই অংশ হিসেবে সিবিআই ডাঃ সন্দীপ ঘোষের গোপন জবানবন্দি গ্রহণের জন্য আদালতে আবেদন জানায়। সেই আবেদন মঞ্জুরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার তাঁর গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয় আদালতে। এদিকে, টালা থানায় সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এক মামলায় তাঁকে লালবাজারও তলব করেছিল। বুধবার হাজিরার কথা থাকলেও তিনি লালবাজারে যাননি। অন্যদিকে, এই ঘটনায় একমাত্র গ্রেপ্তার হওয়া সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়ের পলিগ্রাফ টেস্টের জন্য আবেদন জানায় সিবিআই। তাতে সম্মতি দিয়েছে আদালত। তবে সঞ্জয় নিজে পলিগ্রাফ টেস্টে রাজি আছে কি না, তা জানাতে হবে শিয়ালদহ আদালতের বিচারকের সামনে। সেই কারণে বৃহস্পতিবারই সঞ্জয়কে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় শিয়ালদহ আদালতে। সূত্রের খবর, আইনি প্রক্রিয়া মিটে গেলে সঞ্জয়কে শুক্রবার নিউটাউনের ফরেনসিক পরীক্ষাগারে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। সেখানেই তার পলিগ্রাফ টেস্ট হবে।

ধর্ষণ রুখতে কড়া আইন আনতে মোদিকে চিঠি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্ষণ রুখতে কড়া আইন আনা হোক দেশে। এই মর্মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বৃহস্পতিবার চিঠি দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফাস স্ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে ১৫ দিনের মধ্যে যাতে দোষীর বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে শাস্তি নিশ্চিত করা যায়, সেই নিয়েও চিঠিতে সওয়াল করেছেন মমতা। বৃহস্পতিবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে এই কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই তৃণমূল সাংসদ তথা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের সমস্ত রাজ্যের সরকারকে অনুরোধ করেছেন ধর্ষণ বিরোধী কঠোর আইন বলবৎ করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে 'চাপ' দিতে। তার পরেই নবান্নের তরফে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার কথা প্রকাশ্যে এল।

আরজি কর-কাণ্ডে সমালোচনার মুখে পড়েছে রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টও প্রশ্ন তুলেছে। এই আবহে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন মমতা। সেই চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, দেশে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রোজ গড়ে ৯০টি ধর্ষণের ঘটনা হচ্ছে। এই ধরনের 'গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল' ঘটনায় বন্ধে অবিলম্বে কড়া আইন আনা প্রয়োজন। চিঠিতে আরও দাবি করা হয়েছে, ফাস্ট স্ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে এই ধরনের ঘটনা ঘটার ১৫ দিনের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শাস্তি নিশ্চিত করা হোক।

বৃহস্পতিবারই অভিষেক সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়ে লিখেছেন, 'এমন কঠোর ধর্ষণ বিরোধী আইন আনতে হবে, যা ঘটনার ৫০ দিনের মধ্যে অপরাধীকে চিহ্নিত করে দোষী সাব্যস্ত করা নিশ্চিত করবে এবং তাতে দোষীকে কঠোরতম সাজা দেওয়ার নিদান থাকবে।' এর পর তিনি দেশে ধর্ষণের পরিসংখ্যানও তুলে ধরেছেন। তিনি জানিয়েছেন, গত ১০ দিনে দেশে ৯০০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। প্রতি দিন ৯০টি ধর্ষণের ঘটনার রিপোর্ট লেখানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় চারটি এবং প্রতি ১৫ মিনিটে একটি ধর্ষণের ঘটনার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিষেক মনে করেন, এই পরিস্থিতিতে দেশে ধর্ষণ বিরোধী কঠিন আইন 'জরুরি' হয়ে পড়েছে। তিনি লিখেছেন, 'সমস্ত রাজ্যগুলির সরকারের উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে কঠোর ধর্ষণ বিরোধী আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করা। এর থেকে বিন্দুমাত্র কম কিছু হলে, তা হবে নেহাৎই প্রতীকী এবং আদতে তাতে কোনও কাজ হবে না।' তার পরেই প্রধানমন্ত্রীকে মমতার চিঠি লেখার বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে।

নবান্ন অভিযান নিয়ে রাজ্যের আবেদনে না

নয়াদিল্লি, ২২ অগস্ট: নবান্ন অভিযান নিয়ে রাজ্যের আবেদনে সাড়া দিল না সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জানান, 'আইন আইনের পথে চলবে। কিন্তু রাজ্যকে একটা বিষয় দেখতে হবে, যাতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারীদের বাধা দেওয়া না হয়। যেন প্রতিবাদ করতে দেওয়া হয়। আরজি করের ঘটনায় প্রতিবাদ করা যাবে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রতিবাদ সংগঠিত করা যাবে। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে কোনওরকম পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ।' এদিকে আগামী ২৭ অগস্ট 'নবান্ন চলো অভিযান' নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ চায় রাজ্য। পুরো বিষয়টি একটা গুরুতর জায়গায় পৌঁছেছে। প্রতিবাদ, মিছিল, মিটিং নিয়ে রাজ্য হলফনামাও জমা দেয় শীর্ষ আদালতে।

ভারতে 'খিলাফত'-এর নীল নকশা করছে আল কায়দা

গোয়েন্দা রিপোর্টে বড় ষড়যন্ত্রের খোঁজ

নয়াদিল্লি, ২২ অগস্ট: ভারতে 'খিলাফত'-এর নীল নকশা তৈরি করছে জঙ্গি সংগঠন আল কায়েদা। বড় ষড়যন্ত্রের খোঁজ পেয়ে তৎপর হয়েছে দিল্লি পুলিশ। ইতিমধ্যে ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ১৪ সন্দেহভাজনকে জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের জেরা করে ভবিষ্যৎ নাশকতার রোখার চেষ্টায় পুলিশ। তদন্তকারীরা প্রাথমিক ভাবে জানতে পেরেছেন যে একাধিক বড় হামলার ছক কষেছিল জঙ্গিরা। এক বিবৃতিতে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, রাঁচির ড. ইসতিয়াক নামের এক ব্যক্তি ভারতে 'খিলাফত ঘোষণা করে। কুখ্যাত জঙ্গি গোষ্ঠী আল কায়দার অনুপ্রেরণায় ধারাবাহিক জঙ্গি হামলার ছক কষা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, সন্ত্রাসী মডিউলের সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। গোয়েন্দা রিপোর্ট পেয়ে এই বিষয়ে খোঁজখবর শুরু করে দিল্লি পুলিশ। তদন্তে সাহায্য করে একাধিক পড়শি রাজ্যের পুলিশ বাহিনীও। এর পরেই ধরপাকড় শুরু করেন তদন্তকারীরা। দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজস্থানের ভিওয়াড়ি থেকে ৬ জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা

হয়েছে। সেখানে তাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ চলছিল। আরও ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ঝাড়খণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে। ইতিমধ্যে অভিযুক্তদের জেরা করে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং জঙ্গিবাদে উস্কানি দেওয়া বইপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, আল কায়দায় অনুপ্রাণিত জঙ্গিদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে দেশজুড়ে অভিযান চালানো হচ্ছে। একাধিক সন্দেহভাজনকে নজরে রাখা হচ্ছে। ভবিষ্যতে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে।

আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে এক অভিনব প্রয়াস

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

গত 21/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11474 নং এফিডেভিট বলে Gopal Chandra Ghosh S/o. Tarak Chandra Ghosh ও Gopal Ghosh S/o. Lt. T. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 21/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11475 নং এফিডেভিট বলে Kartik Chandra Gupta ও Kartik Gupta S/o. Wooma Gupta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 21/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11478 নং এফিডেভিট বলে Krishna Chandra Ghosh S/o. Bhupati Nath Ghosh ও Krishna Ch. Ghosh S/o. B. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 21/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11473 নং এফিডেভিট বলে Jayanta Mondal S/o. Haren Mondal ও Jayanta Kr. Mondal S/o. H. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 16/08/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 01 নং এফিডেভিট বলে Bijan Mallick S/o. Rabi Das Mallick ও Bijan Mallik S/o. R Mallik, Rabidas Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

আমি Salema Mallik L.I.C.I পলিসিতে আমার নাম Salehar Bibi আছে। ২৬-০৬-২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Salema Mallik ও Salehar Bibi W/O. Marfatmallik উভয়ে একই ব্যক্তি।

নাম -পদবী

গত 22/08/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 05 নং এফিডেভিট বলে আমি Mintu Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Narayan Das ও N. C. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 21/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11482 নং এফিডেভিট বলে Biswajit Brahmachari S/o. Bankim Brahmachari ও Biswa Jit Bramachari S/o. G. Bramachari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 21/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11472 নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Dey ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Amalachandra Dey ও Amalachandra Dey & R. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 22/08/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 23 নং এফিডেভিট বলে Dhrubajyoti Neogy S/o. Pareshnath Neogy ও Dhrubajyoti Niyogi, Dhrubajyoti Neogi S/o. Pareshnath Niyogi, Pareshnath Neogi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 22/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11496 নং এফিডেভিট বলে Chandra Sekhar Dolui ও Chandra Sakhar Dolui S/o. Basudeb Dolui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 22/08/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 08 নং এফিডেভিট বলে Saumendu Jana S/o. Sanyasi Charan Jana ও Soumendra Jana S/o. S C Jana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 22/08/24 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 12 নং এফিডেভিট বলে আমি Soumen Banerjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Nepal Chandra Banerjee ও N. Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 06/01/20 S.D.E.M., চন্দননগর, হুগলী কোর্টে 05 নং এফিডেভিট বলে Tapas Bandyopadhyay ও Tapas Banerjee S/o. Kali Bandyopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 21/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11428 নং এফিডেভিট বলে আমি Santanu Saha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ashim Kanti Saha ও Shri A. K. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ।

নাম -পদবী

গত 21/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11481 নং এফিডেভিট বলে Sk. Jalil Uddin S/o. Sk. Siraj Uddin ও Sk. Jaliluddin S/o. Sk. S. Uddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 14/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11146 নং এফিডেভিট বলে Prakash Kumar Nayak S/o. Damodar Nayak ও Prokash Kr. Nayak S/o. D. Nayak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম -পদবী

গত 18/03/2024 S.D.E.M., সদর হুগলী কোর্টে 52 নং এফিডেভিট বলে আমি Srabani Patra D/o. Nirmal Santra নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Arshiya Khatun সাং চাতরা, গোঘাট, হুগলী নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম -পদবী

গত 21/08/2024 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর হুগলী কোর্টে 5531 নং এফিডেভিট বলে আমি Akash Paswan S/o. Prakash Paswan নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Sohan সাং ধানমাঠ, বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর, হুগলী নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

নাম -পদবী

গত 22/08/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 11495 নং এফিডেভিট বলে Partha Dholay S/o. Laxmi Narayan Dholay ও Partha Dholya S/o. L N Dhoya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী

আমি Subodh Sharma, S/o. Radhanath Sharma, R/o- Vill- Faridpur Ratherpara, P.O.- Faridpur, P.S.- Jalangi, Dist- MSD 742303 গত ১৪/০৮/২০২৪ বহরমপুর নোটারী পাবলিক Affidavit বলে ঘোষণা দিচ্ছি, আমি স্বইচ্ছায়, স্বজ্ঞানে পবিত্র কালেমা তায়্যিবা পাঠ করে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছি এবং এখন থেকে আমি Golam Nabi Azad নামে পরিচিত লাভ করলাম। আমার সমস্ত নথী পত্রে এখন থেকে Subodh Sharma পরিবর্তে Golam Nabi Azad হিসাবে প্রতিস্থাপিত হবে। আমার এখন স্থায়ী ঠিকানা Bilaspur Kaliganj, Jalangi, MSD. 742305.

NAME CHANGE

I Mukti Bandopadhayay, d/o Amulya kumar Chatterjee faith Hindu occupation house wife, residing at 63 Banerjee Para Road, Paschim Putiari, Kolkata 700041. Vide affidavit No 2327 dt 20th Aug 2024, at Judicial Magistrate Alipore Kolkata, mentioned that the Mukti Bandopadhayay and Mukti Banerjee is the same and one identical person.

নাম পদবী পরিবর্তন

আমি, **আজিজা খাতুন**, স্বামী আফতাব আলম, ঠিকানা : ৩ এইচ-১৮, ভূকৈলাশ রোড, মাদ্রাসা কোয়সিমুল উলুম, খিদিরপুর, কলকাতা : ৭০০০২৩, নোটারি আলিপুর, জাজেস কোর্ট, কলকাতা সমীপে, ২২.০৮.২০২৪ তারিখে হলফনামা দাখিল বলে ঘোষণা করছি যে, আমার সঠিক নাম **আজিজা খাতুন** ও জন্ম তারিখ ১২.১২.১৯৬৮ কিন্তু আমার পাশপোর্টে ভুলক্রমে আমার নাম **আজিজা** এবং **জন্ম তারিখ ১২.০৫.১৯৬৭** উল্লেখ করা হয়েছে। **আজিজা খাতুন** এবং **আজিজা** এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Change Of Name

I, **Sabyasachi Mukhopadhyay**, S/o Mrityunjoy Mukhopadhyay, resident of Sasadhar Ganguly Road, Rajabandh Para, P.O +P.S. +Dist.-Purulia, 723101(WB), do hereby declare vide affidavit before In the Court of the Judicial Magistrate, 1st Class at Purulia on 08.08.2024 that inadvertently, in application for the renewal of Driving Licence form no. 9 data entry in my Driving Licence, my name has been mentioned as Sabyasachi Mukherjee S/o Mrityunjoy Mukherjee in place of actual name Sabyasachi Mukhopadhyay, S/o Mrityunjoy Mukhopadhyay. **Sabyasachi Mukherjee S/o Mrityunjoy Mukherjee** and **Sabyasachi Mukhopadhyay, S/o Mrityunjoy Mukhopadhyay** are the same and one identical person.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা -হুগলী চুঁচুড়াস্থিত মাননীয় জেলা জজ আদালত

ম্যাট্রিমোনিয়াল মোকর্দ্দমা নং ১৪/ ২০২৪

শ্রী উদয় রঞ্জন চক্রবর্ত্তী... দরখাস্তকারী

বনাম

শ্রীমতি সুইটি চক্রবর্ত্তী ...রেস্পনডেন্ট

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী **উদয়রঞ্জন চক্রবর্ত্তী** তাহার স্ত্রী **শ্রীমতি সুইটি চক্রবর্ত্তী**, স্বামী- **শ্রী উদয়রঞ্জন চক্রবর্ত্তী** পিতা- অনিল কুমার মহারানা, সাং- ই/৫৮, বাঘাযতীন স্টেশন রোড, পো:-বাঘাযতীন, থানা- নেতাজীনগর, জেলা- ২৪ পরগনা (দ:) কলিকাতা- ৭০০০৮৬ -এর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রার্থনায় উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন । উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় কাহারোও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিলবাবুর মাধ্যমে লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উক্ত মোকর্দ্দমায় আইন মোতাবেক একতরফা আদেশ প্রচারিত হইবে এবং যথাবিহিত আদেশ হইবে ।

দরখাস্তকারীর পক্ষে –

অশোক সাধু (উকিলবাবু)

আদালতের অনুমত্যানুসারে

শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)

হুগলী জজ কোর্ট, চুঁচুড়া, হুগলী ।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

In the Court of District Delegate, Paschim Medinipur.

Probate Case No. 27/2023

শ্রীমতী রীতা পাঁজা ... দরখাস্তকারিনী।

বনাম

পারুল মন্ডল দীং ....প্রতিপক্ষগন ।

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত মেদিনীপুর শহরস্থিত মহাতাবপুর মৌজার অধিবাসিনী সর্ব সাধারনকে অবগত করানো যাইতেছে, উক্ত সাকিনের স্থায়ী বাসিন্দা অধুনা মৃত **শ্রীমত্যা নারায়নী শাসমল**, স্বামী- ঁঅবনী শাসমল, কর্তৃক সম্পাদিত উইল প্রবেট পাওনের প্রার্থনায় উপরোক্ত দরখাস্তকারিনী অত্র মোকর্দ্দমার উত্থাপন করিয়াছে এবং পরবর্তি ধার্য্যদিন আগামী ইং- 19.09.2024 তারিখে ধার্য্য রহিয়াছে। এতদ্ বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরবর্তী ধার্য্যদিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা কোনো ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপর, থানা ও সাবরেজিষ্ট্রী অফিস-মেদিনীপুর, মেদিনীপুর পৌরসভার অর্ন্তগত ১৫নং ওয়ার্ড এর এলাকাধীন জে.এল নং-১৭৮, মৌজা- মহাতাবপুর, হোল্ডিং নং-৫০৯/৩, আর.এস. খতিয়ান নং- ১১৯, এল.আর. খতিয়ান নং-১৮৮, ৪০, ৩২৭, **আর.এস. দাগ নং-৭২৮**, হাল দাগ নং- ১৩৫৪ (বাস্তু) মোট পরিমান-০২ ডেসিমেল। **আর.এস. দাগ নং-৭২৯**, হাল দাগ নং- ১৩৫৭ (বাস্তু), মোট পরিমান-২.৩৭ ডেসিমেল, **আর.এস. দাগ নং-৭৩১**, হাল দাগ নং-১৩৫৮ (বাস্তু), মোট পরিমান- ০.৫০ ডেসিমেল । **৩টি দাগে মোট পরিমান-৪.৮৭ ডেসিমেল বা ০.০৪৮৭ একর**। বাস্তু ভূমি মায় তদুপরিস্থিত ৩৬১ বর্গফুট বহু পুরাতন পাকা গৃহাদি ইলেকট্রিফিকেশন, খোলা জমি ইজমেন্ট রাইট।

অনুমত্যানুসারে;

Laxman Sing

তাং-20/08/2024 **সেরেস্তাদার,**

পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেটস আদালত।

বিজ্ঞপ্তি

আমি মোঃ আব্দুল সেলিম, পিতা - আহমেদ আলী সাং শ্রী মায়াপুর, নদীয়ার বাসিন্দা, থানা-নবদ্বীপ এলাকাধীন ১২ নং ঘাসিঘাটা মৌজার এল.আর ৪৯০, ৫০৪, ৫০৬ খতিয়ান ভুক্ত এল.আর ৭১ দাগে ১২ শতক জমির স্বত্বের পক্ষে বিগত ১১/০৬/২০২০ তারিখে নবদ্বীপ এডিএস আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-24 নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং ও পোঃ শ্রী মায়াপুর নিবাসী আমানত সেখ, ওহাব সেখ, ওহি সেখ, ওহি বিবির পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে ইংরাজি ২৫/১১/২০২০ তারিখে নবদ্বীপ এডিএস আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৯২৬ নং দলিল দ্বারা গৌরনগর নিবাসী লুদিভাইন ইভা সাররাজিন পিতা মাইকেল মারিসকে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটি নাম পত্তন করিবেন, ইহাতে কাহার কোন অভিযোগ থাকে নবদ্বীপ বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলী সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালত, চুঁচুড়া

দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং - ২০৬ / ১২

প্রতি :- ১। **কৃষ্ণা ছাতিক**, স্বামী ঁধীরেন ছাতিক ২। **শ্রী বাপন ছাতিক** পিতা ঁধীরেন ছাতিক উভয়ের সাকিম- চাঁপাবেরা, পো: ও থানা- ধনিয়াখালী, জেলা হুগলী।

জেলা হুগলী, মৌজা চাঁপাবেরা, থানা ধনিয়াখালী খতিয়ান নং ৮২০, ২৭০ এবং ৪২৯ দাগ এর সম্পত্তি নিয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে সুজয় ছাতিক, পিতা হরিচরণ ছাতিক, গ্রাম-চাঁপাবেরা, থানা-ধনিয়াখালী, জেলা-হুগলী, উপরোক্ত আদালতে বিভাগ বণ্টন মোকর্দ্দমা করেছে। উক্ত বিষয়ে আপনারা আপনাদের বক্তব্য 13/09/24 তারিখের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া জবাব দাখিল করিবেন, অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে এক তরফা শুনানি হইবে ।

বাদীর পক্ষে

সুকুমার মন্ডল (এ্যাডভোকেট)

আদালতের অনুমত্যানুসারে

নির্মল কুমার রায়চৌধুরী (সেরেস্তাদার)

জেলা হুগলী সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) প্রথম আদালত, চুঁচুড়া

NOTICE

My client Sri Nishit Pankaj Babaria, son of Pankaj Varajlal Babaria is going to sell the Flat on the 1st floor (South Eastern Side) lying and situate at Premises no. 5, Township Road, now known as Sakharam Ganesh Deuskar Sarani, PS-Bhowanipore, Kolkata-700025 in favour of Sri Bahvesh Meghani. One original Gift Deed being No. 01581 of 2006, registered before the ADSR Alipore of the aforesaid property is misplaced. In this regard one GDE has been lodged before the Bhowanipore Police Station, Kolkata vide GDE no.1720 dated 21.08.2024. If any person find the above mentioned Deed or any person have any claim in the said property then come up with valid proof and contact to below person within 5 days from the date of publication, after elapsing 5 days no claim will be entertained.

Mr. Partha Saran Ghosh
Advocate
Contact No. 9674302211

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী

মোকাম চুঁচুড়া জেলা জজ আদালত

সন ২০২০ সালের ০৬ নং এ্যাক্ট ৩৯ (প্রবেট) কেস

মৃত ব্যক্তি ঃ- শৈল্যবালা দাসি ওঃ শৈল্যবালা নার, স্বামী স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্র নার (ঘোষ), সাং- খড়িয়াল, পোঃ- কানাইপুর, থানা- ডানকুনী (চন্ডীতলা), জেলা- হুগলী- ৭১২২৩৪ শ্রীমতী ছবি নার (ঘোষ), স্বামী স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ নার (ঘোষ), সাং- খড়িয়াল, পোঃ- কানাইপুর, থানা ডানকুনী (চন্ডীতলা), জেলা-হুগলী-৭১২২৩৪। এতদ্বারা জনসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারিনী শ্রীমতী ছবি নার (ঘোষ) উক্ত শৈল্যবালা দাসি ওঃ শৈলবালা নার কর্তৃক গত ইং ০৫/০৬/১৯৮৯ দিবসে সম্পাদিত ও ০৬/০৬/১৯৮৯ দিবসে শ্রীরামপুর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৫/১৯৮৯ নং উইলের প্রবেট প্রার্থনায় অত্র আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। উক্ত প্রবেটের ক্ষেত্রে যদি কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং কিম্বা উপযুক্ত নির্দেশ প্রাপ্ত উকিলবাবু মারফৎ হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন অন্যথায় উক্ত প্রবেট দরখাস্তের একতরফা শুনানী হইবে।

উইলকৃত সম্পত্তি

জেলা- হুগলী, থানা- ডানকুনী অধীন, এ.ডি.এস.আর. জনাই অফিসের অন্তর্গত মৌজা খড়িয়াল, জে.এল. নং ৯৬ ও ডানকুনী পৌরসভার অন্তর্গত হাল ৪৬৭/১ নং খতিয়ানে ও হাল ২৮৯/১ নং খতিয়ানের উল্লিখিত দাগের সম্পত্তি এবং ঐ জেলা ঐ থানার অধীন ঐ এ.ডি.এস.আর. অফিসের অন্তর্গত মৌজা কুশাইগাছি, জে.এল. নং ৯৭ ও ডানকুনী পৌরসভার অন্তর্গত হাল ৩৩৬ নং খতিয়ানে উল্লিখিত দাগের সম্পত্তি যাহা উপরিউক্ত উইলের সম্পত্তি হইতেছে।

দরখাস্তকারিনীর আইনজীবি
শ্রীযুক্ত অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায়
এ্যাডভোকেট, শ্রীরামপুর কোর্ট

আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত

২০১৯/২ নং লেটার অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী:- ১। **শ্রীমতী চন্দ্রলেখা সেন**, স্বামী মৃত শঙ্কর সেন, সাং- এ এ ২৭১, সল্টলেক, কোলকাতা - ৭০০০৬৪, ২। **শ্রীমতী জবা সেন**, স্বামী মৃত অলোক সেন, ৩। **মিস অরুনিমা সেন**, পিতা মৃত অলোক সেন ৪। **মিস অনামিকা সেন**, পিতা মৃত অলোক সেন, ২, ৩ এবং ৪নং এর সাকিম – "সেনবাটী" রথের সড়ক, পোঃ- গুপ্তিপাড়া, থানা- বলাগড়, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৫১২, ৫। **আরতী রায় (মৃত)** পক্ষে ওয়ারিশ :- **অমিত রায়**, পিতা মৃত পরেশ চন্দ্র রায়, সাকিম-ফ্ল্যাট নম্বর ৬ বিসি ১০, দেশবন্ধু নগর, বাগুইহাটি, কোলকাতা-৭০০০৫৯ ৬। **শ্রীমতী কাশ্মীরা ব্যানার্জী (মৃত)** তাঁর ওয়ারিশান - মিস রীনা ভট্টাচার্য্য, পিতা মৃত রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মাতা - কাশ্মীরা ব্যানার্জী সাকিম- ৪২বি, প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, কালীঘাট, কোলকাতা-৭০০০২৬।

এতদ্বারা সর্বব সাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অত্র মোকর্দ্দমার উইলকর্তা ঁবেলা সেন পিতা মৃত রায় সাহেব কেদার নাথ সেন, সাং-রথসড়ক, গুপ্তিপাড়া, থানা - বলাগড়, জেলা- হুগলী একেকেতা উইল গত ১৭/৪/২০০০ তারিখে এ্যাডিসন্যাল ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্টার কালনা, বর্দ্ধমান এ সম্পাদন করেন যাহার বুক নং ৩ বিং নং- ৬, পেজ ৩৪ হইতে ৩৯ ভাউচার নং- ১ সন ২০০০ এ সম্পাদন করিয়া যান এবং অত্র উইলে **ধর্ম্মদাস দাস**, পিতা- ঁশিবু দাস, সাং- গুপ্তিপাড়া, পো:- আয়দাকিস্মত, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী মহাশয়কে একজিকিউটর নিযুক্ত করেন। এবং হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালতে ২০০৪ সালের ১৯ নং ৩৯ আইন মোকর্দ্দমা দাখিল করেন । পরবর্ত্তীকালে নিকট আত্মীয় আপত্তি করায় অত্র মোকর্দ্দমা কনটেনসান হইয়া যায় । পরবর্ত্তীকালে কথিত উইলের একজিকিউটার অত্র ধর্ম্মদাস দাস মহাশয় কোনরূপ প্রবেটের ব্যবস্থা না লওয়ার কারন অত্র মোকর্দ্দমার দরখাস্তকারীগণ হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালতে ২০১৯ সালের ২ নং লেটার অফ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন মোকর্দ্দমা দায়ের করেন এবং অত্র মোকর্দ্দমার পক্ষগণ অত্র মোকর্দ্দমা কনটেস্ট করিতেছেন । ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তিনি স্বয়ং অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারীর দ্বারা নোটীশ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা শুনানী অন্তে নিস্পত্তি হইবে ।

দরখাস্তকারীগনের পক্ষে

শোভা মুখার্জী (উকিলবাবু)

আদালতের অনুমত্যানুসারে

শ্রী চরণ সিং (সেরেস্তাদার)

জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৩ শে আগষ্ট । ৭ ই ভাদ্র শুক্রবার। চতুর্থী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

PUBLIC NOTICE

Adorable Trading Pvt. Ltd. has purchased 01.39 dec. of land in Mouza Paniara, comprised in L.R. Dag Nos. 910 & 911 under Khatian No. 250 from Smt. Bijali Koley & Smt. Kakuli Polley via registered Sale Deed No. 3729/2014, dated 03/09/2014 executed by Sri Ratan Das & Sri Prafulla Das by virtue of registered the Power of Attorney, being No. 0333/2014, dated 15/07/2014. Now we have applied for Mutation of above-mentioned land. Any objections should be reported to BL & LRO, Panchla, Howrah, within 30 days.

PUBLIC NOTICE

Jindal India Metals Ltd. has purchased 08.83 dec. of land in Mouza Kulai, comprised in L.R. Dag No. 575 under Khatian No. 1604 from Smt. Soma Palui & Sri Surajit Ghosh via registered Sale Deed No. 1109/2024, dated 21/12/2024 executed by Smt. Soma Palui by virtue of registered the Power of Attorney, being No. 0368/2011, dated 11/07/2011. Now we have applied for Mutation of above-mentioned land. Any objections should be reported to BL & LRO, Panchla, Howrah, within 30 days.

PUBLIC NOTICE

Adorable Trading Pvt. Ltd. has purchased 26 dec. of land in Mouza Paniara, comprised in L.R. Dag No. 1137 under Khatian Nos. 385, 572, 869, 1065 & 1311 from Smt. Saraswati Khan, Sri Ganesh Chandra Khan, Sri Haradhan Khan, Sri Kanai Lal Khan, Sri Krishna Kanta Khan, Smt. Pratima Das (Khan), Smt. Asta Rani Das (Khan) @ Bula Das via registered Sale Deed No. 00742/2014, dated 25/02/2014 executed by Sri Umapada Khan by virtue of registered the Power of Attorney, being No. 0464/2013, dated 27/09/2013. Now we have applied for Mutation of above-mentioned land. Any objections should be reported to BL & LRO, Panchla, Howrah, within 30 days.

PUBLIC NOTICE

Bindal Vanijya Pvt. Ltd. has purchased 29.43 dec. of land in Mouza Paniara, comprised in L.R. Dag Nos. 1112, 1113 & 1136 under Khatian Nos. 33, 1065, 1311, 385, 572, 869 from Sri Jyotsna Karmakar & Smt. Urmila Karmakar via registered Sale Deed No. 05597/2011, dated 29/12/2011 executed by Sri Subhash Karmakar by virtue of registered the Power of Attorney, being No. 00480/2011, dated 07/09/2011. Now we have applied for Mutation of above-mentioned land. Any objections should be reported to BL & LRO, Panchla, Howrah, within 30 days.

পরিবেশ বান্ধব বাজি তৈরির প্রশিক্ষণ দেবে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রায় ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ১৭০ জন কারিগরকে পরিবেশ বান্ধব সবুজ বাজি তৈরির প্রশিক্ষণ দেবে রাজ্য সরকার। এজন্য নাগপুরের একটি পেশাদার সংস্থাকে নিয়োগ করা হয়েছে। সেজন্য মাথাপিছু খরচ পড়বে ১১ হাজার ৮০০ টাকা । রাজ্যের ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্প দফতর এই সমস্ত খরচ বহন করবে। আগামী ২৭ অগস্ট থেকে ৩১ অগস্ট পর্যন্ত ৫দিন ধরে কলকাতায় এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য মনোনিত শিল্পীদের তালিকা প্রস্তুত বলে ওই দফতর সূত্রে জানা গেছে। ২০২৩ সালে ১৬ মে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার খাদিকুল গ্রামে ভানু বাগের বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। তাতে ১১জনের মৃত্যু হয়। সাম্প্রতিককালের মধ্যে বাজি বিস্ফোরণে সেটাই সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা হয়ে রয়েছে। তার আগে পাঁশকুড়ার সাধুয়াপোতায় বাজি তৈরির সময় বিস্ফোরণে স্কুলছাত্র ও এক মহিলার মৃত্যু হয়। সম্প্রতি কোলাঘাট থানার পয়াগ গ্রামে বাজি তৈরির সময় বিস্ফোরণ হয়। রাজ্যের মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেই ধারাবাহিক বাজি বিস্ফোরণ হয়েছে। এগরার খাদিকুলে বিস্ফোরণের পর মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গিয়েছিলেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে। সেই সময় তিনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে নিহতদের স্বজনদের সঙ্গেও কথা বলে ছিলেন। আবার তিনি কথা বলেছিলেন সেই গ্রামের বাজি কারিগরদের সঙ্গেও। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পরিবেশবান্ধব বাজি বানাবার জন্য অনুরোধ করলে তাঁরা জানিয়েছিলেন যে, সেই প্রশিক্ষণ তাঁদের নেই। প্রশিক্ষণের খরচ অনেক বেশি বলে তাঁরা ভিন রাজ্যে গিয়ে তা নিতেও পারেননি। সেই কথা শুনেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের কথা দিয়েছিলেন, বিনামূল্যে তাঁদের পরিবেশবান্ধব বাজি তৈরি করে দেওয়ার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন। তাঁর সরকার এবার সেই কথাই রাখল। রাজ্যের ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্প দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, যে ১৭০ জন বাজি কারিগরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে এগরা-১ ও ২ ব্লক থেকে সর্বাধিক সংখ্যা রয়েছে। দুটি ব্লক মিলিয়ে ৫৮ জন প্রশিক্ষণ নেবেন। এছাড়াও পাঁশকুড়া ব্লকের ৩৫ জন, কোলাঘাট ব্লকের ১৭ জন, তমলুক ব্লকের ৫ জন প্রশিক্ষণ নেবেন। বাকিরা পূর্ব মেদিনীপুরের অনান্য ব্লকের বাসিন্দা। আগামী ২৬ ও ২৭ অগস্ট প্রথমে ৬০ জন, ২৮ ও ২৯ অগস্ট আরও ৬০জন এবং ৩০ ও ৩১ অগস্ট বাকি ৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। নাগপুরের একটি সংস্থা গ্রিন বাজি তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়। তারা এজন্য মাথাপিছু টাকা নেয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এরাজ্যের বেশ কয়েকজন টাকা খরচ করে নাগপুরে গিয়ে সেই প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছেন। তবে এই প্রথম রাজ্য সরকার নিজেদের উদ্যোগে গ্রিন বাজি তৈরির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বাজি তৈরির হার অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশি। তাই এখানে বাজি তৈরির সময় দুর্ঘটনাও ঘটে বেশি। এধরনের দুর্ঘটনা রুখতে রাজ্য সরকার গ্রিন বাজি তৈরির ওপর জোর দিয়েছে। সেই সঙ্গে সেখানে মুখ্যমন্ত্রী গ্রিন বাজির ক্লাস্টার তৈরির কথাও ঘোষণা করেছেন। জানা গিয়েছে, শুধু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর বাজি ক্লাস্টার তৈরির ঘোষণাকে বাস্তব রূপ দিতে পাঁশকুড়ার রাতুলিয়ায় জাতীয় সড়কের ধারে প্রায় ৬ একর সরকারি জমি চিহ্নিতও করা হয়েছে। ওই জমি রাজ্যের ক্ষুদ্র মাঝারি ও ছোট শিল্প দফতরকে হস্তান্তর করার জন্য ইতিমধ্যেই চিঠি পাঠিয়েছেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজি। রাজ্য মন্ত্রিসভার অনুমোদনে ওই জমি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতরকে হস্তান্তর করা হবে। তারপর সেখানেই গ্রিন বাজি তৈরির ক্লাস্টার এবং বিপণন কেন্দ্র গড়ে ওঠবে।

বিজ্ঞপ্তি

DISTRICT: HOOGHLY
IN THE COURT OF LD. DISTRICT JUDGE HOOGHLY AT CHINSURAH
MISC. CASE NO. 166 OF 2023 IN THE MATTER OF:
An application Under Section 8 (2) of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 (As Amended up to date) seeking permission for Sale of the Property of the Minor.
SMT. GITA DEBI RAJAK, ...APPLICANT (MOTHER)

এতদ্বারা সর্ব্ব-সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী গীতা দেবী রজক, স্বামী- ঁকৃষ্ণ লাল রজক, সাং- ৪১/১০ এন. এস. রোড, পোঃ ও থানা - রিষড়া, জেলা - হুগলী, পিন- ৭১২২৪৮, তাহার স্বর্গীয় স্বামী কৃষ্ণ লাল রজকের ত্যক্ত সম্পত্তি তাহার নাবালক ও নাবালিকা পুত্র কন্যার ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি তাহাদের গর্ভধারিনী জননী বিধায়ে উপরোক্ত আদালতে তাহাদের ভরনপোষনের নিমিত্ত বিক্রয় করিবার দরখাস্ত করিয়াছেন।

এমতাবস্থায়, শ্রীমতী গীতা দেবী রজকের দরখাস্তের ভিত্তিতে আদালতের নির্দেশে সকলকে আবার ও জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন বৈধ দাবী-দাওয়া বা আপত্তি থাকে, তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তিনি বা তাহারা নিজে অথবা তাহাদের উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া তার/তাহাদের বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় এই মোকর্দ্দমায় একতরফা আদেশ জারী হইবে।

-সম্পত্তির বিবরণ-

জেলা হুগলী, থানা ও এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রী অফিস শ্রীরামপুর এর সামিল এল.আর - ৬৪৪ নং দাগ ও ১৭৯০১ নং খতিয়ানের অন্দরে মোট ২ কাঠা ৩০ বর্গফুট সম্পত্তির অন্দরে- অবিভক্ত ১ কাঠা ১৫ বর্গফুট উপর ৫৭৪ বর্গফুটের এ্যাসবেশটার শেড এর ঘরের অন্দরে ২৮৭ বর্গফুট সম্পত্তি উক্ত মোকর্দ্দমার সম্পত্তি হইতেছে।

শ্রীমতী গীতা দেবী রজকের পক্ষে
শ্রী বিশ্বনাথ বাগচী
এ্যাডভোকেট

আদেশানুসারে,
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার,
জেলা জজ আদালত
চুঁচুড়া, হুগলী

বন্ধন ব্যাঙ্কের দুটি নতুন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্ধন ব্যাঙ্ক তাদের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রাক্কালে মহিলাদের জন্য একটি বিশেষ সেভিংস অ্যাকাউন্ট 'আভনী' চালু করলো । সেই সাথে ব্যাংকটি তাদের নতুন কাস্টমার লয়াল্টি প্রোগ্রাম 'বন্ধন ব্যাঙ্ক ডিলাইটস' চালু করেছে।

বন্ধন ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর চিফ এক্সেকিউটিভ অফিসার (অন্তর্বর্তী কালীন) রতন কুমার কেশ বলেন 'মহিলারা সবসময় আমাদের যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং ব্যাঙ্কের সাফল্যে অবদান রেখেছেন। আমাদের নারী গ্রাহকদের প্রতি সম্মান হিসেবে, আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবসে মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত পণ্য, আভনী লঞ্চ করার পরিকল্পনা করেছি। বন্ধন ব্যাঙ্ক ডিলাইটস আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের কাছ থেকে বছরের পর বছর ধরে যে আনুগত্য, বিশ্বাস এবং সমর্থন পেয়েছি তা পুরস্কৃত করার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ। '

উন্নয়নের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, বন্ধন ব্যাঙ্কের এক্সেকিউটিভ ডিরেক্টর এবং চিফ বিজনেস অফিসার রাজিন্দর কুমার বাব্বর বলেন, 'এই নতুন লঞ্চ বন্ধন ব্যাঙ্কের পণ্য প্রসারণের প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আভনী চালু করার মাধ্যমে, আমরা শুধুমাত্র আমাদের মহিলা গ্রাহকদের আর্থিক এবং জীবনধারার চাহিদা পূরণ করছি না বরং ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যাঙ্কিং অভিজ্ঞতাও উন্নত করছি। আমরা বন্ধন ব্যাঙ্ক ডিলাইটস চালু করতে পেরে আনন্দিত, যার লক্ষ্য হল গ্রাহকদের পুরস্কৃত করা এবং ব্যাঙ্কিং পরিষেবার গুরুত্ব বৃদ্ধি করা।'

PUBLIC NOTICE

Adorable Trading Pvt. Ltd. has purchased 2.7767 dec. of land in Mouza Kulai, comprised in L.R. Dag No. 572 under Khatian Nos. 44 & 660 from Smt. Anamika Biswanath Ghosh via registered Sale Deed No. 4951/2023 dated 01/09/2023, executed by Sri Surajit Mal & Sri Chiranjit Mal by virtue of registered the Power of Attorney, being No. 0004/2023, dated 23/08/2023. Now we have applied for Mutation of above-mentioned land. Any objections should be reported to BL & LRO, Panchla, Howrah, within 30 days.

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৩ অগস্ট ২০২৪ ৬ ভাদ্র ১৪৩০ শুক্রবার

নবান্ন অভিযান নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২৭ অগাস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে 'পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজ'-এর নামে এই অভিযান হবে বলে জানা গিয়েছে। অভিযানে অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই মিছিল নিয়ে এবার মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। বৃহস্পতিবার মামলা করার অনুমতি দেওয়া হয়। আদালত সূত্রে খবর, শুক্রবার শুনানি হবে এই মামলার।

হাইকোর্টে যে আবেদন করা হয়েছে তাতে রাজ্যের দাবি, পুলিশের অনুমতি না নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৭ অগাস্ট যে নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে পুলিশের কাছে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে দাবি রাজ্যের। তাই আদালত থেকে নির্দেশ প্রয়োজন বলে দাবি করা হয়েছে। মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, রাজ্য জুড়ে দফায় দফায় যে প্রতিবাদ মিছিল হচ্ছে, সেই প্রসঙ্গ এদিন উল্লেখ করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টেও। রাজ্যের তরফে আইনজীবী কপিল সিব্বল দাবি করেন, কোন রুটে কখন মিছিল হবে, তা জানাতে হবে। এসওপি তৈরি করে দেওয়া হোক। সুপ্রিম কোর্ট কোনও এসওপি তৈরি করেনি। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বার্তা দিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ মিছিলে কোনও হস্তক্ষেপ করতে পারবে না রাজ্য।

আরজি করের ৩৩টি বিল্ডিং ঘিরে তৈরি হয়েছে আধাসেনা মোতায়নের ব্লু-প্রিন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আরজি কর পাহারায় এবার আধাসেনা। গত ১৪ই অগাস্ট হাসপাতাল ভাঙচুরের ঘটনার পর সিআইএসএফ মোতায়েনের নির্দেশ দেয় আদালত। সূত্রে খবর, সরকারি হাসপাতালের ১২ একর জমির উপরে অবস্থিত ৩৩টি বিল্ডিংকে ঘিরে তৈরি হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার ব্লু-প্রিন্ট।

প্রশাসনিক ভবন, এমার্জেন্সি বিল্ডিং, ট্রমা কেয়ার, স্ত্রীরোগ, এস এনসিইউ,ওপিডি, সার্জারি বিল্ডিং-সহ সবকটি হস্টেলে মোতায়েন থাকবে বাহিনী। এছাড়াও হাসপাতালের যে তিনটি মূল গেট রয়েছে, সেখানেও সর্বক্ষণের জন্য মোতায়েন থাকছে বাহিনী। গেট ৬-ওপিডি গেটে আধাসেনা থাকবে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। জরুরি বিভাগের দুই গেটে বাহিনী থাকবে ২৪ ঘণ্টাই। এছাড়া এমার্জেন্সি বিল্ডিং, ট্রমা কেয়ার, ওপিডি, প্রশাসনিক ভবনে থাকছে মেটাল ডিটেক্টর।

এর সঙ্গে আরজি করে সাতটি ছাত্রী নিবাস রয়েছে। দু'টি ছাত্র নিবাস-সহ নার্সিং হস্টেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। তিন শিফটেই হাসপাতাল চত্বরে থাকবে কিউআরটি অর্থাৎ ক্যুইক রেসপন্স টিম। অন্যদিকে ওপিডি-এমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ে প্রতি শিফটে নিরাপত্তায় ছ'জন জওয়ান মোতায়েন থাকবে।

এর পাশাপাশি বাহিনী থাকবে অক্সিজেন প্ল্যান্ট, রেডিও অ্যাক্টিভ সরঞ্জাম থাকা ঘরেও। হাসপাতালের সীমানা দেওয়ালের সংস্কারেও নজর সিআইএস এফের। একই সঙ্গে বাহিনী পরিচালনায় খোলা হচ্ছে কন্ট্রোল রুম। হাসপাতালের গেস্ট হাউসে সর্বক্ষণের জন্য এসিপি পদমর্যাদার দুই আধিকারিক থাকছেন।

এনকাউন্টার তত্ত্ব থেকে সরলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ড তোলপাড় করেছে গোটা দেশকে। তার মধ্যেই ধর্ষণ বন্ধে কড়া আইনের দাবি করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চাশ দিনে ধর্ষকের শাস্তির দাবি 'তৃণমূল সেনাপতির'। এই সংক্রান্ত ইস্যুতে এবার পোস্ট করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তৃণমূল সাংসদের এই পোস্ট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। কেন?

প্রসঙ্গত, এর আগে আরজি করের ঘটনার পর প্রথম অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে সরব হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই 'এনকাউন্টার তত্ত্ব' নিয়ে এসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছিলেন, 'ধর্ষণে অভিযুক্তদের এনকাউন্টারের মতো কড়া শাস্তির বিধান হওয়া উচিত।' এরপর বৃহস্পতিবার অভিষেকও ৫০ দিনের ভিতরে 'বিচার এবং ফাঁসির' দাবি তুললেন। অর্থাৎ কোথাও একটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে সায় মেলালেন তিনি। আর এখানেই প্রশ্ন উঠে গেল, তাহলে কি নিজের অবস্থান থেকে পিছু হটলেন অভিষেক! সরে এলেন তাঁর 'এনকাউন্টার' তত্ত্ব থেকে।

তবে অভিষেকের এই টুইটে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে। এতগুলো প্রতিবাদ হচ্ছে এই নক্কারজনক ঘটনাকে নিন্দা করে। অনেকেই এই প্রতিবাদকে তৃণমূল সরকার বিরোধী বলে আখ্যা দিচ্ছিলেন। অভিষেক বলছেন, একটা সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ ঘনিত হচ্ছে। এর পাশাপাশি সারা দেশে গত ১০ দিনে ৯০০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বলেও উল্লেখ করেছেন। তা যে নিন্দার যোগ্য, এ কথাও উল্লেখ করেন অভিষেক।

সন্দীপের দুর্নীতিতে আগে কেন সিট গঠন হয়নি প্রশ্ন হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি যে মামলা করেছেন, তা নিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে রাজ্য। বছর পার হয়ে যাওয়ার পর কেন সিট গঠন হল সেই প্রশ্ন তুলেছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ।

আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। মেডিক্যাল বর্জ্য পাচার থেকে শুরু করে মৃতদেহ লোপাট করার মতো অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি পুলিশের সিট সেই দুর্নীতির তদন্ত শুরু করেছে। আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর যখন সিবিআই সন্দীপ ঘোষকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করছে, তখন সিট তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। এরই মধ্যে হাইকোর্টে নতুন করে মামলা করেছেন আখতার আলি। বৃহস্পতিবার ছিল, সেই মামলার শুনানি।

আদালত বলেছে, সিটের মাথায় সব সিনিয়র অফিসারদের রাখা হয়েছে, তার মানে রাজ্য এটাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। সঙ্গে বিচারপতি এ প্রশ্নও করেন, ১৬ অগাস্ট কেন সিট গঠন, কেন ২০২৩ সালের অভিযোগের পরে হল না। রাজ্যের তরফে আইনজীবী অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্য অস্বীকার করছে না এটা সিরিয়াস অভিযোগ। তাই সিট গঠন করা হয়েছে।

আখতার আলির তরফে আইনজীবী কুমারজ্যোতি তিওয়ারি উল্লেখ করেন, মর্গ থেকে দেহ লোপাটের অভিযোগ উঠেছিল। ২০২৩ সালের ১১ জানুয়ারি দেহ লোপাটের ঘটনা সামনে আসে। মেডিক্যাল ওয়েস্ট নিয়েও দুর্নীতি হয়। গত বছরের এপ্রিল মাসে দুর্নীতি দমন শাখায় অভিযোগ করা হয়। তারা কোনও তদন্ত না করে রাজ্যর এক্তিয়ার নেই বলে জানিয়ে দেয়। তার আগে রাজ্যে মানবাধিকার কমিশনে জানানো হলে সেখান থেকে তলব করা হয় সন্দীপ ঘোষকে।

রাজ্যের তরফে পাল্টা প্রশ্ন, এক বছর আগে অভিযোগ জানানোর পর কোনও কাজ না হওয়া সত্ত্বেও কেন মামলাকারী চুপ ছিল সে ব্যাপারে। সঙ্গে এও জানতে চাওয়া হয়েছে, আরজি করের ঘটনা ঘটার পর কেন তাদের ঘুম ভাঙল তা নিয়েও। শুক্রবার দুপুর ১২টায় ফের এই মামলার শুনানি হবে।

১৪ লক্ষ টাকার সিসিটিভি ইনস্টলই করা হয়নি আরজি করে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টেও উঠে এল আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের আর্থিক দুর্নীতির প্রসঙ্গ। সিসিটিভি লাগানোর জন্য ১৪ লক্ষ টাকা দাবি করলেও, সেই সিসিটিভি বসানোই হয়নি হাসপাতালে, এমনই অভিযোগ মামলাকারীর আইনজীবীর।

তিলোত্তমা হত্যাকাণ্ড নিয়ে স্বতপ্রণোদিত মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। বৃহস্পতিবার, সুপ্রিম কোর্টে এই মামলার দ্বিতীয় দিনের শুনানিতে আইনজীবী করুণা নন্দী অভিযোগ করেন, প্রাক্তন অধ্যক্ষ আরজি কর হাসপাতালে ১৪ লক্ষ টাকার সিসিটিভি ইনস্টল করেননি। যদি সিসিটিভি থাকত, তাহলে এই ঘটনা ট্র্যাক করা সম্ভব হত। এরই পাশাপাশি আইনজীবী নন্দী সওয়াল করতে গিয়ে এদিন এও জানান, 'আমরা পাঁচ চিকিৎসকদের প্রতিনিধি দলকে সামনে এনেছি। যাঁরা সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু তথ্য দেবেন। পাশাপাশি এই খুন ও ধর্ষণের ঘটনা প্রসঙ্গেও কিছু তথ্য দেবেন। এর পিছনে একটা প্রাতিষ্ঠানিক সমঝোতা রয়েছে।' এরই পাশাপাশি তিনি এও বলেন, 'এই সন্দীপ ঘোষই হাসপাতালে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর ভাড়া বাবদ ১৪ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। কিন্তু হাসপাতালে এত সিসিটিভি লাগানোই হয়নি। আমি এই বিষয়টি রাজ্য সরকারের গঠিত সিটেরও ভূমিকার বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কারণ সিট এই একই ব্যক্তি সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক দুর্নীতি অভিযোগের তদন্ত করেছিল।'

প্রসঙ্গত, গত শুনানিতেও আরজি কর হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছিল। বিক্ষোভের মুখে পড়ে আরজি কর হাসপাতালের অধ্যক্ষ পদ থেকে ইস্তফা, বিকেলেই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে তাঁর পুনর্বহাল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন প্রধান বিচারপতি। সেই সময় রাজ্য জানিয়েছিল, তাঁকে অনির্দিষ্ট ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। এরপরই, বুধবার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগও বাতিল করা হয় ডঃ সন্দীপ ঘোষের।

বাংলাদেশের কায়দায় বাংলায়ও আন্দোলন হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাংলাদেশের কায়দায় আগামী দিনে বাংলায়ও আন্দোলন হবে। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবন অভিযানে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, 'যেভাবে বাংলাদেশে আন্দোলন করে প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে দিয়েছে। একইভাবে এবার বাংলার মানুষ মমতাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেবে।' তাঁর দাবি, বাংলাদেশের পুলিশ যেমন হাত তুলে দিয়েছে। বাংলার পুলিশও একদিন ডান্ডা ছেড়ে হাত তুলে দেবে। এদিন তিনি আরও বলেন, মমতাকে বিদায় জানাতে তাঁরা এদিন আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। নারী সুরক্ষা কেন মুখ্যমন্ত্রী বাংলার কাউকেই সুরক্ষা দিতে পারছেন না। প্রসঙ্গত, এদিন স্বাস্থ্য ভবনের অনেক আগেই পুলিশ রাস্তায় একাধিক জায়গায় ব্যারিকেড করেছিল। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংকে দেখা গেল ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যেতে। তাঁকে বাধা দিতে গেলে বিজেপি কর্মীরা পুলিশের দিকে ধেয়ে যায়। পুলিশের সঙ্গে বিজেপি কর্মীদের ধস্তাধস্তি বেধে যায়। তবুও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ, অর্জুন সিংরা তিনটে ব্যারিকেড ভেঙে একেবারে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে পৌঁছে যান। সেখানে তাঁরা রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখান।

সাইকোমেট্রিক টেস্টে সামনে এল সঞ্জয়ের 'অ্যানিমাল ইনস্টিংক্ট'-র তথ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: অ্যানিমাল ইনস্টিংক্ট' বা 'হিংস্র জন্তুর মতো প্রবৃত্তি'। আরজি কর-কাণ্ডে ধৃত সঞ্জয় রায়ের সাইকোমেট্রিক টেস্টে এমনই হাড়হিম তথ্য মিলেছে বলে সূত্রের খবর। ধৃত সঞ্জয়ের দফায় দফায় মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষায় যে রিপোর্ট সামনে এসেছে, তাতেই ধরা পড়েছে এমনই এক ছবি। সাইকোমেট্রিক টেস্টের রিপোর্টের ভিত্তিতে তদন্তকারী থেকে মনস্তত্ত্ববিদরা একটা বিষয়ে নিশ্চিত যে ধৃত সঞ্জয় বিকৃত যৌনতায় আক্রান্ত। চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে অপরাধ বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে হয়, 'সেক্সুয়ালি পারভারটেড।'

আরজি করের মৃত চিকিৎ সক-পড়ুয়ার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে নির্যাতিতার শরীরে ২৫টিরও বেশি গভীর ক্ষতের উল্লেখ রয়েছে। যেখানে ১৬টি বাহ্যিক আঘাত আর ৯টি অভ্যন্তরীণ আঘাত। নির্যাতিতার মাথা, মুখ, ঠোঁট, চোখ, ঘাড়, হাত, যৌনাঙ্গে গভীর ক্ষতের উল্লেখ রয়েছে রিপোর্টে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকেই স্পষ্ট নির্যাতিতার উপর কী ভয়াবহ ও নারকীয় নির্যাতন চালিয়েছে অভিযুক্ত বা অভিযুক্তরা। আক্ষরিক অর্থেই পশুর মতো আচরণ করেছে তারা! অভিযুক্ত এক বা একাধিক যারাই ছিল, তারাই 'হিংস্র জন্তুর মতো প্রবৃত্তি'তে আক্রান্ত।

সিবিআই সূত্রে খবর, সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসাবাদের সময় গোটা পর্বেই সে আবেগহীন অবস্থায় ছিল। অনুশোচনার কোনও লদণও তার মধ্যে দেখা যায়নি। এমনকি এই ঘৃণ্য অপরাধের বর্ণনা সে নাকি নিজেই দিয়েছে। যদিও ধৃত সঞ্জয়ের এখনও পলিগ্রাফ টেস্ট হয়নি। তবে সুপ্রিম নির্দেশে দ্রুত করতে হবে পলিগ্রাফ টেস্ট। উল্লেখ্য, আগেই 'কীর্তিমান' সঞ্জয়ের আরও এক ভয়ংকর কীর্তির কথা সামনে এনেছেন ধৃতের দ্বিতীয় পক্ষের শাশুড়ি। তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর মেয়ে যখন ৩ মাসের

অন্তঃসত্ত্বা, তখন সঞ্জয়ের মারধর ও শারীরিক নিগ্রহের চোটে তাঁর মেয়ের গর্ভপাত হয়ে যায়। তারপর থেকে এখনও অসুস্থ তাঁর মেয়ে।

এর পাশাপাশি আরও জানা গিয়েছে যে, ঘটনার দিন রাতে এক মহিলাকে ভিডিও কল করে তাঁকে স্ট্রিপ করতে অর্থাৎ জামাকাপাড় খুলতে বলে ধৃত সঞ্জয়। এর পাশাপাশি এটাও জানা গিয়েছে, ধৃত সঞ্জয় পেশেন্ট পার্টির লোকজনের ফোন নম্বর জোগাড় করে তাদের ফোন করে উত্যক্ত করত। কাশীপুরের এক তরুণী মাস তিনেক আগে যখন আরজি করে ডাক্তার দেখাতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে সাহায্য করার সুযোগে তাঁর প্রেসক্রিপশন থেকে ফোন নম্বর নিয়ে নেয় সঞ্জয়। তারপর থেকেই শুরু হয় ওই তরুণীকে উত্যক্ত করা।

আনন্দপুরকাণ্ডে উদ্ধার রেহানার সন্তানের দেহও

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার সকালে আনন্দপুর থেকে উদ্ধার হয় এক মহিলার গলা কাটা দেহ। দেহ দেখেই পুলিশ বুঝতে পারে, কেউ বা কারা ওই মহিলার গলায় একের পর এক ধারাল অস্ত্রের কোপ দিয়ে খুন করেছে তাঁকে। তদন্তে নেমে এক ট্যাক্সি চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধেই উঠেছে খুনের অভিযোগ। তবে মহিলার দেহ উদ্ধারের পর থেকে খোঁজ ছিল না তাঁর ৫ বছরের সন্তানের। মায়ের সঙ্গেই গাড়িতে ছিল সে। অভিযুক্ত গ্রেফতার হওয়ার পরও তার হদিশ পায়নি পুলিশ। এরপর তন্নতন্ন করে চলে খোঁজ। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার সকালে আনন্দপুর খাল থেকে উদ্ধার হয় রেহানা বিবির সন্তান মহম্মদ আরিসের দেহ। পুলিশ আগেই অনুমান করেছিল যে রেহানাকে খুন করে পরে রেহানা বিবির সন্তানকে খালে ফেলে দেওয়া হয়। সেই মতো তল্লাশি চলছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, গাড়ির মধ্যেই খুন করা হয়েছে মহিলা ও তাঁর সন্তানকে। রেহানা বিবির বাড়ি নারকেলডাঙায়। তিলজলায় তাঁর একটি বাড়ি আছে। সেখানে একজন ট্যাক্সি চালককে ভাড়া করেন তিনি। মাঝেমধ্যেই ওই ট্যাক্সিতে চেপে নারকেলডাঙার বাড়ি থেকে তিলজলায় যাতায়াত করতেন তিনি। মঙ্গলবার রাতে বাড়ি না ফেরায় খোঁজ শুরু করে বাড়ির লোক। এরপরই উদ্ধার হয় মহিলার দেহ। তবে তাঁর ছেলের কোনও খোঁজ মিলছিল না।

পানিহাটিতে পথ নাটিকার মাধ্যমে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তরুণী চিকিৎসক তিলোত্তমা হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে পথে নেমেছেন চিকিৎসক, আইনজীবী, পড়ুয়া থেকে শুরু করে হেঁসেলের গিন্নিরাও। আর জি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে অভিনব প্রতিবাদ প্রদর্শন করলেন পানিহাটি গুরু নানক ডেন্টাল কলেজর পড়ুয়ারা। এদিন কলেজ চত্বর থেকে বেরিয়ে ডেন্টাল কলেজের পড়ুয়ারা ধানকল মোড়ে বিটি রোডে ওপর জমায়েত হন। তিলোত্তমা খুনের ঘটনায় সঠিক বিচারের দাবিতে সেখানে তাঁরা একটি পথ নাটিকা উপস্থাপিত করেন। প্রতিবাদী পড়ুয়ারা এদিন হাতে নানা ধরনের পোস্টার-ব্যানার নিয়ে প্রতিবাদ জানালেন। প্রতিবাদী পড়ুয়ারা দাবি করলেন, ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। কাউকে আড়াল করা যাবে না।

আরজি করে চিকিৎসক তরুণীকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও হত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হলেন এবার কলকাতার প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকরাও

মন্দারমণিতে রামকৃষ্ণ মিশনের নয়া এডুকেশন হাব নির্মাণে ১৫ একর জমি দিল রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমণিতে নতুন এডুকেশন হাব গঠন করা হবে। এজন্য রাজ্য সরকার কাঁথি মহকুমার রামনগর-২ ব্লকের কালিন্দী গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৫ একর জমি দিয়েছে। গত সপ্তাহেই মিশন কর্তৃপক্ষ ওই জমি পরিদর্শন করছেন। খুব শীঘ্রই সেই জমি আনুষ্ঠানিক ভাবে হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। ১৫ একরের ওই জমিটি দীঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন সংস্থার অধীনে রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৭ সালে দীঘা সফরে এলে দীঘা সারদা রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্রের পক্ষ থেকে এডুকেশন গড়ার জন্য জায়গা দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছিলেন সেই সময়ে। তারপর থেকে সরকারিভাবে উদ্যোগ শুরু হয়। কিন্তু একলপ্তে অনেকটা জমি চট করে কোথাও মিলছিল না দিঘার আশেপাশে। শেষে মন্দারমণি এলাকায় আয়লা সেন্টারের কাছে প্রায় ১৫ একর সরকারি জায়গার খোঁজ পাওয়া যায়। সেই জমিই রামকৃষ্ণ মঠের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নবান্ন থেকে। ওই জমি পছন্দ হবে কী হবে না তার জন্য, দীঘা সারদা রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্রের তরফে কাউকে জমিটি দেখে আসতে বলা হয়। সেই মতন দীঘা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী নিত্যবোধানন্দজি গত সপ্তাহে জায়গাটি পরিদর্শন করে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কাঁথি মহকুমা মৎস্যজীবী সমিতির সম্পাদক লদীনারায়ণ জানা, শিক্ষক চিত্তরঞ্জন মাইতি সহ অন্যান্যরা। জমিটি তাঁদের পছন্দ

হয়েছেছে বলেই নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

১৫ একরের ওই জমিটি এখন রয়েছে দীঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন সংস্থার অধীনে। খুব শীঘ্রই তাঁরা সেই জমি তুলে দিতে চলেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের হাতে। এই প্রসঙ্গে দীঘা সারদা রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী নিত্যবোধানন্দজি জানিয়েছেন, 'আমরা প্রস্তাবিত জায়গাটি দেখেছি। খুবই পছন্দ হয়েছে। শীঘ্রই আমাদের হাতে জায়গাটি তুলে দেওয়া হবে বলে আমরা আশাবাদী। আমরা এখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব, যেখানে সাধারণ মধ্যবিত্ত এমনকী দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা অর্জন করতে পারবে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে দুঃস্থ মানুষকে সেবাদান করা হবে। বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষও এখানে এডুকেশন হাব গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ শুরু করবে। এব্যাপারে জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। তবে জমি দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি পাশে না থাকলে আমরা এত বড় কাজে উদ্যোগী হতে পারতাম না।'

EKDIN 23.08.2024 PAGE 4_Layout 1 8/22/2024 4:06 AM Page 1

সম্পাদকীয়

সরকারি স্কুলগুলোর বন্ধ হওয়াটাই কি সরকার চাইছে?

শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয়, গুণগত মানে জোর দিতে হবে। কথাগুলো আপাতদৃষ্টিতে ভারী মনে হলেও বাস্তবে হালকা। সেই জন্যই হয়তো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 'বনিয়াদি শিক্ষা'র সার্বিক গুণগত মান বৃদ্ধিতে কোনও 'বাস্তব' পরিকল্পনা দেখা যায় না। বাজেটেও সেই পরিকল্পনার ছাপ নেই। শিক্ষা যুগ্ম তালিকায় থাকার জন্য কেন্দ্র-রাজ্য ঠেলাঠেলি চলতে পারে, কিন্তু শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্র রাজ্য উভয়েরই সংগঠিত পরিকল্পনা করা উচিত। এ বার ভোট-পরবর্তী বাজেটে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বরাদ্দ বেড়েছে। কিন্তু সেটা উচ্চশিক্ষাতে, মিড-ডে মিল বা সর্বশিক্ষা মিশনে। এইখানেই প্রশ্ন উঠে যায়, কেন একেবারে শিশু শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকেই উন্নত বিশ্বের ন্যায় পড়ুয়াদের সার্বিক বিকাশের জন্য পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়াশিক্ষার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত বা ব্লক ধরে ধরে 'অ্যাকশন প্ল্যান' গ্রহণ করা হয় না? কারণ শুধুমাত্র মিড-ডে মিল আর 'সর্বশিক্ষা মিশন' দিয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ অসম্ভব। এতে শুধুমাত্র তাদের বিদ্যালয়-মুখী করা যায়। এই নিরিখে কিছু প্রশ্ন মনে উদয় হয়। যেমন; এখন বিদ্যালয়গুলোতে কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষার গুরুত্ব তলানিতে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম। কারণ সেখানে কোনও কালেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কোনও শিক্ষক নেওয়া হয় না। আর বছরে নামমাত্র একটা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। তবে, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষার শিক্ষক নেওয়া হলেও এখন অনেক বিদ্যালয়ে ওই পদে শিক্ষক থাকেন না। যদিও বা থাকেন, তাঁদের শিক্ষক ঘাটতি মেটানোর কাজে লাগানো হয়। এই শিক্ষকরা নিজেদের প্রশিক্ষণ কালে যা শিখে আসেন, তা প্রয়োগ করার সুযোগ পান না। হয় বিদ্যালয়ে মাঠের অভাব থাকে নয়তো থাকে না শিক্ষাদানের উপযুক্ত সামগ্রী। অনেক ক্ষেত্রে তো থাকে সদিচ্ছার অভাবও। সুতরাং, সার্বিক উন্নতি কার্যত অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, অনেক বিদ্যালয়ে নেই পর্যাপ্ত ঘর, স্বচ্ছ পানীয় জল, শৌচাগার কিংবা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। এই ভাবে ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক বিকাশ ঘটানো যায় কি? তা ছাড়া, সমস্ত ঋতুতে পঠনপাঠনযোগ্য পরিকাঠামো না থাকলে সেখানে ছাত্রছাত্রী বৃন্দের বিকাশ তো দূর অস্ত্, তাদের ঠিকমতো ক্লাসে বসানোর সুযোগ পাওয়া যায় না। অন্য দিকে রয়েছে বেসরকারি ক্ষেত্রের আগ্রাসী মনোভাব। ওই ঘাটতিগুলো পূরণ করেই এগিয়ে আসে বেসরকারি আক্রমণ। সুন্দর ঝাঁ চকচকে ক্লাসরুম, যাতায়াতের গাড়ি, সুদৃশ্য পোশাকের নিরিখে বেসরকারি স্কুলগুলি টেক্কা দেয় সরকারি শিক্ষামাধ্যমকে। সেখানে থাকে পেশাদারিত্ব, থাকে না সার্বিক বিকাশের ইচ্ছা। সেখানে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের সংখ্যা কম। বরং অনেক জায়গাতেই সামান্য অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ করে কাজ চালানো হয়। তবুও অভিভাবকরা বাহ্যিক চাকচিক্যের দ্বারাই আকৃষ্ট হন। বহু ছেলেমেয়ে বেসরকারি স্কুলমুখী হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীর অভাবে প্রচুর সরকারি বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারস্যাপার দেখে মনে হয়, সরকারের সুপ্ত ইচ্ছাও বোধ হয় এটাই।

শব্দবাণ-২৩

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সমূলে উপড়ে ফেলা ৪. উদ্বেগ ৫. পদ্ম, কমল ৭. তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত ৯.শূন্য ১১. সাধারণের জন্য চিকিৎসাগার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কনীনিকা ২. জমির কেনাবেচা বা পত্তনিসম্বন্ধীয় দলিল ৩. অগ্নি, আগুন ৬.সুন্দরী ৮. বড় মন্দিরা ১০. রাত্রি, শেষে চরণ।

সমাধান: শব্দবাণ-২২

পাশাপাশি: ১. অতিমানব ৩. চাকতি ৫. কলেজ ৭. রসিকা ৮.লটারি ১০. জনমজুর।

উপর-নীচ: ১. অবাক ২. নরকপাল ৩. চাদর ৪. তিলকাঞ্চন ৬. জহুরি ৯. টায়ার।

জন্মদিন

আজকের দিন

কেকে

১৯২৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বলরাম জাখরের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সায়রাবানুর জন্মদিন।*
১৯৬৮ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কেকের জন্মদিন।*

রাতগুলো অন্তত সন্ধ্যার মত হোক

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

ন্যায় বুদ্ধির পীড়া দিচ্ছে সারা পশ্চিমবঙ্গকে। দেশকে। সমাজকে। আজ কোনো আবেগ নেই, গল্প নেই। আজ শুধুই যুক্তি আর তর্ক। সেই যে একদিন ঘরে বাইরে-তে সন্দীপ বলছিল - সত্য জিনিসটা মেয়েদের মধ্যে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে এক হয়ে আছে।...মেয়েদের হৃদয় রক্ত শতদল, তার উপরে সত্য রূপ ধরে বিরাজ করে, আমাদের তর্কের মত তা বস্তু হীন নয়...।

আজ খুব সূক্ষ্ম কথার সময় নেই। আজ একদম মোটা কথা, মোদ্দা কথা, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা এটাই মেয়েদের কি রাতে বেরান বন্ধ? নাইট ডিউটি কমে আসবে? রাত মানে কোন সময়ের পর থেকে রাত? রাজ্য সরকারের ঠিক করা সময় যদি রাঙা কাকিমার হিসেবে গভীর রাত হয়, তবে কি সেই রাতে ফেরাটা সেই মেয়েটাকে- মেয়েদেরকে রাতের বদ খপ্পর থেকে নিস্তার নাও দিতে পারে। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও এক লেডি ডাক্তারের নির্মম খুন ধর্ষণের পর আরো একবার প্রশাসনিক সুরক্ষার সৌম্যমূর্তি যেই না ভাঙল, অমনি রাত সুরক্ষার বিনিময়ে বিধান আসল — রাতে মেয়েদের যথা সম্ভব কম ডিউটি দেওয়ার। তবেতো মেনে নিলেন আপনারা রাতে সুরক্ষা দিতে অপারগ। সুরক্ষা এক নিরন্তর পদ্ধতি। মহিলারা অসুরক্ষিত হলে তা বৃহত্তর সূচক ও লজ্জা। কিন্তু যেখানে যে সিস্টেমে যে প্রশাসনিক পাঁচিলের মধ্যে সুরক্ষার অভাব সেখানে আসলে সবাইই অসুরক্ষিত। অসুরক্ষিত মহল, ল্যাব, দাবাইখানা, ছেলেটার বাড়ি ফেরা, দোকানের তালা, চাকরি পাওয়া চাকরি রাখা, নৈতিক চরিত্র, এবং এমন সবকিছুর সাথে নারী সম্ভ্রম। পশ্চিমবঙ্গটাই অসুরক্ষিত। কোথায় কোন প্রান্তে কোন বিষয়ে সুরক্ষা আছে। দেখানতো কেউ। নেই বলেই অসুরক্ষার চূড়ান্ত পরিণতিতে ঘটে আর জি কর নৃশংসতা, তলেতলে অগনিত অনৈতিক প্রশাসনিক অভ্যাস। রাজ্য যখন মনোহরন আর্থিক ও নৈতিক কদর্যতায় হাবুডুবু খায় তখন ঘটে আর জি কর। এবং সেই কলুষপঙ্ক এতটাই নিকৃষ্ট যে আর ঠেকানোর পথ পায় না। তখন আবার সেই উনবিংশ শতকের মত বলতে হয়- মেয়েদের রাতে বেরান বারন। না বারন ঠিক না, না বেরালেই ভাল। বাল্মিকী যেমন পাপ বুদ্ধির বিরুদ্ধে হঠাত অনুষ্টুপ উচ্চারণ করেছিলেন, আমরা তেমনই আশা করেছিলাম। আশা করেছিলাম সরকার বলবে - মেয়েরা, ছেলেরা , সবাই ইচ্ছে মত বের হবে। আমরা এত লক্ষ নতুন সিভিক ভল্যান্টিয়ার দিচ্ছি। কিন্তু এ কি হল! বলে কিনা যত সম্ভব নাইট ডিউটি মেয়েদের কম। এমন নিষ্কারুণ্যের আঘাত প্রগতিশীল বাঙালি সহ্য করবে কি করে। হ্যাঁ আমরা দেশের মধ্যে প্রগতিশীল জাতি। আমাদের মেয়ে কাদম্বিনী বসু গাঙ্গুলি একদিন সব টিপ্পনি উপহাস পুরুষতান্ত্রিক উপেক্ষা তাচ্ছিল্য সবকিছুকে ফুৎকার করে হয়েছিলেন দেশের প্রথম লেডি ডাক্তার। আমরা প্রগতিশীল। যখন দেশে এই সঙ্কট সেই সঙ্কট তখন সত্যজিত রায় আবিষ্কার করলেন মিস সেফালীকে। কাদম্বিনী থেকে মিস সেফালি অনেকটা সময় অনেক আলোকবর্ষ পেশার তফাত। কিন্তু দু'জনেই অনেক বিদ্রুপের শিকার। দু ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক অস্থিরতা। কিন্তু রাতে বের হয়েছিলেন। চর্চিত হয়েছিলেন। লাঞ্ছিত হননি। মেয়েদের কিছু বারতি করলেই তা চর্চার কেন্দ্র। ওসব সব মেয়েই জানে। ওটা ব্যতিক্রমীর বাড়তি অলঙ্কার। কিন্তু রাত মানেই এতটাই অসুরক্ষা যেখানে অস্থি ভেঙে চোখের রক্তপাত শ্বাসরোধ ধর্ষণ খুন কিছুই বাকি থাকে না। এটাও বাকি ছিল কাদম্বিনীর দেখান পথে!

প্রগতিশীল বাঙালির নির্লাজ কলঙ্ক এতটা নিচে নামতে পারে! আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ , তিনি কি আর একা নাকি। তিনি ও তারা অনেকে। তারা অনেকে; অনেক নৈরাজ্য এবং একজন একা লেডি ডাক্তার। আর জি কর- নৃশংসতা হল তাই কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরাচ্ছে। অনুমেয়, এমন নির্লজ্জতা ভ্রষ্টাচার অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক চৌহদ্দিতে হচ্ছে। যতক্ষণ না প্রাণ যায় ততক্ষণ তা যেন টেরই পায়না প্রশাসন। তা সে যাদবপুরের ছাত্র যৌন নির্যাতন মৃত্যু হোক কিংবা আর জি কর লেডি ডাক্তারের খুন নৃশংস ধর্ষণ। প্রসঙ্গ, আবার রাত। সেদিন যখন কাদম্বিনী বসু গাঙ্গুলি ঘোড়ার গাড়ি করে রাতের বেলায় কলে যেতেন সেদিনও কত মানুষ কত কথা বলেছে। মেয়েমানুষের আবার এত কি বাপু। তুমি রাঁধবে বাড়বে। অবশ্যই, তা মহিলাসুলভ ললিত চরিত্র। এই শহরের বুকেই দেশের প্রথম লেডি ডাক্তার কাদম্বিনী সেলাই করেছেন রেঁধেছেন আট সন্তানকে স্বামীর কাছে রেখে এশিয়ার প্রথম বিলেত ফেরত লেডি ডাক্তার হয়েছেন।তবু কিন্তু রাতের বেলার লাইসেন্স আদায় করতে হয়েছিল লড়াই করে, লোকের ট্যাঁরা দৃষ্টি উপেক্ষা করে। তারপর একশ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত, তারপরেও প্রশাসনিক সতর্কতা বলছে - রাতে মেয়েদের কম ডিউটি থাক। সারা দেশ যখন এগোচ্ছে , পশ্চিমবঙ্গ তখন পিছনের দিকে হাঁটছে। ২০২২ উত্তরপ্রদেশ সরকার মেয়েদের নাইট সিফট বিষয়ে ১৯৪৮ ফ্যাক্টরি অ্যাক্টের যে অগ্রগামী পদক্ষেপ নিল তা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতই। গত ২৭ শে মে ২০২২ নোটিফিকেশন নাম্বার XXXVI-3 -2022 -17 sa / 2022 এ মহিলা সুরক্ষা এবং রাত্রি কালীন কর্ম ঘন্টার যে সুরক্ষিত পদ্ধতি ও কর্ম বলয় সংশ্লিষ্ট রাজ্য প্রশাসন নির্মাণ করল তা কেবলমাত্রই মহিলাদের রাতের বেলায় কাজের আগ্রহই বৃদ্ধি করবে না, বৃদ্ধি করবে মানসিক সুরক্ষা। যে কোনো যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সদা সতর্ক সেই রাতের প্রশাসনিক দায়িত্ব। সেখানে বলছে না-রাতে ঘুমাও। বলছে - রাতে আসতে চাইলে প্রতিষ্ঠান সুরক্ষার সাথে যান পাঠাবে। রাতের আহার থেকে নিয়মিত নির্দিষ্ট শৌচাগার এবং মহিলার প্রয়োজনীয় বাকি সব ব্যবস্থাই থাকবে কর্মস্থলে। প্রশাসন বলেনি- যথা সম্ভব কম বেরান মেয়েরা। বরং বলছে - মেয়েদের সম্পত্তি পত্র পেলেই বেসরকারি কর্মস্থলে রাত ৭ টা থেকে সকাল ৬ টা পর্যন্ত কাজে যোগ দিতে পারবেন। যদি কেউ উক্ত ঘন্টায় সিফট না নিতে চান, তাহলেও তার কর্মস্থল যেন বিরুপ আচরন না করে। এতো একজনের মৌলিক অধিকারেরও প্রশ্ন। মেয়েদের রাতের কর্ম ঘন্টাকে যখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার বাধা দিচ্ছে ; তখন ঈঙ্গিত এটাই কাজ ছাড়া মেয়েদের জন্য রাতে আরোই সুরক্ষা নেই। অর্থাত তুমি লেট নাইট পার্টি করলে, একটু রাতে বেরান, আড্ডার পর দেরি হওয়া, ট্রেন দেরি বা যে কোনো দেরি মানে এবার সময় তোমার দায়িত্বে এসে গেল। ভাগ্যের হাতে জপ করতে করতে রাস্তা পার হও। মেয়েদের হয় বেপরোয়া হতে হবে না হলে ভীতু । এর বাইরে আর কি কোনো অপশন আছে। ভীতু মেয়েদের (ছেলেদেরও) পরিধি জীবন চর্চার মার্গ সংকুচিত। ফলে তাদের ভয় একটু বাড়লে তেমন সমস্যা নেই। কিন্তু যারা এগোতে চায়। যারা ঘড়ি না ধরে চলতে চায়। যারা ভাবে ২৪ ঘন্টাই যখন যেমন ভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করা যায়। বাঁচার মত করে যারা বাঁচতে চায়। যারা কাদম্বিনী পড়ে তাকে রোলমডেল ভাবে। বিনোদন জগতের যে মেয়েটা ভাবে আমিও কলকাতার হেলেন মিস সেফালির মত সেটে শিহরণ জাগাব। তাদের কি হবে! তাদের - রাতের সাথি কে? তাদের সাথে কে! প্রশাসনিক বিশ্বাসটাইতো তাদের সাথে নেই। অকল্যানের শঙ্খ বাজছে। ললাটে আজ কলঙ্ক। একদিন দার্শনিক জেরেমি বেনথাম তাঁর নশ্বর দেহ দান করেন সমাজের জন্য। এইরকম একটা নৃশংস ধর্ষণ খুন যেমন অনেক বিশ্বাস সভ্যতা কেড়ে নেয়। কিন্তু দান করে সচেতন হওয়ার হাওয়া। দলমত নির্বিশেষে আওয়াজ তোলার জোর পেতে কলকাতাকে অপেক্ষা করতে হয় একটা টাটকা লেডি ডাক্তারের প্রাণ সম্মানের জন্য। পশ্চিমবঙ্গে নারী লাঞ্ছনায় রাজনৈতিক প্রলেপ দেওয়ার ট্রেন্ড এনেছিলেন জ্যোতি বসু। সেও এক রাত ছিল। ৬ ই এপ্রিল ১৯৬৯। মনে আছে বাঙালি- রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অশোক কুমার নাইটস। সেই রাতে অনুষ্ঠানে দুষ্কৃতীদের তান্ডব চলে।

পরের দিন ভোরে সরোবরে মেয়েদের ছিন্ন ছিন্ন পোশাক। কৃষ্ণনগরের সাংসদ ইলা পালচৌধুরি দিল্লিতে রিপোর্ট দেন- লেকের ধারে মেয়েদের অন্তর্বস্ত্র পাওয়া গেছে। তা নিয়েও কম চটুলতা হয়নি। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাস ঘোষ তীব্র নিন্দা করে পূর্ণ তদন্ত চান। ১৫ই এপ্রিল উপ-মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু সাংবাদিকদের বলছেন- পুলিশ রিপোর্ট বলছে কোনো নারী নির্যাতন হয়ইনি। অর্থাৎ নারী নির্যাতনেও যে রাজনৈতিক রঙ থাকে, তাও একদিন জ্যোতি বসুর হাত ধরেই পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা দেশ দেখেছিল জেনেছিল। রাত কেন মেয়েদের জন্য প্রযোজ্য সময় হচ্ছে না । আরো এক মুখ্য কারণ পশ্চিমবঙ্গে রাতে কোনো সচল অর্থনৈতিক চক্র নেই। যে সকল ঘন্টায় অর্থনৈতিক লেনদেন স্তব্ধ থাকে তখন আপনা থেকেই সার্বিক সুরক্ষাহীনতা বাড়ে। কলকাতায় গরমে টেকা দায় হচ্ছে বছর বছর। প্রস্তাব থাকল- বিজনেস আওয়ার বদলের। বিশ্বের সব উন্নত শহরেই একটা নৈশ জীবন, নৈশ ব্যবসায়িক লেনদেন থাকে। কলকাতায় তা করলে কেমন হয়। ব্যবসায়িক কর্ম ঘন্টা, ব্যবসায়িক লেনদেন আলোচনা ও চিন্তা ভিত্তিক ভাবে যদি রাতের দিকে পিছোনো যায় তাতে নৈশ জীবনেও কলকাতা সাবালক হবে। আপনা থেকেই রাতে যান চলবে। সার্বিক ভাবে সুরক্ষাহীনতা কমবে।

রাতের দখল এক প্রতিবাদের অনুরনন। যা স্পর্ধার দৌলতে বেঁচে থাকবে বাঙালির মনে। কিন্তু তার প্রয়োগ। বাস্তবে তার প্রভাব দৌড়- সেটাওতো ভাবতে হবে। রাত দখলে যেমন চাই রাতে উন্মুক্ত কাজ করার সুরক্ষা সুবিধা আগ্রহ এমনকি কখনও কখনও মেয়েদেরই অগ্রাধিকার দরকার। বরং রাতের কাজে অগ্রাধিকার পাক মেয়েরাই। আপনা থেকেই প্রমীলা তৈরি হবে। শপিং মল মেট্রো এবং আরো কিছু ব্যবসায়িক ক্ষেত্র আলোচনা সাপেক্ষে প্রশাসনিক সহযোগিতায় রাতেই অধিক সচল থাকুক। দেখব- রাতগুলো হঠাত কখন পিছিয়ে সন্ধ্যার মত হয়ে গেছে। হঠাত অভ্যাস তৈরি হবে সূর্য ডোবার পর ঘড়ি না দেখার। অভ্যাস তৈরি হবে মা'র রুটি করতে করতে ফোন করে কোথায় আছি জিজ্ঞেস না করার। অভ্যাস হোক- কে ছাড়তে যাবে চিন্তা না করার। আমাদের নৈরাজ্য এতটাই ভয়ানক হচ্ছে তাতে সন্ধ্যা হতেই রাত নামছে। কখনও কখনও দিনের বেলাতেই রাত। যত অভিযোগ যত যুক্তি যত প্রস্তাব আনলাম — লক্ষ্য একটাই প্রতিটা রাত যেন সন্ধ্যার মত অন্তত হয়।

এনআইআরএফ-এ পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান কোথায়

অশোক সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় টানা অস্থিরতা চলছে। অনেকের দাবি, এতে মার খাচ্ছে গবেষনা, পঠনপাঠন। অতি সম্প্রতি দিল্লিতে দ্য ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ফ্রেম ওয়ার্ক (এনআইআরএফ) র‍্যাঙ্কিং-এর তালিকা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। সমীক্ষায় কী অবস্থা এ রাজ্যের?

প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সফলতার নিরিখে সমীক্ষায় প্রথম পাঁচে জায়গা করে নিয়েছে যাদবপুর এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম পাঁচটি 'স্টেট পাবলিক ইউনিভার্সিটি'-র তালিকায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ স্থানে। প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির র‍্যাঙ্কিং-এ যাদবপুর প্রথম পাঁচে থাকলেও সারা ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে তার স্থান নবম। গত বছর এই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল চতুর্থ স্থানে।

রাজ্যের দু'টি কলেজ রয়েছে এই তালিকায়। তৃতীয় স্থানে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সেন্টেনারি কলেজ রহড়া। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে।

জাতীয় স্তরে প্রথম ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পঞ্চম স্থান দখল করেছে আইআইটি খড়্গপুর। ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের তালিকায় আইআইএম কলকাতা পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। আইন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে বেঙ্গলি ন্যাশনাল জুডিশিয়াল সায়েন্স রয়েছে চতুর্থ স্থানে। এ ছাড়াও নেতাজি সুভাষচন্দ্র মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে সারা দেশের মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে।

সমীক্ষায় বিভিন্ন ক্যাটাগোরির মধ্যে 'ওভারঅল'-এ খড়্গপুর আইআইটি ষষ্ঠ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাটাগোরিতে নিচের দিকে (৯ম) এ রাজ্যের কেবল যাদবপুর, 'নিউ ক্যাটাগোরিতে'-ও জায়গা পেয়েছে যাদবপুর।

'ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাটাগোরি' প্রথম দশে এ রাজ্যের কেবল আইআইটি খড়্গপুর, 'ল' ক্যাটাগোরিতে কেবল এনইউজেএস, 'কলেজ' ক্যাটাগোরিতে দুটি। 'ওপেন ইউনিভার্সিটি' ক্যাটাগোরিতে নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (এনএসওইউ), 'মেডিক্যাল', 'ফার্মেসি' এবং 'স্কিল ইউনিভার্সিটি' ক্যাটাগোরিতে এ রাজ্যের কোনও উল্লেখ নেই।

পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছরে কিছু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। সেগুলোয় পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে চলছে রাজ্য-রাজ্যপাল প্রকাশ্য বিরোধ। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়েছে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর। এনআইআরএফ র‍্যাঙ্কিং-এ তাই খুব ভালো কিছু হবে না বলে অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু ততটা কি খারাপ হয়েছে?

প্রতিক্রিয়ায় এই মুহূর্তে ভারতের সবচেয়ে স্বীকৃত প্রযুক্তি-শিক্ষাবিদ, 'বেসু'-র প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ নিখিল রঞ্জন ব্যানার্জি এই প্রতিবেদককে বলেন, 'আমি আশাবাদী। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে রাজ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক অবনমন হয়েছে। তবে, কেন্দ্রীয় সরকারি গবেষণা সংস্থাগুলো জাতীয় মানের তুলনায় যথেষ্ঠ ভালো কাজ হচ্ছে। আগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি অনুদান আসতো। তাই আউটপুট ছিল অনেক ভালো। 'পাবলিকেশন', 'পেটেন্ট' হত বেশি। যদিও আইএসআই, রামকৃষ্ণ মিশন, সেন্ট জেভিয়ার্স, কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে হেরিটেজ, আইইএম প্রভৃতি যথেষ্ঠ ভালো কাজ করছে।'

কলকাতার একটি নামী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ পঙ্কজ রায় অবশ্য এতটা আশাবাদী নন। তাঁর বক্তব্য, 'স্বাধীনতার পরে দীর্ঘকাল উচ্চশিক্ষায় কৌলিন্যের টানা স্বীকৃতি পেয়েছিলো পশ্চিমবঙ্গ। এখন প্রথম ১০০ কলেজে এ রাজ্যের কলেজ খুঁজতে রীতিমত দূরবীন দরকার। অথচ, সমীক্ষায় ১০০ কলেজের ৬৩টি তামিলনাড়ু (৩৭) ও দিল্লির (২৬)। সমীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে দিল্লি ১১ থেকে উঠে এসেছে ৬-এ। সমীক্ষায় কলেজ স্তরে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছ'টির নাম উঠে এসেছে প্রথম ১০-এ, প্রথম ১০০-তে ২৬টা। পশ্চিমবঙ্গের সাড়ে চারশো কলেজের বাকিগুলোর কী হাল?'

জাতীয় ক্ষেত্রে এনআইআরএফ মূল্যায়ণে আগে প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি বলেন, 'কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ভালো কাজের বা ভালো মানের সুফল পেত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর। ওই সব প্রতিষ্ঠানকে 'ইন্সটিট্যুট অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স'-এর স্বীকৃতি দেওয়ায় কিছুটা হয়তো প্রভাব পড়েছে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর।'

পঙ্কজবাবুর কথায়, ম্যাড্রাস আইআইটি টানা ৯ বছর ধরে সর্বভারতীয় কৌলিন্য ধরে রেখেছে। এ রাজ্যে সেরকম গর্ব করে বলার মত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোথায়? সমীক্ষায় স্বীকৃতি পেয়েছে এ রাজ্যের নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। পড়ুয়ারা অনেকে অন্যত্র কাজ করেন বলে প্রথামত সেখানে কেবল সপ্তাহান্তের দু'দিন ক্লাশ হয়। কিন্তু পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার মোটেই যথেষ্ঠ সন্তোষজনক নয়! টিসিএস নিয়োগের জন্য 'ক্যাম্পাসিং ড্রাইভ' দেয়। কিন্তু তারা জানিয়ে দিয়েছে, ৬০ শতাংশ হাজিরা না থাকলে ক্যাম্পাসিং হবে না। এসব মাথায় রেখে নিরন্তর মানোন্নয়নের পথে না এগোলে স্বীকৃতি ধরে রাখা যাবে না। বিষয়টা আমি ব্যক্তিগতভাবে এনএসওইউ-কে জানিয়েছি।

মূলত যে ছ'টি মাপকাঠির ওপর এই মূল্যায়ণ হয়, সেগুলো হলো 'টিচিং', 'লার্নিং অ্যান্ড রিসোর্সেস', 'রিসার্চ অ্যান্ড প্রফেশনাল প্র্যাকটিস', 'গ্রাজুয়েশন আউটকাম', 'আউটরিচ অ্যান্ড ইনক্লুসিভিটি' এবং 'পারসেপশন'। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানান, ৯ বছর ধরে এই সমীক্ষা চলছে। ২০১৬-তে সমীক্ষায় অংশ নেয় দেশের ৩ হাজার ৫৬৫টি প্রতিষ্ঠান। এবার তা বেড়ে হয়েছে ১০ হাজার ৮৪৫টি। দেশে মোট উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৫৮ হাজার। ২০১৬-তে সমীক্ষায় বিবেচনা করা হতো ৪টি ক্যাটাগোরিতে। এখন হচ্ছে ১৬টি ক্যাটাগোরিতে।

আনন্দকথা

আর সাধারণ জীবের 'অহং' যায় না। অশ্বত্থগাছ কেটে দাও, আবার তার পরদিন ফেঁকড়ি বেরিয়েছে। (সকলের হাস্য)

''জ্ঞানলাভের পরও আবার কোথা থেকে 'আমি' এসে পড়ে। স্বপনে বাঘ দেখেছিলে, তারপর জাগলে, তবুও তোমার বুক দুড়দুড় করছে। জীবের আমি লয়েই তো যত যন্ত্রণা। গরু 'হাম্বা' (আমি) 'হাম্বা' (আমি) করে, তাই তো অত যন্ত্রণা। লাঙলে জোড়ে, রোদবৃষ্টি গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয় — তখন খুব পেটে। (হাস্য)

''তবুও নিস্তার নাই। শেষে নাড়ীভুঁড়ি থেকে তাঁত তৈয়ার হয়। সেই তাঁতে ধুনুরীর যন্ত্র হয়। তখন আর 'আমি' বলে না, তখন বলে 'তুঁহু' 'তুঁহু' (অর্থাৎ 'তুমি' 'তুমি')। যখন 'তুমি', 'তুমি' বলে তখন নিস্তার। হে ঈশ্বর, আমি দাস, তুমি প্রভু, আমি ছেল, তুমি মা।

''রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান, তুমি আমায় কিভাবে দেখ? হনুমান বললে, রাম! যখন 'আমি' বলে আমার বোধ থাকে, *(ক্রমশঃ)*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

খানাকুলে পঞ্চায়েতের টেন্ডার দুর্নীতি নিয়ে প্রধান এবং উপপ্রধানের কাজিয়ায় তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পঞ্চায়েতের টেন্ডার দুর্নীতি নিয়ে প্রধান এবং উপপ্রধানের মধ্যে তীব্র কাজিয়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে খানাকুলের পোল ১ পঞ্চায়েত এলাকায়। ঘটনার জেরে ফের প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। তৃণমূল পরিচালিত পোল ১ নং পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শেখ সাবির আলি গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজন মহিলা সদস্যদেরও এদিন অপমান করে বের করে দেওয়া হয় বলে পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিনা খাতুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ। উপপ্রধানের দাবি, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি করছেন পঞ্চায়েত প্রধান। আর তাতে মদত দিচ্ছেন প্রশাসনিক কর্তারা। যদিও অভিযোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন পোল ১ পঞ্চায়েত প্রধান সাবিনা খাতুন। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার পোল ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার বিভিন্ন প্রকল্পে কাজের জন্য ২২টি টেন্ডার জমা নেওয়ার দিন ধার্য করা হয়েছিল। অনলাইনের মাধ্যমে আগেই টেন্ডার জমা দিলেও এদিন সেই টেন্ডারগুলির

হার্ড কপি জমা দেওয়ার তারিখ নির্ধারণ করা হয় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে। এদিকে এই প্রক্রিয়া গত কয়েকমাস আগেও শুরু করার চেষ্টা হলে তখনও প্রধান এবং উপপ্রধান গোষ্ঠীর কোন্দলে তা স্থগিত হয়ে যায়। তাই ফের এদিনও বিষয়টি নিয়ে বড়সড় অশান্তি হতে পারে, এই আশঙ্কায় সকাল থেকেই পুলিশ ও র‌্যাফ মোতায়েন করা হয়েছিল। তারপরেও পঞ্চায়েতের ভিতরে দুই গোষ্ঠী দফায় দফায় উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে যায় উভয়ের মধ্যে। টেন্ডার প্রক্রিয়া চলার পদ্ধমদ্যে ঠিকাদার ছাড়া কাউকে দিতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলে প্রক্রিয়া চলাকালীন বাইরে বেরিয়ে এসে খানাকুল ১ বিডিওর কাছে ক্ষোভ উগরে দিতে থাকেন উপপ্রধান অনুগামীরা। টেন্ডার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়ার জন্যও আবেদন করেন তারা। যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পোল ১ পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিনা খাতুনের দাবি, দুর্নীতির কোনো জায়গাই নেই। সমস্তটাই প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে হয়েছে। উপপ্রধানই দুর্নীতি করতে না পেরে অযথা অশান্তি করতে চাইছে। এই নিয়ে আরামবাগ মহকুমা শাসকের কাছে একটি অভিযোগ পত্র জমা দিলেন উপপ্রধান। ই-টেন্ডার না হওয়ায় উনি এই অভিযোগ জমা দেন।

কচুয়াধাম ও চাকলা লোকনাথ বাবার জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মহিলা পুণ্যার্থীদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: লোকনাথ বাবার জন্ম তিথি উপলক্ষে কচুয়াধাম ও চাকলা ধামে মহিলা পুণ্যার্থী জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হল পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। বৃহস্পতিবার উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা কচুয়া ধাম এলাকার পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি ভক্তদের বিশেষ করে মহিলা ভক্তদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে নাইট ভিশন সিসিটিভি ক্যামেরা, সাদা পোশাকের মহিলা পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। কঠোর নিরাপত্তার বেষ্টনীতে মুড়ে ফেলা হয়েছে দুই মন্দির চত্বর। সেই সঙ্গে ভুয়ো খবরে বাড়তি নজর দেওয়া হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার কচুয়া ও বারাসাত মহকুমার চাকলা লোকনাথ ধামে লোকনাথ বাবার ২৯৪ তম জন্মতিথি পালন করা হবে। সেই উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক লক্ষ পুণ্যার্থী মানুষের ঢল নামবে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে চলতি মাসের ২৫ তারিখ থেকে ২৭ অগস্ট পর্যন্ত অর্থাৎ তিনদিন বহু মানুষের সমাগম হবে। এবারের বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে মহিলা পুণ্যার্থীদের জন্য। সেই লক্ষেই নারী সুরক্ষা জন্য শতাধিক নাইট ভিশন সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে আরজি কর কাণ্ডের ঘটনায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তাই রাজ্য প্রশাসন নিরাপত্তার ফাঁকফোকর রাখতে চাইছে না। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শাসক শরৎকুমার দ্বিবেদী, অতিরিক্ত জেলাশাসক ডক্টর আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর, বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদী রহমান, বসিরহাট মহাকুমার শাসক আশিস কুমার, বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের খাদ্য ও খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বুলবুল ইসলাম, লোকনাথ মন্দির কোন কমিটি সদস্য বিশ্বরূপ মণ্ডল সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা এদিন কচুয়া ধাম পরিদর্শন করেন ও একটি বৈঠক করেন। সেই বিশেষ বৈঠকটি হয় কচুয়াধামের কমিউনিটি হলে। বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছে মহিলা পুণ্যার্থীদের জন্য আলাদা ব্যারিকেড, শতাধিক সিসিটিভি ক্যামেরায় মোড়ে ফেলা হয়েছে কচুয়া ধাম। অতিরিক্ত জেলাশাসক ডাঃ আকাঙ্খা ভাস্কর বলেন, শুধু মহিলা নয় সব পুণ্যার্থীদের জন্যই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশু মহিলাদের দিকে বিশেষ নজর থাকবে। ড্রপ গেট, ওয়াচ টাওয়ার সহ সব ধরনের ব্যবস্থাই করা হয়েছে।

‘জেড’ থেকে ‘এ’ মুখস্থ বলে এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলল মালদার মাহফুজ রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মাত্র ৫০ সেকেন্ডের মধ্যে ইংরেজির উল্টো সংখ্যা ‘জেড’ থেকে ‘এ’ এবং ক্রমিক সংখ্যা উল্টো ‘১০০’ থেকে ‘১’ পর্যন্ত মুখস্থ বলে এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তুলল মালদার খুদে মাহফুজ রহমান। মাত্র সাত বছর বয়সেই প্রথম শ্রেণির পাঠরত এই খুদের কর্মকাণ্ড দেখে রীতিমতো হতবাক পাড়া-প্রতিবেশীরা। ইতিমধ্যে অনলাইন পদ্ধতিতে এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ওই খুদে শিশুর সাফল্যের পুরস্কার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগবাড়ি এলাকার বাসিন্দা মসফুরার রহমানের একমাত্র ছেলে মাহফুজ রহমান। মা তাহসিনা আফরিন। মাহফুজ রহমানের বাবা কলেজের অধ্যাপক। ছোট থেকেই প্রতিভার অধিকারী মাহফুজ। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলাতেও ভালো। এখন থেকে ক্রিকেটের প্রতি ঝোঁক রয়েছে তার। এর আগে পাঁচ বছর বয়সেই ছড়া মুখস্থ বলে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডের নাম তুলেছিল সে। কৃতি ওই শিশুর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, অনান্য শিশুদের কাছে যা কঠিন, সেই পড়া দ্রুত শেষ করে নাম তুলেছে এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। এর আগে পাঁচ বছর বয়সে পঞ্চাশটি ছড়া মুখস্থ একটানা বলে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে নাম তুলেছিল মাহফুজ। এবার পঞ্চাশ সেকেন্ড উল্টো সংখ্যা গুনে রেকর্ড গড়ল। নাম উঠেছে এশিয়া বুক অফ রেকর্ডে। সাধারণ এই বয়সের শিশুরা ‘জেড’ থেকে ‘এ’ উল্টো

মুখস্থ বলতে পারে না। সেখানে মাহফুজ মাত্র পঞ্চাশ সেকেন্ড মুখস্থ বলে রেকর্ড গড়েছে। পাশাপাশি ইংরেজির ১০০ থেকে ১ উল্টো সংখ্যা গুনে রেকর্ড গড়েছে। তার এমন প্রতিভায় খুশি বাবা ও মা। বর্তমানে মাহফুজ মালদা শহরের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে প্রথম শ্রেণির ছাত্র।

ওই শিশুর বাবা মসফুরার রহমান বলেন, স্ত্রী তাহসিনা আফরিন ছেলেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য তৈরি করিয়ে থাকেন। আগামী প্রচেষ্টায় গ্রিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম তোলার চেষ্টা রয়েছে। তার জন্য এখন থেকেই এই ছোট্ট শিশুর মা তাহসিনা আফরিন তাকে তৈরি করছেন। মাহফুজ আগে থেকেই উল্টো সংখ্যা, উল্টো শব্দ ঝরঝর করে বলে দিতে পারত। এতে আমরা অবাক হয়েছিলাম। তারপরই এবিষয়ে প্রস্তুতিমূলক ভিডিওগ্রাফি করে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় পাঠানো হয়। সেখান থেকেই ডাক পেয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েই সাফল্য পেয়েছে ছোট্ট মাহফুজ।

আরজি কর ঘটনা নিয়ে এবার পথে নামলেন আইএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: আরজি করে ঘটনা নিয়ে এবার পথে নামলেন আইএসএফ নেতাকর্মী সমর্থকরা। বৃহস্পতিবার আইএসএফের প্রতিবাদী মিছিল বসিরহাট টাউন হল থেকে শুরু হয়ে জেলা হাসপাতালে গিয়ে শেষ হয়। প্রায় দুই কিলোমিটার পায়ে হেঁটে বৃষ্টিতে ভিজে তারা প্রতিবাদ মিছিল বার করেন। এই মিছিলে বহু আইএসএফের নেতাকর্মী সমর্থকরা পা মেলান। তাদের দাবি, আরজি করের দোষীদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে, না হলে মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। এই নিয়ে তারা স্লোগানও দেন। যেভাবে আরজি করের ঘটনা নিয়ে রাজ্য জুড়ে তোলপাড় হচ্ছে তার মধ্যেই এবার পথে নামলেন আইএসএফের নেতাকর্মীর সমর্থকরা। তারা আরও বলেন রাজ্যে যত হাসপাতাল আছে সব জায়গাতে কেন্দ্র বাহিনী দিতে হবে। সিকিউরিটির ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। যদি তা না করতে পারে, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করুক। না হলে আমাদের নেতা নওশাদ সিদ্দিকী তিনি সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে কেন্দ্র বাহিনী ব্যবস্থা করবেন। যাতে হাসপাতালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা মজবুত হয়।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বহরমপুর কৃষ্ণ নাথ রোড শাখা
৩৫ ও ৩৬, কৃষ্ণ নাথ রোড
পিলখানা রোড, জেলা - মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০১

বিক্রয় প্রত্যাহার

সংশ্লিষ্ট মেসার্স মা ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ -এর সম্পত্তি সম্পর্কিত ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি যা এই সংবাদপত্রে ১৩.০৮.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল এবং যা ১৮.০৯.২০২৪ তারিখে পরিচালিত হওয়ার কথা ছিল, কিছু **প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে প্রত্যাহার করা হয়েছে।** সৃষ্ট অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

তারিখ: ২৩.০৮.২০২৪
স্থান: কে.এন. রোড

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI এসবিআই, আরএসিপিসি, রাজারহাট, শাখা কোড -১৬৮২২, সন্তোষ চেম্বার,২য় ফ্লোর, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, কলকাতা- ৭০০১৬১, ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

সংশোধনী

গত ইংরাজি ২২.০৮.২০২৪ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত দখল বিজ্ঞপ্তি বিজ্ঞাপনে, বিজ্ঞাপনের শেষে ‘তারিখ - ০৫.০৩.২০২৪, স্থান- রাজারহাট’ -এর পরিবর্তে **‘তারিখ- ২১.০৮.২০২৪, স্থান- রাজারহাট’** পড়তে হবে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কৃষ্ণনগর আরএনটি রোড শাখা
১৫, আর.এন. টেগোর রোড, পোস্ট - কৃষ্ণনগর
থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১
ই-মেইল: k814@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **৩০.০৯.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে ‘‘**যেখানে যেমন আছে**’’, ‘‘ **যা আছে তা আছে**’’ এবং ‘‘**সেখানে যা কিছু আছে**’’ ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **১৬,৯৭,১৪০.৯০ টাকা** (ষোল লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশো চল্লিশ টাকা নব্বই পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১০,৪৩,০১৪.২৪ টাকা + ৬,৫৪,১২৬.৬৬ টাকা) **২০.০৮.২০২৪** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক কৃষ্ণনগর আরএনটি রোড শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর পাওনা আছে এবং **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স নিউ রাজলক্ষ্মী বস্ত্রালয় স্বত্বাধিকারী: শ্রী সুরজিৎ সাহা,** ৪৬, এম. এম. ঘোষ স্ট্রিট, পোস্ট - কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালি, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৪১ ১০৩-এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য। ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা: মেসার্স নিউ রাজলক্ষ্মী বস্ত্রালয় স্বত্বাধিকারী- শ্রী সুরজিৎ সাহা,** ৪৬, এম. এম. ঘোষ স্ট্রিট, পোস্ট - কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালি, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ পিন - ৭৪১ ১০৩ **স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা: শ্রী সুরজিৎ সাহা** বাঘাডাঙ্গা দক্ষিণ লেন, ওয়ার্ড নং ১৬, পোস্ট - কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১০৩। **জামিনদার: শ্রীমতী বুলবুলি সাহা** স্বামী- শ্রী সুরজিৎ সাহা, বাঘাডাঙ্গা দক্ষিণ লেন, ওয়ার্ড নং ১৬, পোস্ট - কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১০৩। **খ) কৃষ্ণনগর আরএনটি রোড শাখা**	কৃষ্ণনগর মৌজায় অবস্থিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তথায় নির্মাণ সহ যার জেএল নং ৯২, খতিয়ান নং (সাবেক) ১৬৫১ এবং আরএস ৭১৮৬ এলআর ৬৯৫১/১, ৬৭১৩/১, দাগ নং আরএস ৩৮৫/২৩৯৬০ এবং এলআর ১৭৬৭, পর্চা অনুযায়ী এলআর খতিয়ান নং ৪৩২৯৪, এলআর দাগ নং ১৭৬৭ জমির পরিমান ১.৮৭৫ ডেসিমেল/ ১.১৩ কাঠা শ্রেণীবিভাগ ‘বাড়ি’ হিসাবে নথিভুক্ত, কৃষ্ণনগর পৌরসভার অধীনে, ওয়ার্ড নং ১৬, এডিএসআরও- কৃষ্ণনগর ডিএসআর- কৃষ্ণনগরে নদীয়া, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ স্বত্ব দলিল আই-৭৮৪৭ তারিখ- ২৫.১০.২০১৬ এবং আই-৭৮৭১ তারিখ- ২৫.১০.২০১৬। **শ্রী সুরজিৎ সাহার নামে সম্পত্তিটি আছে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ভগীরথ মানঝির বাড়ি, দক্ষিণ- করুণাময়ী বিশ্বাসের বাড়ি, পূর্ব- দেবেন মানঝির বাড়ি, পশ্চিম- বাঘাডাঙ্গা দক্ষিণ লেন দ্বারা।	**১৬,৯৭,১৪০.৯০ টাকা** (ষোল লক্ষ সাতানব্বই হাজার একশো চল্লিশ টাকা নব্বই পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১০,৪৩,০১৪.২৪ টাকা + ৬,৫৪,১২৬.৬৬ টাকা) **২০.০৮.২০২৪** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	**ক) ১৪,২১,০০০.০০ টাকা (*)** (চৌদ্দ লক্ষ একুশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৪৩,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30202480697** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) বাস্তবিক দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ৩০.০৯.২০২৪ সময়: দুপুর ০১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://www.ebkray.in

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://www.ebkray.in** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০** নম্বরে কল করুন, **ইমেল আইডি :- support.ebkray@psballiance.com** এবং অন্যান্য হেল্পলাইন নং সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের** জন্য অনুগ্রহ করে **support.ebkray@psballiance.com**-এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- **https://www.ebkray.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, ৮২৯১২ ২০২২০ নম্বরে।
দরদাতাদের **https://www.ebkray.in** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ অংশীদার(গণ)/জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এরও প্রতি

তারিখ: ২২.০৮.২০২৪
স্থান: কৃষ্ণনগর আরএনটি

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

অন্ডাল শাখার জন্য শাখা/অফিস প্রেমিসেস লিজ নেওয়ার জন্য নোটিশ আহ্বায়ক টেন্ডার

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, একটি পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক, **অন্ডাল শাখা,** গ্রাম ও পোস্ট- অন্ডাল, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পঃবঃ., পিন - ৭১৩ ৩২১- তে শাখা স্থাপনের জন্য লিজ ভিত্তিতে অফার করতে ইচ্ছুক **১৫০০ বর্গফুট** কার্পেট এলাকা পরিমাপের প্রধান সড়কের উপর গ্রাউন্ড ফ্লোরে ব্যবসা যোগ্য এলাকায় যেখানে ভাল দৃশ্যমানতা এবং পার্কিং স্পেস রয়েছে ১৫ বছরের লিজ মেয়াদের জন্য অফিস প্রেমিসেসের মালিকদের কাছ থেকে ২ বিড সিস্টেমের (প্রযুক্তিগত ও আর্থিক) অধীনে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।
২৩.০৮.২০২৪ থেকে ১২.০৯.২০২৪ পর্যন্ত ২৫০/- টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি/আইওআই মাধ্যমে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুকূলে পেমেন্ট করে নিম্নলিখিত ঠিকানা থেকে ফর্মগুলি পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১২.০৯.২০২৪**।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও বা সমস্ত অফার প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

দ্য জোনাল ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস- আসানসোল, প্রেমিসেস ডিপার্টমেন্ট,
উদরেজ ভবন, ৩য় তল, ৮, জি.টি. রোড (পশ্চিম), আসানসোল - ৭১৩৩০৪, পঃবঃ

বিস্তারিত আমাদের ওয়েবসাইট www.indianbank.in থেকে পাওয়া যাবে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: আসানসোল
উদরেজ ভবন,২য় ফ্লোর
৮, জি.টি. রোড (পশ্চিম),
আসানসোল - ৭১৩ ৩০৪, পঃবঃ

শাখা স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি

এটি বৃহত্তর জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে গ্রাহকদের জানানোর জন্য যে দ্য **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, গলসি শাখা,** তার নতুন প্রেমিসেসে **২৮.০৮.২০২৪** থেকে কার্যকর অপারেশনাল /স্থানান্তর করতে চলেছে নীচে উল্লিখিত বিশদ বিবরণ অনুযায়ী -

বিদ্যমান কার্যকরী শাখা প্রেমিসেসের নাম ও ঠিকানা	নতুন/ বিকল্প শাখা প্রেমিসেসের নাম ও ঠিকানা
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, গলসি শাখা প্রযত্নে শ্রী উৎপল দত্ত, দত্ত মার্কেট এনএইচ-২, গ্রাম + পোস্ট - গলসি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পঃবঃ, পিন - ৭১৩ ৪০৬।	**ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, গলসি শাখা** প্রযত্নে শ্রী রুদ্র প্রতাপ মন্ডল, এনএইচ-২, গ্রাম + পোস্ট - গলসি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পঃবঃ, পিন - ৭১৩ ৪০৬।

সংশ্লিষ্ট সকলকে তদনুসারে, উপরোক্ত পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যা **২৮.০৮.২০২৪** থেকে কার্যকর করা হবে। গ্রাহকদেরও অনুরোধ করা হচ্ছে উল্লিখিত কার্যকর তারিখ থেকে নতুন/ বিকল্প শাখা প্রেমিসেসে তাঁদের অ্যাকাউন্টগুলি /লকারগুলি পরিচালনা করতে। আরও কোনো স্পষ্টীকরণের জন্য (প্রয়োজন হলে), গ্রাহকরা অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট শাখা ম্যানেজার/ অনুমোদিত অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

তারিখ: ২০.০৮.২০২৪

জোনাল ম্যানেজার
জোনাল অফিস, আসানসোল

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস- চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১২১০৩,
ফোন নং (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮-এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল করেছেন ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণএবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক(পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি এবং দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বিবরণ
১.	**ঋণগ্রহীতা: শ্রী সৌমেন কুমার দত্ত,** পিতা-সুশান্ত দত্ত, ফ্ল্যাট নং এ-২, ২য় ফ্লোর, নিখিল এস্টেট, ৩৯/বি, মল্লিকপাড়া লেন, পোস্ট-মল্লিকপাড়া, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, ৭১২২০৩, পঃবঃ **শাখা: শ্রীরামপুর**	৩০.০৫.২০২৪ এবং ২২.০৮.২০২৪	**১৪,১৮,১২৭.০০ টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ আঠারো হাজার একশো সাতাশ টাকা মাত্র ৩০.০৫.২০২৪ অনুযায়ী	জি+৪ অ্যাপার্টমেন্ট, ‘নিখিল এস্টেট’ এর ২য় ফ্লোরে কমবেশি ৬০৮ বর্গফুট (আচ্ছাদিত এলাকা) এবং ৭৬০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং- ১৩-এ, মৌজা- শ্রীরামপুর, আরএস দাগ নং ৪০৩ আরএস খতিয়ান নং ৩৯৪ -এর অধীনে, এলআর দাগ নং - ৭৩৩, এলআর খতিয়ান নং ১৮/১, ২৪৯৭/১, ৭৮১৭/১, ৮৮৩৬/১, ২০০০৪/৩, হোল্ডিং নং - ৩৯ /বি, মল্লিকপাড়া লেন, পোস্ট- মল্লিকপাড়া, থানা - শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলী, পঃবঃ, শ্রীরামপুর পৌরসভা অধীন, এডিএসআর শ্রীরামপুরে ২০১৮ সালের ০২.০২.২০১৮ তারিখের দলিল নং - ৪০০ এর মাধ্যমে নিবন্ধিত হয়েছে, বই নং ১, ভলিউম নং ০৬০৫-২০১৮, পৃষ্ঠা ১১১২৬ থেকে ১১১৭৬ পর্যন্ত -তে শ্রী সৌমেন কুমার দত্ত ও শ্রীমতী স্নেহা দত্ত এর নামে।

তারিখ: ২২.০৮.২০২৪, **স্থান:** শ্রীরামপুর
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বিক্রয় নোটিশ, ই-নিলাম তারিখ : ১০.০৯.২০২৪

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank (ভারত সরকার কা উপক্রম) (Govt of India Undertaking)

সার্কেল SASTRA মুর্শিদাবাদ,
২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পো. বহরমপুর,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ই-মেল : cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

ইএমডি এবং নথিতথ্যাদি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় (বায়না জমা) : ১০.০৯.২০২৪/বিকেল ৩টে পর্যন্ত
২০০২ সালের (সারফেসি অ্যাক্ট) (২০০২ এর নং ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে
ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা ‘যেখানে যা আছে’, ‘যেখানে যেমন আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।

জামিন অধীনে সম্পদের সিডিউল

শাখার নাম অ্যাকাউন্ট নাম ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা অ্যাকাউন্ট	বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত /মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতাগণ]	ক) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি প্রতীকী/স্বত্ব/গঠনকৃত	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) ব্যাঙ্ক সম্পত্তির আইডি	১) ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ২) জামিন অধীনে ঋণদাতার জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিস্তারিত
১. শাখার নাম : ভাদুড়ীপাড়া (১০৯৫২০), এ/সি নাম : সাইদুল ইসলাম ঋণগ্রহীতা : সাইদুল ইসলাম পিতা প্রয়াত সামেদ বারি, গ্রাম : নাসিমুদ্দিন পাড়া, পাকুরদিয়ার, পো : ফরিদপুর, থানা : জলঙ্গী, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৩০৩। **জামিনদাতা : হাসানুজ্জামান,** পিতা সাইদুল ইসলাম, গ্রাম এবং পো : ফরিদপুর, থানা : জলঙ্গী, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৩০৩	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং বসবাসের ভবন, অবস্থিত মৌজা : ফরিদপুর, জেএল নং ৪০, এলআর প্লট নং ২৮৫৭, এলআর খতিয়ান নং ৯৫৫৮, জমির শ্রেণি : ভিটা, এরিয়া পরিমাণ ০.০৯ একর, ফরিদপুর ৬ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন , ফরিদপুর, থানা : জলঙ্গী, জেলা : মুর্শিদাবাদ, বিক্রয় দলিল নং ২২৩০-২০০২, রেজিস্টার্ড এডিএসআর ডোমকল, মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী : সাইদুল ইসলাম পিতা প্রয়াত সামেদ বারি।**	ক) ১৯.০১.২০২২ খ) ২৪,২৪,৯৮১.০২ টাকা (চব্বিশ লাখ চব্বিশ হাজার নশো একাশি টাকা এবং দুই পয়সা) টাকা ১৯.০১.২০২২ অনুযায়ী ০১.০৭.২০২১ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ পুঞ্জীভূত সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ গ) ১৭.০১.২০২৪ ঘ) স্বত্ব দখলীকৃত	ক) ১১,৮৭,৪৬০.০০ টাকা খ) ১,১৮,৭৪৬.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB6Q451819161	১) ১০.০৯.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ২) বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই

নিয়ম এবং শর্তাদি

সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে এবং নিম্নোক্ত শর্তাধীনেও
১. সম্পত্তি বিক্রি করা হবে **‘যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে’ এবং ‘যেখানে যা আছে ভিত্তিতে’ এবং ‘যেমন আছে ভিত্তিতে’।**
২. নিম্নোক্ত শিডিউলে বর্ণিত জামিনদত্ত সম্পত্তির বিবরণ সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞাত তথ্য অনুযায়ী কিন্তু সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত অফিসার কোনও ত্রুটি, ভুল তথ্য অথবা তথ্য না দেওয়া ঘোষণা সম্পর্কে দায়ী হবেন না।
৩. **বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম যা ওয়েবসাইট https://ebkray.in মাধ্যমে ১০.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত।**
৪. সংশ্লিষ্ট বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ebkray.in** এবং **www.pnbindia.in**।
৫. বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক দরদাতারা **শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা (সিএম) মোবাইল : ৯৮০১৮১২১৬০ সহিত যোগাযোগ করুন।**

২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ

তারিখ : ২২.০৮.২০২৪
স্থান : বহরমপুর

শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা (চিফ ম্যানেজার)
অনুমোদিত অফিসাস, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যেখানে যা আছে’ এবং ‘যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১০.০৯.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত **১০.০৯.২০২৪** তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৪২,৫৯,৯২৫.৯৭ টাকা (বিয়াল্লিশ লাখ উনষাট হাজার নশো পঁচিশ টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা) ০৫.০৭.২০২২** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স জগদীশ বিশ্বাস (স্বত্বা. শ্রী জগদীশ বিশ্বাস) ঠিকানা** - গ্রাম - হাঁসপুকুরিয়া (কালীতলাপাড়া), নমোপাড়া, পো. হাঁসপুকুরিয়া, থানা - পলাশিপাড়া, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১৬০, **শ্রীমতি বিনোদিনী বিশ্বাস** স্বামী জগদীশ বিশ্বাস, **ঠিকানা** - গ্রাম - হাঁসপুকুরিয়া (কালীতলাপাড়া), নমোপাড়া, পো. হাঁসপুকুরিয়া, থানা - পলাশিপাড়া, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১৬০, **শ্রীমতি শিখা বিশ্বাস** পিতা জগদীশ বিশ্বাস, **ঠিকানা** - গ্রাম - হাঁসপুকুরিয়া (কালীতলাপাড়া), নমোপাড়া, পো. হাঁসপুকুরিয়া, থানা - পলাশিপাড়া, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১৬০ কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **৩১,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৩,১০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

জ্ঞাত দয়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং দোতলা বসবাসের ভবন, পরিমাণ ৪.৫৪ কাঠা, জেএল নং ৩৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪১২৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৫১, স্বত্ব দলিল নং ১-৪৯৯৬/২০১১ তারিখ ১৭.০৬.২০১১ স্বত্বাধিকারীর নাম জগদীশ বিশ্বাস, গ্রাম : হাঁসপুকুরিয়া, (কালীতলাপাড়া), পো : হাঁসপুকুরিয়া, থানা : তেহট্ট (বর্তমানে পলাশীপাড়া), জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১৬০। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : পদ্ম বিশ্বাসের জমি; দক্ষিণে : ঠাকুর দাস মন্ডলের জমি; পূর্বে : সুভাষ বিশ্বাস; পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৩.০৯.২০২৪ | প্রতীকী দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত **১০.০৯.২০২৪** তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২,৫২,১১,৩৫৬.০০ টাকা (দুই কোটি বাহান্ন লাখ এগার হাজার তিনশ ছাপান্ন টাকা) ১১.০২.২০২২** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স করুণাময়ী কনস্ট্রাকশন প্রা. লি. ঠিকানা** - ২৯/৩ বিটি রোড বেলগাছিয়া, করায়া, কলকাতা-৭০০০৫৬, **শ্রী সুবীর দত্ত,** পিতা প্রয়াত সুশীল কুমার দত্ত এবং **শ্রীমতি অনিমা দত্ত,** স্বামী প্রয়াত সুশীল কুমার দত্ত, **প্রয়াত সুশীল কুমার দত্তর আইনি উত্তরাধিকারী বলে পরিচিত, ঠিকানা** - ১২৮/১ বি এল ঘোষ রোড, পো. আরিয়াদহ, কলকাতা - ৭০০০৫৭ কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **৮১,৯০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৮,১৯,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

জ্ঞাত দয়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ ৪ কাঠা এবং ১৩ ছটাক ৩৪ বর্গফুট (কমবেশি) এবং তদস্থিত ভবন জেএল নং ১, মৌজা : আড়িয়াদহ, কামারহাটি, আরএস নং ১২, তৌজি নং ১৭৩, সিএস দাগ নং ৩৪৯২(অংশ) এলওপি নং ৫, পুর ওয়ার্ড নং ৭, হোল্ডিং নং ৪৭২/১, প্রেমিসেস নং ৩৩, কামারহাটি পুরসভা অধীন, থানা : বেলঘড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা (দলিল নং ৭০৭৯-১৯৯১, স্বত্বাধিকারী শ্রী সুশীল কুমার দত্ত প্রয়াত)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ৪৮ ফুট পুর সড়ক, দক্ষিণে : ১৮ ফুট চওড়া সড়ক,পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৩.০৯.২০২৪ | প্রতীকী দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং ৩

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১০.০৯.২০২৪** তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে’, যেখানে যা আছে’ এবং ‘যেখানে যে অবস্থায় আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩,৭৮,২০৫.০০ টাকা (তেরো লাখ আটাত্তর হাজার দুশো পাঁচ টাকা) ০৩.০৩.২০২১** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী কমল নাথ এবং শ্রী বিমল নাথ পিতা জয়দেব নাথ,** এস কে ব্যানার্জি রোড, বসু ফার্মেসি, খড়দা, কলকাতা - ৭০০১১৭ **এবং** ট্রাভেল ফুড সার্ভিসেস, কলকাতা প্রা. লি, দমদম এয়ারপোর্ট, কলকাতা - ৭০০০৫২ **এবং** ফ্ল্যাট নং সি-৪, ব্লক - সি, ৫ম তল, সূর্য অ্যাপার্টমেন্ট, থানা - খড়দা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পিন - ৭০০১১৭ কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **১৫,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৫০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

জ্ঞাত দয়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি-৪, ‘সি’ ব্লক, পঞ্চমতলে, জি-৪তলা পরিচিত ‘‘ সূর্য অ্যাপার্টমেন্ট’’ ভবনে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৯০ বর্গফুট (কমবেশি) অবস্থিত হোল্ডিং নং ১১৮/৮৩, বোস পাড়া রোড, পো : বি ডি সোপান, থানা : খড়দহ, মৌজা : খড়দহ, জেএল নং০২, আরএস নং ১৮, তৌজি নং ১৪৫, ২৯৯৮, ১৫০৫,আরএস দাগ নং ২৪৯৬, ২৩৯৭, এলআর দাগনং ২৪৯৬/৩৮৭৩, ৩৮৬৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৩০, ওয়ার্ড নং ১৪- খড়দহ পুরসভা অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১১৭। স্বত্ব দলিল নং ১-১৮২৬/২০১৭ তারিখ ০২.০৩.২০১৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০১৭, পৃষ্ঠা ৭২৮৫৫ থেকে ৭২৯১১, দলিল নং ১৯০৪০১৮২৬ -২০১৭ সালের, এআরএ-৪, কলকাতা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : লবি, ফ্ল্যাট নং সি/১, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : লবি, সিঁড়ি, লিফট, পশ্চিমে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৩.০৯.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ : ২৩.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

তৃণমূল জেলা সহ-সভাপতির ওপর হামলা, অভিযুক্ত দলের শ্রমিক সংগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: বৃহস্পতিবার ইসিএলের ঝাঁঝরা এরিয়া অফিসের সামনে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন কেকেএসসি-র (কয়লা খাদান শ্রমিক সংগঠন) সমর্থকের হাতে আক্রান্ত হন জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা বিষ্ণুদেব নুনিয়া।

জানা গিয়েছে, এদিন বেলা ১১টা নাগাদ ঝাঁঝরা এরিয়া অফিসে কর্পোরেট ওয়েলফেয়ার মিটিং ছিল। সেই মিটিংয়ে স্বীকৃত পাঁচটি শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও আমন্ত্রণ পায়নি তৃণমূল প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠন কেকেএসসি। সেই কারণে এরিয়া অফিস গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখান কেকেএসসি সংগঠনের সমর্থকেরা। ঠিক সেই সময় নিজের গাড়ি নিয়ে এরিয়া অফিসে মিটিংয়ে যোগ দিতে ঢুকছিলেন বিষ্ণুদেব নুনিয়া। তখন তাঁর গাড়ির ওপর হামলা হয় বলে অভিযোগ। লাঠির আঘাতে ভেঙে যায় গাড়ির হেডলাইট, কাচ। মারধরের শিকার হন গাড়ির ড্রাইভার মোহাম্মদ সিরাজ। সেই মুহূর্তে কোনও ক্রমে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে তাঁরা ঘটনাস্থল ছাড়েন।

উল্লেখ্য, বিষ্ণুদেব নুনিয়া একধারে জেলা পরিষদের সহ সভাপতি অন্য ধারে তৃণমূল নেতা। কিন্তু তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন কে কে এস সি-র পরিবর্তে তিনি এইচএমএস সংগঠন করেন। এই সংগঠনের উচ্চপদে রয়েছেন তিনি। বিষ্ণুদেববাবু বলেন, কেকেএসসি-র লোকেনরা তাঁর গাড়ির ওপর হামলা চালায়। সেখান থেকে কোনওক্রমে বেরিয়ে আসেন। সেখান থেকে পালিয়ে না এলে নিজেও আক্রান্ত হতেন বলে বিষ্ণুদেববাবু জানান। আক্রমণকারীদের নামে থানাতে অভিযোগ করবেন বলে জানান তিনি। অন্যদিকে হামলার কথা অস্বীকার করা হয়েছে কেকেএসসি সংগঠনের পক্ষ থেকে।

আগামী গঙ্গাসাগর মেলা প্লাস্টিকমুক্ত করতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র তৈরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাগর: আসছে বছর গঙ্গাসাগর মেলার কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই বিভিন্ন কাজের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। প্লাস্টিক মুক্ত মেলা গড়তে এবারেও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে রুদ্রনগর পঞ্চায়েতে একটি 'প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা' কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। মেলার সময়ে সব প্লাস্টিক বর্জ্য এই কেন্দ্রেই নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যদিকে, সাগর ব্লকজুড়ে ১২০ মাইক্রনের নীচে সব প্লাস্টিক ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। প্রতিটি পঞ্চায়েতের একটি করে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রও তৈরি করা হয়েছে। প্লাস্টিক ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার কথা স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী ও তীর্থযাত্রীদের মধ্যেও ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ব্লকের ৯টি পঞ্চায়েতেই জারি থাকবে এই নিষেধাজ্ঞা।

ইতিমধ্যেই ব্লক প্রশাসনের তরফে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রায় বিভিন্ন বাজার ঘুরে ব্যবসায়ীদেরকে ১২০ মাইক্রনের নিচে প্লাস্টিক ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। বিডিও কানাইয়া কুমার বলেন, 'আমাদের ব্লকে ঘোড়ামারা দ্বীপে ইতিমধ্যেই ১২০ মাইক্রনের কম প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে পেরেছি। এই মডেলকে সামনে রেখে গোটা ব্লকজুড়েই আমরা কাজ করব। তবে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং ক্রেতারা কোনও সমস্যায় পড়বেন না। সারা বছর ধরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা যে বিকল্প ব্যাগ তৈরি করেন, সেগুলোর জোগান আরও বাড়ানো হবে।'

গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: জাতীয় সড়কে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত দু'জনকে বৃহস্পতিবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে গুসকরা ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম বিপন রায় ও রাজেশ সাউ। তাদের বাড়ি গুসকরা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমান বোলপুর ২বি জাতীয় সড়কের পিচকুড়ি মোড় এলাকায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে এই মাসের ২০ তারিখ গভীর রাতে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী জড়ো হয়। তখন গোপনসূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে হানা দিয়ে একজন দুষ্কৃতীকে ধরে ফেললেও বাকিরা ছুটে পালিয়ে যায়। তারপর বৃহস্পতিবার গোপালিগ্রাম মোড় এলাকা থেকে বিপন রায় ও রাজেশ সাউকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশের দাবি, ধৃতরা পুলিশি জেরায় স্বীকার করে এই কেসে তারাও জড়িত ছিল।

মন্ত্রী বেচারাম মান্নার নেতৃত্বে সাবওয়ের দাবিতে বিক্ষোভ, ধর্না ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বৃহস্পতিবার সিঙ্গুর বিধানসভার অন্তর্গত চন্ডীতলা ২নং ব্লকের পাঁচঘরা অঞ্চলের ওপর হাওড়া বর্ধমানের কর্ডলাইনের ওপর অবস্থিত ১৬ নম্বর ও ১৭ নম্বর ২০ নম্বর রেলগেটে। উপরোক্ত রেললাইনগুলোর ওপর উড়ালপুল অথবা সাবওয়ের দাবিতে ১৬ নম্বর ও ২০নম্বর রেলগেটের ওপরে বৃহস্পতিবার ইং ২২/০৮/ ২৪ তারিখ সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভ ও গণস্বাক্ষর অভিযান তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে কৃষ্টি গ্রামের মানুষকে নিয়ে আন্দোলন চলছে। আগে রেলমন্ত্রীসহ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার হাওড়া ডিভিশনের (ডিআরএম) ম্যানেজারকে বিভিন্ন সময় আবেদন নিবেদন করা হয়েছে কিন্তু রেল কোনও রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বৃহস্পতিবার দুটি জায়গায় অবস্থান বিক্ষোভ ও গণস্বাক্ষর অভিযান এবং আন্দোলন চলছে এই কর্মসূচিতে বিপুল সাড়া মিলেছে। এই কর্মসূচি নেতৃত্বে মন্ত্রী বেচারাম মান্না, ড. অলীক আদক, জয়দেব রক্ষিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহ সভাপতি শ্রীকুমার কুমুদ দাস জেলা পরিষদের সদস্য ইন্দ্র ভট্টাচার্য্য (সেন) পাঁচঘরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, সঞ্চালক, সদস্য ও সদস্যগণ। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'আমরা এই আন্দোলন বিক্ষোভ করতে বাধ্য হয়েছি তার কারণ বিশেষ কিছু রেলগেট আছে সেখানে সাবওয়ে নেই যেমন পাঁচঘরা দুটো রেলগেট বেগমপুর এ রেলগেট সিঙ্গুরের শ্যামপুরের রেলগেট এইসব রেলগেট সাবওয়ে তৈরি করার জন্য অনেকদিন আগেই আমরা রেলগেটে র সমস্যার জন্য রেলকে জানিয়েছিলাম। ডিআরএমকে বলেছিলাম জেনারেল ম্যানেজারকে বলেছিলাম। যেটা পূর্ব রেল এছাড়া রেলবোর্ডকেও বলেছিলাম। কিন্তু তারা কোন সাড়া দেয়নি। অথচ এই রেলগেটগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ একবার গেট পড়লে ৪০ মিনিট ৪৫ মিনিট রোগী নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স আটকে থাকে ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার হলে দেরিতে পৌঁছায় সেইসব জানিয়ে রেলকে আমরা বার্তা দিয়েছিলাম রেল শুনেও শোনেনি কোনও সাড়া দেয়নি অবশেষে আবারও সাধারণ মানুষকে পাশে নিয়ে আমরা সাবওয়ে ও ওভারব্রিজের দাবিতে এই আন্দোলন ধর্না বিক্ষোভ চলছে সারাদিন ধরে এতে কাজ না হলে ভবিষ্যতে আন্দোলন আরও বাড়তে পারে এবং জনগণের গণস্বাক্ষর নেওয়া হচ্ছে।'

PUBLIC NOTICE

Adorable Trading Pvt. Ltd. has purchased 07.50 dec. of land in Mouza Satghoria, comprised in L.R. Dag No. 20 under Khatian No. 694 from Mira Denvia registered Sale Deed No. 00742/2014, dated 25/02/2014 executed by Smt. Mithu Mal by virtue of registered the Power of Attorney, being No. 00487/2013, dated 25/10/2013. Now we have applied for Mutation of above-mentioned land. Any objections should be reported to BL & LRO, Panchla, Howrah, within 30 days.

PUBLIC NOTICE

Bindal Vanijya Pvt. Ltd. has purchased 57 dec. of land in Mouza Paniara, comprised in L.R. Dag Nos. 1112, 1113 & 1136 under Khatian Nos. 33, 1065, 1311, 385, 572, 869 from Smt. Saraswati Khan, Sri Ganesh Chandra Khan, Sri Haradhan Khan, Sri Kanai Lal Khan, Sri Krishna Kanta Khan, Smt. Pratima Das (Khan), Smt. Asta Rani Das (Khan) @ Bula Das via registered Sale Deed No. 00813/2011, dated 21/01/2011 executed by Sri Umapada Khan by virtue of registered the Power of Attorney, being No. 00537/2010, dated 28/12/2010. Now we have applied for Mutation of above-mentioned land. Any objections should be reported to BL & LRO, Panchla, Howrah, within 30 days.

PUBLIC NOTICE

Bindal Vanijya Pvt. Ltd. has purchased 26 dec. of land in Mouza Paniara, comprised in L.R. Dag Nos. 1136 & 1137 under Khatian Nos. 33, 1065, 1311, 385, 572, 869 from Smt. Malabika Khan, Smt. Mousumi Manna, Smt. Manisha Ray & Miss Madhumita Khan via registered Sale Deed No. 00471/2011, dated 29/01/2011 executed by Sri. Arindam Khan by virtue of registered the Power of Attorney, being No. 00542/2010, dated 29/12/2010. Now we have applied for Mutation of above-mentioned land. Any objections should be reported to BL & LRO, Panchla, Howrah, within 30 days.

PUBLIC NOTICE

Adorable Trading Pvt. Ltd. has purchased 13 dec. & 34.25 dec. of land in Mouza Paniara & Satghoria, comprised in L.R. Dag Nos. 1167, 1104, 247, 261, 276, 268 under Khatian Nos. 35, 198, 1367, 1714, 1715, 72, 78, 263, 264, 365 from Sri Saket Gupta, Sri Anand Kumar Gupta, Sri Sanjay Kumar Gupta, Sri Pramod Kumar Gupta via registered Sale Deed No. 1220/2014, dated 24/03/2014 & 1221/2014, dated 24/03/2014 executed by Sri Rakesh Gupta @ Rakesh Kumar Gupta by virtue of registered the Power of Attorney, being No. 0637/2012, dated 09/11/2012. Now we have applied for Mutation of above-mentioned land. Any objections should be reported to BL & LRO, Panchla, Howrah, within 30 days.

PUBLIC NOTICE

Jindal India Metals Ltd. has purchased 43 dec. & 16 dec. of land in Mouza Paniara, comprised in L.R. Dag No. 913 & 925 under Khatian No. 516 & 910 from Sri Ranjan Jati, Sri Nishikanta Jati, Smt. Abha Jati, Smt. Laxmi Mondal, Smt. Bibha Malik, Sri Indranath Jati, Smt. Kaberi Jati, Smt. Ranu Jati, Smt. Banani Manna, Smt. Keya Kanrar, Smt. Ketaki Mai, Smt. Supriti Jati, Smt. Bithi Jati, Smt. Alaka Maiti (Jati), Smt. Dipali Sarkar, Smt. Chinta Roy (Jati), In Majumdar (Jati) via registered Sale Deed No. 1646/2024dated 15/03/2024 & 1590/2024 dated 13/03/2024, both are executed by Sri Ranjan Jati by virtue of registered the Power of Attorney, being No. 1521/2024, dated 11/03/2023 & 1522/2024 dated 11/03/2024. Now we have applied for Mutation of above-mentioned land. Any objections should be reported to BL & LRO, Panchla, Howrah, within 30 days.

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
টপলাইন কমোডিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	টপলাইন কমোডিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৯.০৩.১৯৯৩
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং	U67120WB1993PTC058327
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	**রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা** - ২, ব্রাবোর্ন রোড, ৭ম তল কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০০১ **ফ্যাক্টরি ঠিকানা** - ডি-৩/১৬২, ১৬৩ এবং ১৭২, জিআইডিসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট দহেজ-৩, জেলা- ভারুচ, গুজরাত - ৩৯২১৩০ **দিল্লি অফিস ঠিকানা** - ৫৯৫১, ব্লক - ৩, লেন নং ৪, হরধিয়ান সিং রোড দেব নগর, কারোল বাগ, নিউ দিল্লি - ১১০০০৫
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	২০.০৮.২০২৪
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৬.০২.২০২৫
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**অভিষেক গুপ্তা** আইপি রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯১ avishek@optimusresolution.net
১০.	অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	**topline.cirp@gmail.com** সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৯১
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৩.০৯.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Weblink:https://www.ibbi.gov.in/en/home/downloads প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে মেসার্স টপলাইন কমোডিটিজি প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ২০.০৮.২০২৪ তারিখে।
মেসার্স টপলাইন কমোডিটিজি প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৩.০৯.২০২৪ তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে। আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

স্বা/-
অভিষেক গুপ্তা
আইপি রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499
তারিখ : ২৩.০৮.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড

CIN: L45209WB1924PLC004969
রেজি অফিস: 'সিমপ্লেক্স হাউস', ২৭, শেক্সপিয়র সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন: (৯১ ০৩৩) ২৩০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৯ ১৪৬৮
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com | www.simplexinfra.com

১০৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য অবহিতকরণ

১. সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেডের ("কোম্পানি") এর ১০৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ("এজিএম/মিটিং") **২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শনিবার দুপুর ২টায়** ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি')/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে সংস্থা আইন, ২০১৩ এবং এর অধীন প্রণীত বিধিগুলির প্রযোজ্য বিধিগুলির, সহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে পরিচিত) জারি করা এবং সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") সহ পঠিত সেবি সার্কুলার তারিখ ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং ৭ অক্টোবর ২০২৩-এর সম্মতিতে সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত। সদস্যরা কেবল ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমের অংশে নিতে এবং যোগদান করতে পারবেন, সভার নোটিসে কোম্পানির দ্বারা সরবরাহ করা হবে সেই বিশদ বিবরণ। ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে সভায় অংশ নেওয়া সদস্যদের সংস্থা আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের গণনা করার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

২. ৩১ মার্চ ২০২৪ সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবৃতি এবং অন্যান্য বিবিধ প্রতিবেদনের সম্বলিত কোম্পানির এজিএম এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ, কেবলমাত্র সেই সদস্যদের ইমেলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হবে যাদের ইমেল ঠিকানা সংস্থায় নিবন্ধিত রয়েছে বা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে। পূর্বোক্ত নথিগুলো কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.simplexinfra.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com, www.nseindia.com, www.cse-india.com** এবং এনএসডিএলের ওয়েবসাইট **www.evotingnsdl.com** তেও উপলব্ধ থাকবে।

৩. ফিজিক্যাল মোডে অংশীদারদের যারা এখনও তাদের ই-মেইল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত/আপডেট করেনি তাদের নিম্নলিখিত নথিগুলির স্ক্যানকৃত অনুলিপিগুলি ইমেল মাধ্যমে প্রেরণ করে নিবন্ধিত/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে **secretarial.legal@simplexinfra.com** -তে বার্ষিক প্রতিবেদন গ্রহণ করতে ইলেকট্রনিকভাবে এবং ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে
১. নাম, ঠিকানা উল্লেখ স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র। ফোলিও নং, মোবাইল নম্বর এবং সদস্যের ইমেল-আইডি;
২. শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে) এবং প্যানকার্ডের স্ব-সত্যায়িত অনুলিপি;
৩. কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যে কোনও ঠিকানা প্রমাণের (যেমন আধার, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট ইত্যাদি) স্ব-প্রত্যায়িত অনুলিপি।

৪. ডিজিটালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হয় যে তারা তাদের ডিমেট অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধিত/আপডেট করার জন্য ।

৫. **ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি:**
এজিএমের নোটিসে বর্ণিত সকল রেজোলিউশনে তার সকল সদস্যকে ভোট দেওয়ার জন্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ('এনএসডিএল') এর রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা ('রিমোট ই-ভোটিং') সরবরাহ করবে বলে কোম্পানি সন্তুষ্ট। অধিকন্তু, সংস্থাটি সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদান করবে, যে সমস্ত সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে রেজুলেশনগুলিতে ভোট দেয়নি তাদের জন্য এজিএম চলাকালীন/এজিএম এর রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের বিশদ পদ্ধতি নোটিসে সরবরাহ করা হবে। বিশদটি কোম্পানির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।
ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন শংসাপত্রগুলি ইমেলের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে উপলব্ধ করা হবে। যেসব সদস্য ইমেল গ্রহণ করেন না বা যাদের ইমেল ঠিকানাগুলি সংস্থা/ডিপোজিটরি অংশগ্রহনকারীদের সাথে নিবন্ধভুক্ত নয় তারা এজিএমের নোটিসে এর প্রদত্ত নির্দেশাবলী অনুসরণ করে লগইন শংসাপত্র তৈরি করতে পারেন। একই পরিচয়পত্র ভিসি/ওএভিএম মাধ্যমে এজিএম যোগ দিতে ব্যবহৃত হতে পারে।
উপরের তথ্যটি কোম্পানির সমস্ত সদস্যের তথ্য দেওয়া এবং উপকারের জন্য জারি করা হচ্ছে এবং এমসিএ এবং সেবি বিজ্ঞপ্তিগুলির সাথে সম্মতিযুক্ত।

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি.এল. বাজোরিয়া
সিনিঃ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান : কলকাতা
তারিখ: ২২ আগস্ট, ২০২৪

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | এলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩ ই-মেল **Z715@indianbank.co.in**

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১১.০৯.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টের মধ্যে** প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের কাছ থেকে।

ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত সম্পত্তির অবস্থান	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
ক) **শ্রী অনুপম দাস (ঋণগ্রহীতা)**,পিতা প্রয়াত রণধীর দাস, নাইতি রোড, ছোট বহেরা, পো : বেরা বহেরা,নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৪৬, পব। **শ্রী রাজীব দাস (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত রণধীর দাস নাইতি রোড, ছোট বহেরা, পো : বেরা বহেরা,নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৪৬, পব। **শ্রীমতি পাম্পি দাস (জামিনদাতা)**, স্বামী শ্রী অনুপম দাস, নাইতি রোড, ছোট বহেরা, পো : বেরা বহেরা, নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৪৬, পব। **শ্রীমতি শম্পা দাস (জামিনদাতা)**, স্বামী শ্রী রাজীব দাস, নাইতি রোড, ছোট বহেরা, পো : বেরা বহেরা,নবগ্রাম, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৪৬, পব। খ) **শাখা : কোন্নগর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৭০ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) , ঢাকা এরিয়া ৬৪২ বর্গফুট কমবেশি ফ্ল্যাট নং বি, ৪র্থতলে, "ঝিনুক অ্যাপার্টমেন্ট" ভবনে, জেএল নং ৬, মৌজা : খোরদোবহেরা, আরএস দাগ নং ১৭৭ এবং ১৭৪, সিএস দাগ নং ২১৯, এলআর দাগ নং ১০৭১, আরএস খতিয়ান নং ৭৪ এবং ৭৫, এলআর খতিয়ান নং ৬০/১, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, প্রেমিসেস নং ২৩, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ২১৯০-২০১৫ সালের তারিখ ২৬.০৩.২০১৫, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ৬৪৮১ থেকে ৬৪৯৮, স্বত্বাধিকারী অনুপম দাস এবং রাজীব দাস।	**১৮২৪৭৬৭.০০ টাকা** (আঠার লাখ চব্বিশ হাজার সাতশ সাতষট্টি টাকা)	ক) **১১,২৫,০০০ টাকা** খ) **১,১২,৫০০ টাকা** গ) **১০,০০০ টাকা** ঘ) **IDIB50272032847** ঙ) **আমাদের জ্ঞাত নয়** চ) **স্বত্ব দখলীকৃত**

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন https://www.ebkray.in এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

কিউআর কোড

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-নিলাম ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ভিডিও	সম্পত্তির ফটো

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মো: ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫) ২. বিশ্বজিৎ বৈদ্য, শাখা প্রবন্ধক (মো : ৮৪৭৩৮২৯৯৫২)

তারিখ : ২৩.০৮.২০২৪, স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN : L27102WB1999PLC089755
রেজি অফিস : ৫, বেন্টিক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : + ৯১-৩৩-২২৪৮৯৮০৮, ফ্যাক্স : + ৯১-৩৩-২২৪৩০০২১
ওয়েবসাইট : www.jaibalajigroup.com ই-মেল: jaibalaji@jaibaljigroup.com

২৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ-এর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যগণের পঁচিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে বেলা ১২.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) /অন্যান্য অডিও -ভিসুয়াল মিনস (ওএভিএম) সুবিধা সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) কর্তৃক প্রদত্ত মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারগণের শারীরিক উপস্থিতি ব্যতীত একটি সাধারণ স্থানে, সংশ্লিষ্ট ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (আইন) সংস্থান এবং তৎসহ পঠিত জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক (এমসিএ) জারি করা তৎসহ পঠিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমসিএ কর্তৃক জারিকরা পূর্বের সার্কুলারগুলি (যৌথভাবে 'এমসিএ সার্কুলারগুলি' হিসেবে উল্লিখিত) এবং সার্কুলার সেবি/এইচও/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৩/১৬৭ তারিখ ৭ অক্টোবর ২০২৩ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি) কর্তৃক জারি করা এবং তৎসহ পঠিত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেবি কর্তৃক জারি করা (যৌথভাবে "সেবি সার্কুলারগুলি" হিসেবে উল্লিখিত) অনুযায়ী এজিএম আহ্বায়ক নোটিশে উল্লিখিত বিষয় সমূহ সম্পাদনের জন্য ।

এই আইনের সাথে সম্মতিতে, এর অধীন প্রণীত বিধিগুলি এবং উপরোক্ত পরিপত্রগুলি অনুযায়ী, ২৫তম এজিএম নোটিসের ইলেক্ট্রনিক অনুলিপি ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সমস্ত সদস্যকে পাঠানো হচ্ছে যাদের ইমেল ঠিকানা সংস্থা / রেজিস্ট্রার এন্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস এর সাথে নিবন্ধিত। এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ আর্থিক বছর ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদনটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.jaibalajigroup.com,** স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের ওয়েবসাইট অর্থাৎ ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং সিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট যথাক্রমে **https://www.nseindia.com** এবং **https://www.bseindia.com** -তে, এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের (সিডিএসএল) ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** তে উপলব্ধ।

যে সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা সরবরাহ করেননি তারা এজিএমের নোটিস এবং আর্থিক বছর ২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেতে সক্ষম হবেন না। সুতরাং, যে সমস্ত সদস্যরা নিজের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি তাদের মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ তলা, কলকাতা-৭০০০০১, কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) বা ডিপি বা কোম্পানির কাছে অনুরোধ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। নিবন্ধটি নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি নীচে উল্লেখ করা হয়েছে: শারীরিক আকারে অংশীদাররা নিম্নলিখিত বিবরণের সাথে **mdpldc@yahoo.com / jaibalaji@jaibalajigroup.com** তে একটি ইমেল অনুরোধ প্রেরণ করতে পারেন - একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র তাদের নাম উল্লেখ করে, ফোলিও নং, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নং, প্যান (প্যান কার্ডের স্বীকৃত কপি সহ) (খ) ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণকারী সদস্যগণ তাদের নিজ নিজ আমানতকারী অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর সাথে ইমেল আইডি নিবন্ধন করতে পারবেন।

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে আরও তথ্য/স্পষ্টতার জন্য সদস্যরা উপরের উল্লিখিত ঠিকানা / ই-মেইলে কোম্পানি / কোম্পানির আরটিএ-তে চিঠি লিখতে পারবেন।

সদস্যরা কেবল ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম তে অংশ নিতে এবং যোগদান করতে পারবেন, এজিএম-এর নোটিসে সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণ দেওয়া আছে। ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে অংশ নেওয়া সদস্যদের সংস্থা আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটদান এবং ই-ভোটদানের জন্য নির্দেশ:

- কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধানাবলী মেনে চলা সংস্থাগুলির সংশোধিত হিসাবে কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি ২০১৪ এর বিধি ২০ এবং সেবি- (লিস্টিং অব্লিগেশনস এন্ড ডিসক্লোজার রিকুইরেমেন্টস) এর ৪৪ ধারা বিধিমালা, ২০১৫, এজিএম-এ পাস করার প্রস্তাবিত রেজোলিউশনগুলিতে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য, সংস্থা তার সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করে সন্তুষ্ট। **শুক্রবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কাট-অফের তারিখ** অনুযায়ী ফিজিক্যাল বা ডিজিটালাইজড মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা **www.evotingindia.com** -তে সিডিএসএলের বৈদ্যুতিন ভোটদানের মাধ্যমে বৈদ্যুতিনভাবে ভোট দিতে পারবেন।
- যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা কাট-অফ তারিখ অনুসারে ডিপোজিটরিগুলি দ্বারা পরিচালিত সুবিধাজনক মালিকদের নিবন্ধে লিপিবদ্ধ রয়েছে কেবলমাত্র রিমোট ই-ভোটদানের সুবিধা গ্রহণের জন্য বা অংশগ্রহণ এবং ভোটদানের অধিকারী হইবে এজিএমে।
- ভোটাধিকারগুলি সদস্যদের দ্বারা কাট-অফ তারিখ হিসাবে, অর্থাৎ **শুক্রবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** অনুসারে ইকুইটি শেয়ারের অনুপাতে থাকবে।
- নিম্নলিখিত সময় রিমোট ই-ভোটিং ভোটদানের সুবিধা উপলব্ধ হবে:
ক) ই-ভোটিংয়ের শুরু **মঙ্গলবার ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকাল ১০:০০ টা থেকে**
খ) ই-ভোটিংয়ের সমাপ্তি **বৃহস্পতিবার ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত**

এরপরে রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা ভোটদানের জন্য অক্ষম করা হবে। রেজুলেশন-এ ভোট একবার সদস্য দ্বারা দেওয়া হয়ে গেলে সদস্য পরবর্তী সময়ে এটি সংশোধন করতে পারবে না।

- যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **শুক্রবার, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** -এর আগে শেয়ার অর্জন করেছেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণের পরে সংস্থার সদস্য হন, তিনি ইলেকট্রনিক উপায়ে রিমোট ই-ভোটদানের জন্য ইউজার-আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড "**mdpldc@yahoo.com**" এ তাদের ফোলিও নং / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি উল্লেখ করে একটি অনুরোধ প্রেরণ করে। তবে যদি ব্যক্তিটি ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য আরটিএতে নিবন্ধভুক্ত থাকে তবে বিদ্যমান ইউজার-আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোট দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
কাট-অফ তারিখ হিসাবে সদস্য না থাকা কোনও ব্যক্তিকে কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিটি ব্যবহার করা উচিত।
- এজিএম-এ যোগদানকারী সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট(গুলি) দেয়নি তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে, যে সদস্যরা ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি / ওএভিএমের মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন তবে তারা সভায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবে না।
- ইলেক্ট্রনিক ভোটিংয়ের পদ্ধতি এজিএমের নোটিশে এবং সিডিএসএল দ্বারা সদস্যদের পাঠানো ই-মেইলে পাওয়া যাবে। ই-ভোটদান সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে সিডিএসএল ওয়েবসাইট **www.evotingindia.com** এর ই-ভোটিং সহায়তা বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য অনুগ্রহ করে ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল পড়ুন বা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** তে লিখুন ।
- এজিএম এর আগে বা সময়কালে যে সমস্ত সদস্যের সহায়তা প্রয়োজন তারা পারেন
ক) **www.evotingindia.com** এ উপলব্ধ ফ্রিকোয়েন্টলি আক্সড কোয়েশ্চেন (FAQs) দেখুন
খ) **hepdesk.evoting@cdslindia.com** -তে একটি ইমেল প্রেরণ করুন
গ) যোগাযোগ ১৮০০ ২১ ০৯৯১১

সদস্যদের জিজ্ঞাসা/অভিযোগগুলির সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত যোগাযোগের বিশদটি নোট করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে শ্রী রাকেশ দলভী, সিনি. ম্যানেজার, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল), এ উইং, ২৬ তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফাতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এনএম জোশী মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই - ৪০০০১৩, বা ইমেল পাঠান **helpdesk.evoting@cdslindia.com** -তে অথবা নিঃশুল্ক ১৮০০ - ২১-০৯৯১১-তে কল করুন।

সদস্যদের বিজ্ঞপ্তিটি মনোযোগ সহকারে পড়তে এবং বিশেষত এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী, রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কোম্পানী (ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ এর বিধি ১০ এর অধীনে পঠিত কোম্পানীজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে নোটিস দেওয়া হয়েছে যে কোম্পানির সদস্য এবং শেয়ার স্থানান্তর বইয়ের নিবন্ধন **শনিবার ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪** (উভয়দিন সহ) বন্ধ থাকবে উপরে বর্ণিত এজিএমের উদ্দেশ্যে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২ আগস্ট ২০২৪
জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অজয় কুমার তাঁতিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

KCI
রেজিস্টার্ড অফিস : "কেসিআই প্লাজা" ২৩সি, আশুতোষ চৌধুরি এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০১৯
ফোন: (০৩৩) ৪০৩১ ৩২০০, CIN: L24110WB1960PLC024910
ই-মেল : investor@kanoriachem.com ওয়েবসাইট : www.kanoriachem.com

৬৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হল যে কোম্পানির ৬৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্স (ভিসি)/অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম) মাধ্যমে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর প্রযোজ্য বিধান এবং সেবি (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ ("লিস্টিং রেগুলেশনস") এর অধীনে প্রণীত নিয়মগুলির সাথে সম্মতিতে) এবং ১৩ জানুয়ারী ২০২১ তারিখের সার্কুলার নং ২/২০২১, সার্কুলার নং. ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ০২/২০২২ এবং ১০/২০২২ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে ২০২০, ৫ মে ২০২২ এবং ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ (একত্রে "এমসিএ সার্কুলার" হিসাবে উল্লেখ করা হয়) এবং এছাড়াও সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 তারিখ ১৫ জানুয়ারী ২০২১ এর সাথে পড়ুন। সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 এবং SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CIR/2023/4 তারিখ ১২ মে ২০২০, ১৩ মে ২০২২ এবং ৫ জানুয়ারী, ২০২৩, যথাক্রমে ("সেবি সার্কুলার"), সাধারণ ভেন্যুতে সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই এজিএমের নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসাগুলি লেনদেন করার জন্য।

উপরে উল্লিখিত সার্কুলারগুলির সাথে সম্মতিতে, ৬৪ তম এজিএম এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন ২২ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে কোম্পানির সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত হয়েছে কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) এর সাথে। ৬৪তম এজিএমের বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরের জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবলিংক https://www.kanoriachem.com/investors/ এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় যথাক্রমে www.nseindia.com এবং বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ("এনএসডিএল") ওয়েবসাইটে www.evoting.nsdl.com

সদস্যরা, যারা তাদের ইমেল ঠিকানা (ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের সহ) কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন করেননি, তাদের নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এই বিজ্ঞাপনের পরিষেবার ৩ দিনের মধ্যে এটি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-ভোটিং-এর জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন এবং লগইন বিশদ পাওয়ার জন্য তাদের ইমেল ঠিকানা-

ক) শেয়ারগুলি ফিজিক্যাল মোডে রাখা হলে, অনুগ্রহ করে ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার শংসাপত্রের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) নিবন্ধক ও স্থানান্তর এজেন্টকে ইমেলের মাধ্যমে, সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রা. লিমিটেড rta@cbmsl.com এ পাঠাতে পারেন।
খ) শেয়ারগুলি ডিম্যাট মোডে রাখা হলে, অনুগ্রহ করে ডিপিআইডি-সিএলআইডি (১৬ সংখ্যার ডিপিআইডি + সিএলআইডি বা ১৬ সংখ্যার সুবিধাভোগী আইডি), নাম, ক্লায়েন্ট মাস্টার বা একত্রিত অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টের অনুলিপি, প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) প্রদান করুন rta@cbmsl.com-এ রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট, সি বি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রা. লিমিটেডের কাছে।

আইনের ১০৮ ধারার বিধানগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে এর অধীনে প্রণীত বিধিগুলি, সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস - ২ সাধারণ সভাগুলিতে এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত তালিকা প্রবিধানের প্রবিধান ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি সদস্যদের একটি সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট। রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম চলাকালীন ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ৬৪তম এজিএমে পাসের প্রস্তাবিত রেজুলেশনগুলিতে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করা। এজিএম নোটিশে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণ এবং রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কোম্পানি দূরবর্তী ই-ভোটিং, ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণ এবং এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য সংস্থা হিসাবে এনএসডিএল-কে নিযুক্ত করেছে।

যে সদস্যদের নাম কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে বা ডিপোজিটরিদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে দেখা যায়, অর্থাৎ সোমবার, **৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪**, তারা শুধুমাত্র দূরবর্তী ই-এর মাধ্যমে উপস্থিত থাকার এবং ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। এজিএমে ভোটিং এবং ই-ভোটিং সিস্টেম। যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পরে এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ সোমবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে কোম্পানির সদস্য হন, সে প্রেরণের মাধ্যমে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারে evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ যাইহোক, যদি তিনি/তিনি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হয়ে থাকেন তবে ভোট দেওয়ার জন্য তিনি/তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএম নোটিশটি সেই অনুযায়ী বিবেচনা করা উচিত।

সদস্যদের তাদের দূরবর্তী ই-ভোটিং শংসাপত্র ব্যবহার করে শেয়ারহোল্ডার/সদস্য লগইন করার অধীনে https: //www.evoting.nsdl.com-এ লগইন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সদস্যরা সভা শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের ১৫ মিনিট আগে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগ দিতে পারেন।

দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং রবিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখ বিকেল ৫টায় শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি এনএসডিএল এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য নিষ্ক্রিয় করবে। ই-ভোটিংয়ের সুবিধাটিও এজিএম-এ উপলব্ধ করা হবে যাতে সভায় উপস্থিত সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি, মিটিংয়ে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারেন। যেসব সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা এজিএম-এ যোগদানের জন্য যোগ্য হবেন; যাইহোক, তারা সভায় ভোট দেওয়ার যোগ্য হবে না।

সদস্যদের এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত সমস্ত নোট এবং বিশেষ করে, এজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী, এজিএম চলাকালীন দূরবর্তী ই-ভোটিং/ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এজিএমের আগে বা চলাকালীন যে সদস্যদের কোনো সহায়তার প্রয়োজন তারা টোল ফ্রি নম্বরে কল করতে পারেন ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ এবং বা evoting@nsdl.com-এ শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে, সিনিয়র ম্যানেজারকে একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

কানোরিয়া কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর পক্ষে
নেহা সরাফ
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং : **ACS 27024**
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২ আগস্ট ২০২৪

শীর্ষ আদালতের আর্জিতে কর্মবিরতি প্রত্যাহার এইমসের চিকিৎসকদের

নয়াদিল্লি, ২২ অগস্ট: সুপ্রিম কোর্টের আর্জির পরই সিদ্ধান্ত বদল। টানা এগারোদিন পর কর্মবিরতি প্রত্যাহার করলেন দিল্লির এইমসের চিকিৎসকরা। বৃহস্পতিবার আবাসিক চিকিৎসকদের সংগঠনের তরফে জানানো হয়, 'রোগীদের সেবা করাই প্রথম শর্ত। তাই সুপ্রিম কোর্টের আর্জির পরই কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত।' এইমস ছাড়াও দিল্লির রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালের চিকিৎসকরাও কর্মবিরতি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

গত ৮ অগস্ট, নাইট শিফট করেন আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসক। ওই রাতে তাঁকে ধর্ষণ করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। পরদিন সকালে হাসপাতালের সেমিনার হল থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। সেই সময় প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়। গোটা শরীরে একাধিক ক্ষতচিহ্ন। এই ঘটনার পর থেকে প্রতিবাদ সরব গোটা দেশ। চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ রেখে কর্মবিরতিতে শামিল চিকিৎসকরা। কলকাতার ঘটনার প্রতিবাদে সরব হন দিল্লির এইমসের চিকিৎসকরাও। বৃহস্পতিবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মামলার দ্বিতীয় শুনানিতে আরও একবার চিকিৎসকদের কাজে ফেরার আর্জি জানান প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, '১৩ দিন ধরে এইমসের চিকিৎসকেরা কাজ করছেন না। তাঁদের বলব, দয়া করে কাজে ফিরুন। আপনাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না আমরা তা নিশ্চিত করব।' সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রককে একটি পোর্টাল খুলতে বলা হয়েছে। সেখানে পরামর্শ জানানো যাবে। বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসক, পড়ুয়াদের পরামর্শ শুনবে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স। গত মঙ্গলবারের শুনানিতে হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা কাঠামো ঢেলে সাজানোর নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তায় টাস্ক ফোর্স গঠন করার প্রস্তাব দেয় শীর্ষ আদালত। এর পরই কর্মবিরতি প্রত্যাহার করেন এইমসের চিকিৎসকরা।

রাস্তা থেকে অপহরণ করে চলন্ত গাড়িতে ধর্ষণ উত্তরপ্রদেশে

লখনউ, ২২ অগস্ট: কলকাতার আরজি কর-কাণ্ড, মহারাষ্ট্রের বদলাপুরের ঘটনায় যখন গোটা দেশে তোলপাড় চলছে, তার মধ্যেই উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসিতে এক কিশোরীকে অপহরণ করে চলন্ত গাড়িতে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার। ওই সকালে বাড়ির অদূরেই প্রাতঃকৃত্য সারতে গিয়েছিল কিশোরী। সেই কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তা থেকে তাকে অপহরণ করেন দুই যুবক। তার পর হাইওয়ে ধরে গাড়ি ছুটতে থাকে। চলন্ত গাড়িতেই কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। তার পর তাকে হাইওয়ের ধারে ফেলে রেখে চম্পট দেন অভিযুক্তেরা।

কিশোরী কোনও রকমে বাড়ি ফিরে বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানায়। তার পরই তাঁরা অভিযোগ দায়ের করেন। কিশোরীর মায়ের অভিযোগ, মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ শৌচকর্ম করতে বেরিয়েছিল তাঁদের কন্যা। রাস্তাতে তাকে জোর করে তুলে নিয়ে যান কয়েক জন। বাড়ি না ফেরায় তাঁরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বেশ কিছু ক্ষণ পরে কিশোরী বাড়ি ফিরে গোটা ঘটনাটি জানায়। তাকে চলন্ত গাড়িতে দু'জন ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কলকাতার আরকি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় যখন গোটা দেশ তোলপাড় চলছে, সেই সময় মহারাষ্ট্রের বদলাপুরে এক স্কুলে দুই পড়ুয়ার যৌন নিগ্রহে বিক্ষোভের আগুন ছড়ায়।

নিলামে এনএলএমসি-র ৪টি ফ্ল্যাট

নয়াদিল্লি, ২২ অগস্ট: ন্যাশনাল ল্যান্ড মনিটাইজেশন কর্পোরেশন কলকাতায় নিজেদের ৪টি ফ্ল্যাট বিক্রি করতে নিলামের আয়োজন করেছিল। ইচ্ছুক ক্রেতাদের নিয়ে এদিন কলকাতায় একটি মিটিংয়েরও আয়োজন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ১০০ শতাংশ ভারত সরকারের সংস্থা এনএমএলসি গলফ লিংক অ্যাপার্টমেন্টের ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এই নিলামের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এমনকি, ই-অকশনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল গত ২২ জুলাই তারিখে। যে চারটি ফ্ল্যাট নিলামে বিক্রি করা হবে সেগুলো ৮৫০ স্কোয়ার ফুট থেকে ১০২০ স্কোয়ার ফুটের। এই ফ্ল্যাটগুলোর দাম নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৩৭.৪ লাখ থেকে ৪৬.৮৪ লাখ টাকা।

মার্কিন মুলুকে ডেমোক্র্যাটদের জাতীয় সম্মেলনে 'বসুধৈব কুটুম্বকমে'র বার্তা

শিকাগো, ২২ অগস্ট: একটি রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠানে প্রেক্ষাগৃহে ধ্বনিত হল পবিত্র 'ওম শান্তি শান্তি' মন্ত্র। ভারতে নয়, শিকাগোয়। তাও আবার আমেরিকায় ক্ষমতাসীন দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলনের ঘটনা। এদিন ছিল ওই সম্মেলনের তৃতীয় দিন। শুরুতেই মেরিল্যান্ডের শিব-বিষ্ণু মন্দিরের পুরোহিত রাকেশ ভাট বৈদিক মন্ত্র পাঠ করলেন। ঈশ্বরের আশীর্বাদ চাইলেন গোটা দেশের মানুষের জন্যে। মার্কিন মুলুকে দাঁড়িয়ে 'বসুধৈব কুটুম্বকমে'র বার্তাও দিলেন।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে রাকেশ বলেন, আমাদের মধ্যে নীতিগত ভেদাভেদ থাকতে পারে, কিন্তু দেশের প্রশ্নে আমরা একতায় বিশ্বাসী। আরও বলেন, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। আসুন মিলিত ভাবে চিন্তা করি। আমাদের হৃদয় একসঙ্গে স্পন্দিত হোক। সবটাই সমাজের উন্নতিকল্পে। এই ভাবেই আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠি, যাতে করে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি এবং আমাদের জাতিকে গর্বিত করতে পারি। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে স্টেজ ছাড়ার আগে রাকেশ সমস্ত আমেরিকাবাসীর উদ্দেশে বার্তা দেন, বসুধৈব কুটুম্বকমে বিশ্বাসী হতে হবে। সব শেষে ওম শান্তি শান্তি শান্তি ধ্বনি উঠল শিকাগোর প্রেক্ষাগৃহে।

বলা বাহুল্য কোনও রাজনৈতিক দলের জাতীয় সম্মেলনে এমন ঘটনা নজিরবিহীন। আমেরিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের মন পেতেই যে পুরোহিত রাকেশের দ্বারস্থ ডেমোক্র্যাটরা তা বলা বাহুল্য। কিন্তু কে এই রাকেশ ভাট? তিনি মাধওয়া সম্প্রদায়ের পুরোহিত। বেশ কয়েক বছর আগে আমেরিকা পাড়ি দেন।

'ক্রিএট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ - সিজন ১' লাঞ্চ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়া দিল্লী: কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব 'ক্রিএট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ - সিজন ১' লাঞ্চ করলেন। তিনি বললেন যে নির্মাতাদের অর্থনীতি, আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং জীবনধারা প্রদর্শনের একটি চমৎকার হাতিয়ার আছে। সরকার একটি বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় এবং সুযোগ-সুবিধা স্থাপনে কাজ করছে যা নির্মাতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। ফিল্ম সেক্টরে নতুন প্রযুক্তি এবং সরঞ্জাম ব্যবহারের বিশাল সুযোগ, যার থেকে ২-৩ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সম্ভব হবে।

অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ বিশ্ব অডিও ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সামিট (ভেবস)-এর জন্য 'ক্রিএট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ - সিজন ১'এর অংশ হিসেবে ২৫টি চ্যালেঞ্জ চালু করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে বৈষ্ণব বলেছেন যে আজকের লঞ্চ আমাদের ক্রমবর্ধমান এবং বিকশিত অর্থনীতির প্রতিফলন। একটি সম্পূর্ণ নতুন স্রষ্টা অর্থনীতি তৈরি করা হয়েছে এবং এটি ভারতের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বীকৃতও হয়েছে যা ২০২৪ সালের মার্চ মাসে তাঁর দ্বারা উপস্থাপিত প্রথম জাতীয় ক্রিয়েটর পুরস্কারে প্রতিফলিত হয়েছে।

এই অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে নির্মাতাদের অর্থনীতি আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জীবনযাত্রা, যোগব্যায়াম, ঐতিহ্যগত ওষুধ ব্যবস্থা এবং আমাদের রান্নায় বৈচিত্র্য প্রদর্শনের জন্য একটি চমৎকার হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ভারত সরকার এই অর্থনীতিকে উৎসাহিত করতে কোনও কসরত ছাড়ছে না এবং তাই আমাদের এই সেক্টরে মেধা ও দক্ষতা বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

চলচ্চিত্র নির্মাণ আমাদের অন্যতম শক্তির উপর জোর দিয়ে অশ্বিনী বৈষ্ণব উল্লেখ করেন যে আজকের যুগে এই সেক্টরে নতুন প্রযুক্তি এবং সরঞ্জাম ব্যবহারের একটি বিশাল সুযোগ রয়েছে যার ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি ভাল সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। এটি অনুমান করা হয় যে সফলভাবে সম্পাদিত হলে, এই সেক্টরে ২-৩ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে।

একই সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে এই যাত্রায় আমাদের সমাজের ক্ষতি না হয় এবং দায়বদ্ধতা কেবল সরকারের নয়, সমাজ, শিল্প এবং আমাদের সকলেরও।

পোল্যান্ড সফরে নরেন্দ্র মোদি পোলিশ সংস্থাগুলিকে মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পে সামিল হতে অনুরোধ

ওয়ারশ, ২২ অগস্ট: ৪৫ বছর পরে পোল্যান্ড সফরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। সেখানে গিয়ে পোলিশ সংস্থাগুলোকে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পে সামিল হতে অনুরোধ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সঙ্গে সাফ বার্তা দিয়েছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। উল্লেখ্য, আগামী বছরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সভাপতিত্ব নেবে পোল্যান্ড। তার আগেই পোল্যান্ডে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ বন্ধের বার্তা দিলেন মোদি। বৃহস্পতিবার পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্কের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। তার পরে একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকেই পোলিশ বিনিয়োগকারীদের 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পে অংশ নিতে আহ্বান জানান মোদি। অন্যদিকে পোল্যান্ডের তরফে জানানো হয়, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আরও মজবুত করতে আগ্রহী তারা। সামরিক অস্ত্রশস্ত্র সংক্রান্ত বাণিজ্য নিয়েও দুই প্রধানমন্ত্রীর আলোচনা হয়েছে বলে জানান টাস্ক।

তবে যাবতীয় নজর ছিল মোদির যুদ্ধবিরোধী মন্তব্যের দিকেই। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, ২০২৫এর জানুয়ারিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সভাপতি হবে পোল্যান্ড।

মোদির পোল্যান্ড সফরেই সেদেশে জনপ্রিয় হল ভারতীয় খাবার

ওয়ারশ, ২১ অগস্ট: কোথাও দেদার বিকোচ্ছে মশলা ধোসা। কোথাও বা বাটার চিকেন, আমের লস্যি। এই ছবি ভারতের কোনও রেস্তোরাঁর নয়, সুদূর পোল্যান্ডের। যেখানে এই মুহূর্তে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দু'দিনের সফরে সেদেশে গিয়েছেন তিনি। যা নিয়ে বেজায় খুশি পোল্যান্ডের প্রবাসী ভারতীয়রা। যার ফলে সেই মুলুকে বিক্রি বেড়ে গিয়েছে সুস্বাদু ভারতীয় খাবারের। পোল্যান্ডের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহু ভারতীয় রেস্তোরাঁ। ভারতীয় দূতাবাসের তথ্য অনুযায়ী সংখ্যাটা কম করে ৪৫ হবে। যার মধ্যে কয়েক ডজন রয়েছে রাজধানী ওয়ারশতেই। সেগুলোতে ধোসা, বাটার চিকেনের মতো ভারতীয় মশলায় তৈরি খাবার খেতে ভিড় জমান অনেকে। তবে ভারতীয়রাই নন, এই খাবারের স্বাদ নিতে আসেন সেদেশের মানুষরাও। এখন সেখানেই রয়েছেন মোদি। ফলে আরও বেশি করে ভিড় বাড়ছে ওই সব রেস্তোরাঁয়।

অ্যানা মারিয়া রোজেক নামে পোল্যান্ডের এক নাগরিকের কথায়, আমি ধোসা খেতে খুবই ভালোবাসি। বিশেষ করে ওয়ারশর ইন্ডিয়া গেটের। ওটা একটা ভারতীয় রেস্তোরাঁ। আমি বহুবার চেন্নাই আর কেরলে গিয়েছি। ওখানকার খাবার খেয়েছি। এই খাবারগুলো মশলার স্বাদই আলাদা। ইন্ডিয়া গেট নামে ওই রেস্তোরাঁর মালিক চান্দুর জানিয়েছেন, ভারতীয় খাবারের প্রচুর চাহিদা রয়েছে এদেশে। আসলে ভারতীয় খাবারে এত রকমের মশলা ব্যবহার যা স্বাদকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। আর সেই টানেই পোল্যান্ডের মানুষ আমাদের এখানে আসেন। তাঁরা বাটার চিকেন, আমের লস্যিও খুব পছন্দ করেন।দ শুধু খাবার নয়, ভারতীয় সংস্কৃতিও পছন্দ করেন পোলিশরা।

বুধবার ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ ওয়ারশর বিমানবন্দরে অবতরণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদির বিমান। সেখানে তাঁকে উষ্ণ অভ্যার্থনা জানানো হয়। দীর্ঘ ৪৫ বছর পর প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর পা পড়ল সেদেশে। ভারত-পোল্যান্ড দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ৭০ বছর উদযাপন করবেন মোদি। তাঁর পোল্যান্ডে যাওয়ায় উচ্ছ্বসিত প্রবাসী ভারতীয়রাও। হোটেলে তাঁকে স্বাগত জানান সকলে। তাঁদের পোশাকেও ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া। কেউ পরেছেন শাড়ি, কেউ পরেছেন লেহেঙ্গা-চোলি। পুরুষদের পরনে কুর্তা-পাজামা। গরবা নাচের মাধ্যমে নৃত্যশিল্পীরা মোদিকে স্বাগত জানান। তবে শুধু ভারতীয়রা নন। এদিন মোদিকে স্বাগত জানান পোল্যান্ডের মানুষও। ছোট ছোট পোলিশ শিশুরা হোটেলে হাত মেলায় মোদির সঙ্গে। সকলের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এমসি-ডব্লুসি-টয়লেট-সিওএমপিএক্স-বিজিপি-২০২৪, তারিখ ১৪.০৮.২০২৪। সিনি. ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং.৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন প্রখ্যাত ঠিকাদারদের নিকট থেকে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে "সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে" সিল করা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম/বিবরণঃ** বজবজ ডিপোতে টয়লেট কমপ্লেক্স (শৌচাগার চত্বর)-এর উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৬,৬১,০০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৯৩,২০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ (মাসে) ঃ** ৬ (ছয়) মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ২২.০৮.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের যোগ্যতা শর্তাবলি সহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে দেখা ও ডাউনলোড করা যাবে। **হাতে হাতে দাখিল করা কোনো দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।**

(SDAH-156/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এমসি-ডব্লুসি-টয়লেট-কমপ্লেক্স-এনএইচ-২০২৪, তারিখ ১৪.০৮.২০২৪। সিনি. ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং. ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন প্রখ্যাত ঠিকাদারদের নিকট থেকে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে "সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতিতে" সিল করা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম/বিবরণঃ** নৈহাটি ডিপোতেআরওএইচ শেড-এ টয়লেট কমপ্লেক্স (শৌচাগার চত্বর)-এর উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৬,৬১,০০০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৯৩,২০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ (মাসে) ঃ** ৬ (ছয়) মাস। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ২২.০৮.২০২৪। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ০৫.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের যোগ্যতা শর্তাবলিসহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে দেখা ও ডাউনলোড করা যাবে। **হাতে হাতে দাখিল করা কোনো দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।**

(SDAH-159/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. ঃ সি.৫/পে অ্যান্ড ইউজ/ই-অকশন/১০২৪/২০২৪ তারিখ ২০.০৮.২০২৪ সিনি. ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক আইআরপিএস পোর্টালের www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলামের বিভাগ ঃ** সুলভ শৌচালয় (সাধারণ)। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ** সিএস-এএসএন-পিএনইউ-ডিজিআর। **নিলামের তারিখ ঃ** ১০.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **স্টেশন/স্থানের নাম ঃ** দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশনের ২য় শ্রেণির ওয়েটিং হল, পিএফ নং ৪ এবং ৫-এর হাওড়া এবং কালকা প্রান্তে এন্ড পি.এফ. নং. ২ এবং ৩-এর হাওড়া প্রান্তে এবং পি.এফ. নং. ১-এর কালকা প্রান্তে। সম্পূর্ণ বিশদের জন্য এবং ১০.০৯.২০২৪ তারিখ, দুপুর ১২ টায় উপরোক্ত ই-নিলামে অংশ নিতে সমভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে বলা হচ্ছে। (ASN-152/2024-25)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PUBLIC NOTICE

Jindal India Metals Ltd. has purchased 45 dec. of land in Mouza Paniara, comprised in L.R. Dag Nos. 872 & 873 under Khatian No. 51 from Sri Ranjan Jati, Smt. Supriti Jati, Smt. Bithi Jati, Smt. Alaka Maiti (Jati), Smt. Dipali Sarkar, Smt. Chinta Roy (Jati), Iti Majumdar (Jati) via registered Sale Deed No. 1589/2024 dated 13/03/2024 executed by Sri Ranjan Jati by virtue of registered the Power of Attorney, being No. 1522/2024 dated 11/03/2024. Now we have applied for Mutation of above-mentioned land. Any objections should be reported to BL & LRO, Panchla, Howrah, within 30 days.

PUBLIC NOTICE

Jindal India Metals Ltd. has purchased 26 dec. & 46.933 dec. of land in Mouza Paniara, comprised in L.R. Dag Nos. 669, 670, 883, 1162, 1163, 1189, 1176, 1155 under Khatian Nos. 1952, 741, 1371, 1705, 1705, 1707, 1982, 1985, 1986, 1987, 1988, 2011, 2012, 2013, 2013, 1948 from Sk. Aktar, Sk. Firoj, Sk. Hasibul, Angura Begum, Ruma Begum, Rina Begum via registered Sale Deed No. 5203/2023, dated 13/09/2023 & 5205/2023, dated 14/09/2023 executed by Sk. Yunus by virtue of registered the Power of Attorney, being No. 02870/2020, dated 14/12/2020. Now we have applied for Mutation of above-mentioned land. Any objections should be reported to BL & LRO, Panchla, Howrah, within 30 days.

PUBLIC NOTICE

Jindal India Metals Ltd. has purchased 0.5040 dec. of land in Mouza Paniara, comprised in L.R. Dag No. 1182 under Khatian Nos. 319 & 1117 from Smt. Arati Bangal via registered Sale Deed No. 7048/2023 dated 18/12/2023, executed by Sri Tapan Ghosh by virtue of registered the Power of Attorney, being No. 6721/2023, dated 04/12/2023. Now we have applied for Mutation of above-mentioned land. Any objections should be reported to BL & LRO, Panchla, Howrah, within 30 days.

PUBLIC NOTICE

Jindal India Metals Ltd. has purchased 12 dec. of land in Mouza Paniara, comprised in L.R. Dag No. 1068 under Khatian No. 2872 from Sri Premashis Palui via registered Sale Deed No. 1111/2024 dated 21/12/2024, executed by Smt. Tanushree Das Palui by virtue of registered the Power of Attorney, being No. 7149/2023, dated 22/12/2023. Now we have applied for Mutation of above-mentioned land. Any objections should be reported to BL & LRO, Panchla, Howrah, within 30 days.

PUBLIC NOTICE

Jindal India Metals Ltd. has purchased 34.04 dec. of land in Mouza Paniara, comprised in L.R. Dag No. 1156 under Khatian Nos. 1162, 2702, 2703, 2704 & 2872 from Sri Debasis Palui, Sri Subhasis Palui & Sri Premashis Palui via registered Sale Deed No. 1112/2024 dated 21/12/2024, executed by Smt. Soma Palui by virtue of registered the Power of Attorney, being No. 6870/2023, dated 11/12/2023. Now we have applied for Mutation of above-mentioned land. Any objections should be reported to BL & LRO, Panchla, Howrah, within 30 days.

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT QUATATION NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title :- NIT No:-NM/PWDT/NIQ-037e/2024-2025.Tender ID:-2024_MAD_737043_1.Type of Work:-** Operation & Maintenance Auditorium Bid Submission Start Date:**-23-08-2024**. Bid Submission End Date:**- 28-08-2024 at 5:00 PM**
N.B. : Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- Chairman,
Nabadwip Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তার পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে: **ক্রম. নং. : [০১]। টেন্ডার নং.:ইএনজিজি-২২-২০২৪-২৫। কাজের নাম:** সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন -এ অতিরিক্ত ফায়ার হাইড্রেন্ট পয়েন্ট এবং বুস্টিং ব্যবস্থা প্রদান করে প্রেসারাইজড হাইড্র্যান্ট নেটওয়ার্ক। **বিজ্ঞাপিত মূল্য (রুপি): ₹ ১,০৩,৭৮,০৯৭.৩৫। বায়না মূল্য জমা (রুপি):** ₹ ২, ০১,৯০০.০০। **পিডিসি:** ০৬ (ছয়) মাস। **বন্ধের তারিখ:** ০৯/০৯/২০২৪। **দ্রষ্টব্য: (i)** সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এবং www.clw.indianrailways.gov.in-এ দেখা যাবে। **(ii) যোগাযোগের নম্বর: ৯১৬৩৩৪০২০১।**

ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন

PR6/598

Like us on : www.facebook.com/clwrailways

E-TENDER NOTICE

Tenders through E-Tendering process are invited by the Prodhan, Basantapur Gram Panchayet, Basantapur, Amta-I, Howrah from the bonafied, experienced and resourceful agencies/Registered co-operative societies /bidders having registration in E-Procurement portal for execution of **2 Nos of work vide E-NIT No. WB/HWH/AMTA /BGP/24-25/NIT/389/(1-2) DATED 21-08-24**. The last date of online bid submission is **28/08/24**. All the Detail information regarding above said E-Tender will be available in website **www.wbtenders.gov.in**
sd/- Prodhan
Basantapur Gram Panchayet
Basantapur, Amta-1 ,Howrah

OFFICE OF THE COUNCILLORS, BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata - 700144

E-tender: Online bids are invited by the undersigned from reputed Agency/ Supplier/Contractor for (1) Transfer of legacy solid waste from dumping ground at ward no. 08 & 02 under this ULB vide **WBMAD/ULB/BM/NIT-11 (e)/2024-25**, last date: 05.09.2024 up to 6.55 PM. **QUOTATION:** (2) Supplying of materials for kirtonkhola burning ghat 2nd Chulli under Baruipur Municipality vide NIQ No. 09/BM/ Qtn/Elec/24 dated: 21.08.2024. last date: 30.08.2024 upto 2 PM. Details information may be obtained during office hours 11 AM - 5 PM. Website: wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Officer,
Baruipur Municipality

OFFICE OF THE PURBAKHILKAPUR GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful Bidders for execution of the works mentioned below. **NIT NO:- PUKGP/ Tender/untied / 2024-2025/02.Tender Id 2024_ZPHD_737073_1 to 2024_ZPHD_737073_2**. Construction of 2 Nos concrete Road. Tender Amount:**Rs.228015.00, 153654.00**. Last date of bid Submission: **28/08/2024 at 5 p.m**. Date of Opening Tender: **02/09/2024**.
Sd/ Prodhan,
Purbakhilkapur Gram Panchayat,
Barasat-1 Panchayat Samity
North 24 Parganas

NIT No. 02/2024-25, DT. 21/08/2024

E-Tender is being invited by WBCADC, Tamluk-1 Project, Dept. of P & RD, Govt. of W.B., Ranasinga, Kelomal, Purba Medinipur. **Repair & renovation of Administrative office building Tamluk Project under WBCADC Tamluk-1 Project. (G+2) Building.** Details of which will be available from this office during the office hours or at **https://wbtenders.gov.in** from **23/08/2024. Tender ID: 2024_ PRD_736898_1** Bid submission end date for the following works **06/09/2024 at 16:30 hrs.** Estimated Cost **Rs. 210850.00**
SD/-
Officer In-Charge
WBCADC, Tamluk Project
Dept. of P & RD,
Govt. of WB
Mob No: 9732597683, 9434667766

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/ NIT-15/2024-25** for **"Supplying Sal-bullah and Eucalyptus-bullah piles at work site, including dressing and making one end pointed for one year period at different Ward within Krishnanagar Municipality."** The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id: **2024_MAD_737478_1.**
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

e-Tenders are invited by the D.P.O., WBCADC, Ranaghat-II Project against **NIT No.:- 02/2024-25, Dated: 21.08.2024** for "Supply, fitting & fixing of electrical items in different room of Administrative Building and other sections (including electrical wiring) at W.B.C.A.D.C. Ranaghat-II Project premises [Amounting to Rs. 5,35,718.00]. Last Date of Submission of Tender Paper - **03.09.2024 up to 04:30 P.M.** For details please contact to the Office or Visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Deputy Project Officer
W.B.C.A.D.C. Ranaghat II Project

NOTICE

e- Tender are invited by PIA, Garga & Ijri Watershed & ADA, Joypur Block for Execution of Horticulture of different sites Under Garga & Ijri Watershed. Reference E-Tender Notice no. **01/WDC2.0/11/NRM/24-25/ JPR,** For details please visit **https://wbtenders.gov.in, / https://purulia.nic.in. Last date of submission of bid online 28/08/2024.**
Sd/-
PIA, Garga & Ijri Watershed & A.D.A, Joypur Block, Purulia

NIT No. 03/K of A.E., Kandi P.W.D. of 2024-25

Notice is Invited by A.E.P.W.D./ Kandi Sub- Division for different works. The last date & time of Application **29.08.2024 up to 2.00 P.M** and last date & time of dropping tender **03.09.2024 up to 2.00 P.M.** All other details may be seen in the Noticed Board and in this office on all working days within office hours.
Sd/-
Assistant Engineer (P.W.D),
Kandi Sub- Division.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in

সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি- এইচএমসি এর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ৪ (চার)টি বৈদ্যুতিক কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণকে প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদারি লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং সংশ্লিষ্ট সময় পর্যন্ত জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিক তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করতে পারেন।
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শুরুর তারিখ : ২১.০৮.২০২৪ সন্ধে ৬ টা থেকে
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০২.০৯.২০২৪ সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
৩৮(২)/২৪-২৫
২২/৮/২৪
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

GOBARDANGA HINDU COLLEGE
NOTICE INVITING e-TENDER

Memo No. GHC/NIT/2043/08/2024 Dated: 22/08/2024
Tender No. WBDHE/GHC/GOBAR/NIT-02(e)/24-25, DT:-23/08/2024

The e-tender has hereby invited by the Principal, Gobardanga Hindu College. **Name of the work:** (1) Construction of conference hall of Gobardanga Hindu College (AISHE CODE: C-43353), AT Gobardanga, Mouza-Sahapur, J.L.No.-166, Plot No.-156, Under Gobardanga Municipality, ward no.05, Block-Habra-I, P.O-Khantura, P.S-Gobardanga, In The District of North 24 parganas, Part-B. (2) Construction of conference hall of Gobardanga Hindu College (AISHE CODE: C- 43353), AT Gobardanga, Mouza-Sahapur, J.L.No.-166,Plot No.-156, Under Gobardanga Municipality, ward no.05, Block-Habra-I, P.O-Khantura, P.S-Gobardanga, In The District of North 24 Parganas, Part-A. Last date of submission of Bid on 09/09/24.For details Visit: https://wbtenders.gov.in.
Sd/- Principal,
Gobardanga Hindu College

Daluibazar-I Gram Panchayat
Rasulpur, Memari, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from Reputed, Bonafied Tenderer for executation the different development work vide **Tender Reference No.: 444/DB-I/2024-25, Tender ID : 2024_ZPHD_738016_1, 450/DB-I/24-25, Tender ID : 2024_ZPHD_737993_1-2 & 452/DB-I/24-25, Tender ID : 2024_ZPHD_738007_1, Date : 22.08.2024.** Bid Submission Start Date (Online) : **22.08.2024 at 06:55 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **29.08.2024 up to 11.00 AM.** Bid Opening Date (Technical): **02.09.2024 at 11.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Daluibazar-I Gram Panchayat

আগামী বছরের সূচি ঘোষণা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের

ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট দিয়েই শুরু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছর ইংল্যান্ডে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে যাবে ভারত। ২০ জুন প্রথম টেস্ট। সেই ম্যাচ দিয়েই শুরু হবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। ২০২৫ থেকে ২০২৭ পর্যন্ত চলবে সেই প্রতিযোগিতা। এখন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চলছে তার ফাইনাল ২০২৫ সালে।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়েছে পাঁচটি টেস্ট কোথায় হবে এবং কবে থেকে শুরু হবে। প্রথম ম্যাচ লিডসের হেডিংলেতে। ২০ জুন থেকে শুরু হবে সেই ম্যাচ। দ্বিতীয় ম্যাচ ২ জুলাই থেকে। বার্মিংহামের এজবাস্টনে হবে সেই ম্যাচ। তৃতীয় টেস্ট লর্ডসে। ১০ জুলাই থেকে শুরু হবে সেই ম্যাচ। চতুর্থ টেস্ট ম্যাঞ্চেস্টারে। ২৩ জুলাই থেকে শুরু হবে সেই টেস্ট। শেষ ম্যাচ ওভালে। শুরু হবে ৩১ জুলাই থেকে।

২০০৭ সালের পর ভারত কখনও ইংল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিততে পারেনি। সে বার রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বে মাইকেল ভনের ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিয়েছিল ভারত। শেষ বার বিরাট কোহলিরা ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন ২০২১-২২ মরসুমে। সে বার দু'টি টেস্ট জিতলেও সিরিজ জিততে পারেনি ভারত।

প্রতিটি টেস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেই ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ হয়েছে। ২০১৯-২১ মরসুমে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল ভারত। সেই সময় অধিনায়ক ছিলেন বিরাট। ২০২১-২৩ মরসুমে ইংল্যান্ডের মাটিতে ২-২ ফলে শেষ হয় সিরিজ। ঘরের মাঠে ২০২৩-২৫ মরসুমে রোহিত শর্মার নেতৃত্বে ঘরের মাঠে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছিল ভারত।

২০০২ সালে হেডিংলেতে শেষ বার টেস্ট জিতেছিল ভারত। আগামী বছর সেই মাঠেই প্রথম টেস্ট। শেষ বার এই মাঠে ভারত খেলেছিল ২০২১ সালে। সেই ম্যাচে জো রুটের ভারত ইনিংস এবং ৭৬ রানে জিতেছিল ভারতের বিরুদ্ধে।

'কোচেদের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ভয়ঙ্কর,' দ্রাবিড়-গম্ভীরদের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন অশ্বিন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রিকেট খেলতে গিয়ে কোচের উপর বেশি নির্ভর করলে ক্রিকেটারদের স্বাভাবিক চিন্তা কমে যায় বলে মনে করেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তাঁর মতে, কোচের উপর বেশি নির্ভর করার প্রবণতা ভয়ঙ্কর। ক্রিকেটে কোচেদের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন তিনি। কিছু দিন আগে রোহিত শর্মা ভারতের বিশ্বকাপ জেতার নেপথ্যে রাহুল দ্রাবিড়কে কৃতিত্ব দিয়েছেন। শ্রেয়স আয়ারও কলকাতা নাইট রাইডার্সের আইপিএল জেতার কৃতিত্ব গৌতম গম্ভীরকে দিয়েছেন। অশ্বিন ঠিক এই সময়ে এই প্রশ্ন তুলছেন।

একটি সাক্ষাৎকারে অশ্বিন বলেন, তঅনেক ক্রিকেটার কোচ বা মেন্টরের উপর বেশি নির্ভর করছে। আমার মনে হয় এই প্রবণতা ভয়ঙ্কর। কারণ, এক জনের উপর বেশি নির্ভর করলে নতুন নতুন চিন্তা মাথায় খেলবে না।দ অশ্বিনের মতে, এখন কোচেরাও তাঁদের কাজ ঠিক ভাবে করেন না। তিনি বলেন, তকোচের কাজ ক্রিকেটারদের সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সমাধান আলাদা। এক জনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি কাজ দিয়েছে, আর এক জনের ক্ষেত্রে তা না-ও দিতে পারে। কিন্তু এখনকার দিনে কোচেরা এক রকম ভাবেই সকলের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে। সেটা ঠিক নয়।

মাঠে প্রায় প্রতি দিন অশ্বিনকে নতুন নতুন পরীক্ষা করতে দেখা যায়। তিনি নিজেই বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, নতুন নতুন অস্ত্র তৈরি রাখার চেষ্টা করেন। কোচেদের উপর বেশি নির্ভর করলে সেটা হবে না বলেই মনে করেন তিনি। অশ্বিন বলেন, তঅনেক চ্যালেঞ্জ আসবে। তার সমাধান ক্রিকেটারকেই করতে হবে। কোচ সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সমাধান নিজেকেই খুঁজতে হবে। তামিলনাড়ুর কোচ থাকাকালীন ডব্লিউভি রমন আমাকে এই শিক্ষাই দিয়েছিলেন। আমি কারও উপর নির্ভর করি না। নিজেই সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাতে সফলও হই।

নিজে চেষ্টা করে সমস্যার সমাধান না করলে কোনও ক্রিকেটার সেরা হতে পারে না বলে মনে করেন অশ্বিন। ভারতীয় স্পিনার বলেন, তক্রিকেটে যারা সেরাদের তালিকায় রয়েছে তারা প্রত্যেকে নিজেরাই নিজেদের সমস্যার সমাধান করেছে। হয়তো অন্য কারও সাহায্য নিয়েছে। কিন্তু কারও উপর নির্ভর করেনি। সেই কারণেই তারা দ্রুত সমস্যার মোকাবিলা করতে পেরেছে। এখনকার দিনের ক্রিকেটারদের তা শেখা উচিত। চামচে গুলে সব কিছু খাইয়ে দেওয়া যায় না।

গম্ভীরের পরামর্শে এসেছিল সাফল্য, কেন বাকিদের থেকে আলাদা গৌতি, ব্যাখ্যা কেকেআরের ওপেনারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত মরসুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ট্রফি জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তাঁর। সেই ফিল সল্ট ফাঁস করলেন, গৌতম গম্ভীরের একটি পরামর্শ কী ভাবে সাফল্য এনে দিয়েছিল তাঁকে। কেন ভারতের কোচ হিসাবে সফল হবেন গম্ভীর, সেটাও ব্যাখ্যা করেছেন কেকেআরের ওপেনার।

এক অনুষ্ঠানে সল্ট বলেছেন, তজিজি (গম্ভীরের ডাকনাম) আমাকে শুরুতেই বলেছিল, যত দূর সম্ভব ইনিংস টেনে নিয়ে যেতে। বিশেষত ভারতের মতো পিচে। প্রথম অনুশীলনের পরেই আমাকে ডেকে কথা বলেছিল। বলেছিল, 'আমি জানি তুমি অনেক রান করবে। কিন্তু আমি চাই ১০ থেকে ২০ ওভারের মধ্যে তুমি সবচেয়ে বেশি রান করো'।

গম্ভীর চেয়েছিলেন, সল্ট যাতে ইডেনের মতো মাঠে ইনিংসের শেষের দিকে দাপট দেখাতে পারেন। সল্ট বলেছেন, তগম্ভীর বলেছিল, আমি ধীরে শুরু করলেও ক্রি জে টিকে থাকবে। যাতে দশ ওভারের পর থেকে বড় শট খেলতে পারি। দ্রুত রান করার জন্য প্রশংসাও করেছিল। আমার মতে, ওটাই সেরা কোচিং।

কেন ভারতের কোচ হিসাবে ভবিষ্যতে গম্ভীর সফল হবেন তা বলতে গিয়ে সল্টের ব্যাখ্যা, তলড়াকু মানসিকতা রয়েছে ওঁর মধ্যে। কোন ক্রিকেটার কী ভাবে উন্নতি করতে পারে, তা নিয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসগুলোও ভাবে ও। দলকে জেতানোর পরিকল্পনা সব সময়ে ওর মাথায় চলে। তাই লড়াকু ছাড়া আর কোনও শব্দ আমার মাথায় আসছে না।

কেকেআর কোচকে নিয়ে মুখ খুললেন দলের বিদেশি ব্যাটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সত্যিই কি চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত খুব কড়া? সত্যিই কি অনেক ক্রিকেটারের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ? চলতি বছরই পণ্ডিতের উপর অভিযোগ উঠেছিল, তাঁর নির্দেশ ছাড়া কিছু করা যায় না দলে। সেই বিষয়ে এ বার মুখ খুললেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের ক্রিকেটার ফিল সল্ট।

কেকেআরের ওপেনার অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে পণ্ডিতের সম্পর্ক বেশ ভাল। তিনি বলেন, তপ্রথম দিন থেকে পণ্ডিতের সঙ্গে সম্পর্ক আমার ভাল। দরকারে উনি ক্রিকেটারদের আগলে রাখেন। আবার দরকারে একটি শাসনও করেন। ভাল কোচেদের গুণ এটাই। আইপিএল শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ওঁর সঙ্গে মেসেজে আমার কথা হয়। উনি খুব খেলা দেখেন। বিভিন্ন বিষয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলা যায়।

গত মরসুমে কেকেআরের মেন্টর হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। তিনিও জানিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে কোচের সম্পর্ক বেশ ভাল। তিনি বলেন, তআমি কোনও বিতর্ক শুনিনি। পণ্ডিতের সঙ্গে আমার কাজের সম্পর্ক খুব ভাল। পণ্ডিত ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল কোচ। সেই কারণেই কেকেআরের কোচ হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভাল।

কেকেআরের ওপেনার অবশ্য জানিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে পণ্ডিতের সম্পর্ক বেশ ভাল। তিনি বলেন, প্রথম দিন থেকে পণ্ডিতের সঙ্গে সম্পর্ক আমার ভাল। দরকারে উনি ক্রিকেটারদের আগলে রাখেন। আবার দরকারে একটি শাসনও করেন। ভাল কোচেদের গুণ এটাই। আইপিএল শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ওঁর সঙ্গে মেসেজে আমার কথা হয়। উনি খুব খেলা দেখেন। বিভিন্ন বিষয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলা যায়।

গত মরসুমে কেকেআরের মেন্টর হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। তিনিও জানিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে কোচের সম্পর্ক বেশ ভাল। তিনি বলেন, তআমি কোনও বিতর্ক শুনিনি। পণ্ডিতের সঙ্গে আমার কাজের সম্পর্ক খুব ভাল। পণ্ডিত ঘরোয়া ক্রিকেটে সফল কোচ। সেই কারণেই কেকেআরের কোচ হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভাল।

প্যারালিম্পিক্সে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী ভারতের কোচ

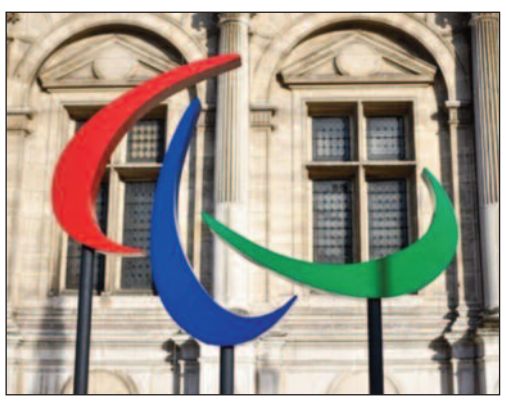

নিজস্ব প্রতিবেদন, নয়াদিল্লি: আশা করেও প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে আসেনি সোনা। এবার প্যারালিম্পিক্সের পালা। সেখানে খরা কাটাতে মরিয়া অ্যাথলিটরা। আগামী ২৮ আগস্ট থেকে শুরু হবে এই প্যারা অলিম্পিক্স। এবার ৮৪ জন অ্যাথলিট অংশ নেবেন এই প্রতিযোগিতায়। সব মিলিয়ে এখন প্রস্তুতি তুঙ্গে । তবে এর মাঝেই দলের হেড কোচ সত্যনারায়ণ বিশ্বাস বলছেন এবার প্যারালিম্পিক্স থেকে ভারতে ৫টা সোনা আসবে। সব মিলিয়ে ১২টি পদক পাবে ভারতীয়রা।

ইতিমধ্যে ভারতীয় অ্যাথলিটরা প্যারিসের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। প্যারিসের গেমসে যে ভিলেজে অলিম্পিকরা থাকতেন ঠিক সেখানেই প্যারা অ্যাথলিটরাও থাকবেন। তবে তাঁদের অনুশীলন হবে স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। সব মিলিয়ে প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। আর তার মাঝেই হেড কোচ ভারতীয়দের প্রত্যাশার পাহাড়কে আরও মজবুত করেছেন। দিন কয়েক আগে , ১১ই আগস্ট প্যারিসে অলিম্পিক্স গেমসের আসর শেষ হয়ে গিয়েছে। প্যারিস থেকে ভারতীয় প্রতিযোগীরা ৬টা পদক জয় লাভ করেছেন। আসন্ন প্যারালিম্পিক্সে বাড়বে পদক। এমন আশা দিন কয়েক আগে করেছিলেন প্যারালিম্পিক্স কমিটি অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ (পিসিআই) এর প্রধান দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া। তাঁর মতে, এবার অন্তত ২৫ টি পদক জিতবেন ভারতীয় প্রতিযোগীরা। প্যারালিম্পিক্স এবারের ৮৪ জন প্রতিযোগিকে পাঠিয়েছে ভারত। তীরন্দাজ, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, সাইকেলিং, শুটিং, সাঁতার-সহ ১২টি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাঁরা।

দেবেন্দ্র ঝাঝারিয়া ২০০৪ সালে এথেন্স এবং ২০১৬ সালে রিও প্যারালিম্পিক্স থেকে স্বর্ণপদক অর্জন করেছিলেন জ্যাভলিনে। তাঁর মনে হচ্ছে ২৮ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে প্রতিযোগিতা চলবে সেই প্রতিযোগিতাতে বেশ কয়েকটি বিভাগ থেকে পদক আসবে। অলিম্পিক্স শেষ হয়ে গেলেও তাঁরা প্যারালিম্পিক্সের জন্য ফ্রান্সে সাজো সাজো রব রয়েছে। এর আগে ১৯৯২ সালে ফ্রান্সে বসে ছিল প্যারালিম্পিক্সের আসর। যদিও সেটা প্যারিসে হয়নি। ১১ দিন ধরে চলা এবারের প্যারালিম্পিক্সে ৫৪৯ টি ইভেন্টে ৪ হাজার ৪০০ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করবেন ।

এবার প্যারালিম্পিক্সে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়ালি আলাপচারিতা সারেন এবং শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন 'বিজয়ী ভব'। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর আশীর্বাদ তোমাদের সঙ্গে আছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। যেভাবে, টোকিও প্যারালিম্পিক্সে বা অন্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেয়েছে ভারত, সেভাবেই নতুন রেকর্ড তৈরি কর বলে অ্যাথলিটদের শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়া হয়েছে।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের সূচি প্রকাশ

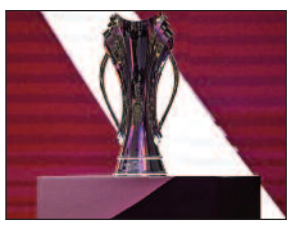

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২ কোয়ালিফায়ারের ম্যাচে হারায় এখন এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলতে হবে লাল-হলুদ। এএফসির সদর দপ্তরে কুয়ালা লামপুরে বৃহস্পতিবারে সূচি ঘোষণার জন্য ড্র-এর আয়োজন করা হয়। এদিনই এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বের সূচি তৈরি হয়ে গেল। ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে কে বা কারা খেলবে তাঁদের নামও জানা গেল। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ভারত বাদে দক্ষিণ-এশিয়া থেকে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, ভুটানের ক্লাবও অংশগ্রহণ করছে।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে গ্রুপ 'এ'তে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। গ্রুপ 'এ'তে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে লেবাননের নেজমেহ এসসি, বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংস এবং ভুটানের পারো এফসি রয়েছে। গ্রুপ 'এ'-তে থাকা নেজমেহ ২০২৩-২৪-র লেবাননের প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন। লেবাননের এই দলটির সঙ্গে আগেও সাক্ষাৎ হয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের। ২০১০ সালে এএফসি কাপের গ্রুপ স্টেজে ইস্টবেঙ্গল এই নেজমেহের মুখোমুখি হয়েছিল। লাল-হলুদ বাহিনীকে সেবার অবশ্য দুই লেগেই হার মানতে হয়েছিল। বসুন্ধরা কিংস এর আগে এএফসি কাপে অনেকবার মোহনবাগানের মুখোমুখি হয়েছিল। এই বার প্রথমবার ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হতে চলেছে বসুন্ধরা কিংস। ভুটান এই গ্রুপের সব ম্যাচ আয়োজন করতে চলেছে। ফলে ইস্টবেঙ্গলকে ভুটানে গিয়েই নিজেদের সব ম্যাচ খেলতে হবে। থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে হবে সবকটি ম্যাচ।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে পাঁচটি গ্রুপ রয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার ৩টি গ্রুপ এবং পূর্ব এশিয়ার ২টি গ্রুপ সহ মোট পাঁচটি গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। যার মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার ১২টি এবং পূর্ব এশিয়ার ৬টি দল রয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার দলগুলিকে গ্রুপ 'এ' থেকে গ্রুপ 'সি'এর মধ্যে রাখা হয়েছে। গ্রুপ 'ই' এবং গ্রুপ 'ডি'তে পূর্ব এশিয়ার দল গুলিকে রাখা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার গ্রুপ গুলিতে চারটি করে দল থাকলেও পূর্ব এশিয়ার দুটি গ্রুপে তিনটি করে দল রাখা হয়েছে।

যেহেতু পশ্চিম এশিয়ার গ্রুপগুলিতে চারটি করে দল রয়েছে, তাই এই তিনটি গ্রুপের বিজয়ী তিন দল এবং একটি সেরা রানার-আপ দল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে। বাকি পূর্ব এশিয়ার দুই গ্রুপের প্রত্যেকটি থেকে সেরা দু'টি করে দল কোয়ার্টারে উঠবে। ২৬ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বরের মধ্যে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলি খেলা হবে।

কোয়ার্টার ফাইনাল পর্ব থেকে শুরু হবে হোম এবং অ্যাওয়ে ভিত্তিতে খেলা। পরের বছর ৫ থেকে ১৩ মার্চের মধ্যে কোয়ার্টার ফাইনাল শুরু হবে। সেমিফাইনাল হতে পারে ৯ থেকে ১৭ এপ্রিলের মধ্যে। ১০ মে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে। ইস্টবেঙ্গল গত মরসুমে সুপার কাপ জয়ী দল হিসাবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ২-এর প্লে-অফে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। কিন্তু তাঁরা সেখানে আলতিন আইসারের কাছে হেরে যায়। এর ফলে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলতে হচ্ছে লাল-হলুদ শিবিরকে। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের পরবর্তী রাউন্ডে যেতে হলে একপ্রকার গ্রুপ সেরা হতেই হবে।

পুরনো ঠিকানায় ফিরছেন গুন্দোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন, লন্ডন: ইকে গুন্দোগান এক মরসুম পরই ফিরতে চলেছে ম্যানচেস্টার সিটিতে। সূত্রের খবর, ম্যানচেস্টার সিটি জার্মান এই মিডফিল্ডারকে দলে ফেরাতে সম্মত হয়েছে। 'দ্য ব্লুজ' এর সাথে সাতটি সফল মরসুম কাটিয়ে গত মরসুমে যোগ দিয়েছিলেন বার্সেলোনায়। শোনা যাচ্ছে, গত বুধবার ম্যানচেস্টারে সই সারতে গিয়েছিলেন এই মিডফিল্ডার। এই সপ্তাহের শেষে গুন্দোগানকে দলে আনুষ্ঠানিক ভাবে যোগ দেওয়ার কথা আছে। ইপসুইচ টাউনের বিরুদ্ধে আগামী শনিবার আকাশি জার্সিতে মাঠে নামতে পারেন ইকে গুন্দোগান।

বার্সেলোনার আরও দুই বছরের চুক্তি থাকলেও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে চুক্তির অবসান করেন গুন্দোগান। ফলে আর কোনরকম অতিরিক্ত অর্থ খরচ না করেই গুন্দোগানকে দলে নিচ্ছে সিটি। ১১ এই নিয়মেই চুক্তি সই করছে সিটি। ১১ অর্থাৎ এক মরসুম খেলার পর চাইলে আরও এক মরসুম চুক্তি বাড়াতে পারবে সিটি গ্রুপ। এর আগে খবর ছিল সৌদির অনেক ক্লাব তাঁকে দলে নিতে আগ্রহী। সে অনুযায়ী নাকি তাঁর কাছে প্রস্তাবও পাঠিয়েছিল আল নাসের। পেপ গুয়ার্দিওলার সঙ্গে আলোচনা করে তিনি সিটি যাগ দেওয়ার সিধান্ত নেয়। গুয়ার্দিওলা এবং গুন্দোয়ানের মধ্যে খুব ভাল ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। ৩৩ বছর বয়সি গুন্দোগান গত সোমবার জার্মানি জাতীয় দল থেকে অবসরের ঘোষণা দেন। সিটির হয়ে ৩০৪ টি ম্যাচ খেলেছেন। ৬০টি গোলও রয়েছে তাঁর। সিটির সাথে সাত বছরে ১২টি মেজর ট্রফি জিতেছেন। যার মধ্যে রয়েছে ৫টি প্রিমিয়ার লিগ এবং ১টি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। তিনি ক্লাব ছাড়ার কথা ভাবলেও সিটি তাঁকে ধরে রাখতে চেয়েছিল। অবশেষে ফ্রি এজেন্ট হিসাবে ক্লাব ছাড়েন গুন্দোগান। আর্সেনাল সহ প্রিমিয়ার লিগের অনেক ক্লাব তাঁকে দলে নিতে চেয়েছিল।

৫১টি ম্যাচে কাতালিয়ানদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন গুন্দোগান। ইতিমধ্যেই চলতি মরসুমে দানি ওলমোকে আরবি লাইপজিগ থেকে দলে নিয়েছেন বার্সেলোনা। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক সমস্যায় ভুগছে বার্সেলোনা, তাই ওলমোকে রেজিস্ট্রার করাতে গুন্দোগানকে ছাড়তে চাইছিল বার্সা। ফলে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে বেশ আশঙ্কা তৈরি হলেও, শেষ পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে দিল তাঁর প্রাক্তন ক্লাব। ফলে আগামী মরসুমে আকাশি জার্সিতে আরও একবার নিজের সেরা পারফরম্যান্স দিতে প্রস্তুত।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**